জেলেখা।

পারস্য কবি-কুল-শিরোভূষণ জামী প্রণীত।

শ্রীআবদুল লতিফ্ কর্ত্তৃক

অনুবাদিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা,

৩নং ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট লিলি প্রেসে

শ্রীনবীন চন্দ্র ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রথম সংস্করণ।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

পূজ্যপাদ, পিতৃদেব,

শ্রীল, শ্রীযুক্ত মুন্সী মহাম্মদ দলিরদ্দীন

সাহেবের

কর-কমলে,

এই অনুবাদ

উপহার

দিলাম।

বিনীত,

শ্রীআবদুল লতিফ্।

অবতরণিকা।

আমার দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, যখন আমি এই গ্রন্থোদ্যানে পক্ষি-শাবকের ন্যায় ক্রীড়া করিতাম, অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ, ভুবন-বিখ্যাত, কবি-কুল-শিরোভূষণ, মওলানা, জামী আবদুর রহমান মহাশয় প্রণীত অতি প্রাচীন (৮৮৮ হিজরীর) পারস্য-রচিত জেলেখা (মতান্তরে জোলেখা) পুস্তক স্বীয় জনক, কৃতবিদ্য, মহাপুরুষ, পরম পূজনীয়, শ্রীযুক্ত মুন্সী, মহাম্মদ দলিরুদ্দীন মহাশয়ের নিকট পাঠ করিতাম এবং তদীয় অনির্ব্বচনীয় স্নেহ ও ন্যায় শিক্ষায় কবিতাবলীর অর্থ সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরিজ্ঞাত হইতাম, তথনই ঈদৃশ অমূল্য রত্নের গ্রাহক অনুসন্ধান করিতে ও পারস্য রচিত কাব্যমালায় নূতন সূত্র সন্নিবেশ করিয়া বঙ্গবাসী সাহিত্য হিতৈষী মহোদয়গণের কণ্ঠে পরাইতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলাম; কিন্তু, বাল্যবুদ্ধি ও শিক্ষাধীনে থাকা প্রযুক্ত কোন প্রকারে মনোরথ সফল করিতে পারি নাই। এই পুস্তক কোন প্রকার কাল্পনিক ঔপন্যাসিক নহে; পবিত্র কোরানের ইতিবৃত্ত সম্বলিত পারস্য গ্রন্থ অবলম্বনে অনুবাদিত। ইহার স্থানে স্থানে এরূপ নীতি উপদেশ আছে যে, তাহা পাঠে পাঠকমাত্রেই মূল গ্রন্থকার মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে বাধ্য হইবেন।

সে যাহা হউক, বিগত ১৩০০ সালের মাঘ মাসে পালিগ্রাম নিবাসী অসীম গুণগ্রাহী ন্যায়দর্শী, মহাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রামনাথ ঠাকুর কোন কারণ বশতঃ আমাদের গ্রামে আগমন করেন। তিনি যদিও হিন্দু জাতি, তথাপি তাঁহার

মনে অন্য জাতি দ্বেষ আদৌ নাই বলিয়া বোধ হয়। তৎপ্রযুক্ত তিনি সময় সময় আমার নিকট পারস্য-কবিতা শ্রবণ করিতেন। একদা তাঁহার নিকট জেলেখা-পুস্তকের কতিপয় কবিতা পাঠ ও তাহার ভাবার্থ ব্যাখ্যা করায়, তিনি মূল গ্রন্থের অনেক প্রশংসা করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে বলিলেন। কিন্তু, আমি (পারিব কি না এই আশঙ্কায়) তাঁহার কথার উত্তর না দিয়া মনো-মধ্যে তদীয় উপদেশ জাগরূক রাখিলাম। পরে ১৩০১ সালের আষাঢ় মাসের প্রারম্ভে মূল পুস্তক অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং ঐ সনের ১৩ই আশ্বিন দিবসে শেষ করিয়াছিলাম।

এক্ষণে করুণাময় জগদীশ্বরের অসীম অনুকম্পায় মুদ্রাঙ্কন সম্পূর্ণ হওয়ায়, অনুবাদটি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আপাততঃ যদিও আমার বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশতি বৎসর হইয়াছে, তথাপি বাল্যস্বভাব এখনও দূরীভূত হয় নাই। এজন্য সেই আদিম গ্রন্থকার-রচিত মূল পুস্তকের ন্যায়, এই অনুবাদ মধুরতাময় হইল না বলিয়া আমার বিশ্বাস। যেহেতু, মূল পুস্তকের কোন কোন কবিতায় এরূপ ভাবার্থ নিহিত আছে যে, তাহার প্রথম পঙ্‌ক্তি পাঠে স্বর্গশিখরে আরোহণ করিলাম ও দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি পাঠে পাতালপুরে প্রবিষ্ট হইলাম বলিয়া অনুভূত হয়। সে এক ভাষা, তাহার সহিত তুলনা করিয়া অনুবাদ করিতে চেষ্টা করা কষ্ট কল্পনা ও ধৃষ্টতা মাত্র। কারণ, এক ভাষার রীতির সহিত অন্য ভাষার রীতির সমানতা নাই। সুতরাং, বাঙ্গালা ভাষার রীতি অনুসারে (যেখানে যেরূপ, সেখানে সেরূপ করিয়া) মূল গ্রন্থকার মহাশয়ের কবিতাবলীর ভাব সমূহ বিশেষ রূপে ব্যক্ত করিবার জন্য যথানিয়মে চেষ্টা করা হইয়াছে। আমি প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমার বাল্য-স্বভাব এখন দূরীভূত হয় নাই। এজন্য যদি আমার অনুবাদে কেহ কোন রূপ দোষাবলোকন করেন, তাহাহইলে যেন মূলগ্রন্থে কোন রূপ দোষারোপ না করিয়া আমাকে ক্ষমা করেন এবং রাজহংসগণ যেমন চঞ্চু দ্বারা শম্বুক গ্রহণ করিয়া কেবল তাহার সারাংশ মাত্র ভক্ষণ করে, সেইরূপ বিবেচনা করেন; ইহাই আমার সবিনয় প্রার্থনা। সাঙ্কেতিক শব্দ (দঃ) স্থলে দরুদ (আঃ) স্থলে আলায়হে ছালাম ও জামী স্থানে জামনগর নিবাসী মূল গ্রন্থকর্ত্তা

বুঝিতে হইবে। ভ্রমসংশোধন ;—৮ পৃষ্ঠার ২২ ছত্রে মস্তকে স্থানে মস্তক, ৭৪ পৃষ্ঠার ২০ ছত্রে হইয়া স্থানে লইয়া এবং ১৪৭ পৃষ্ঠার ৮ ছত্রে চতিার্থতা স্থানে চরিতার্থতা পঠিত হইবে। ইতি ১৩০৪। ৯ই আশ্বিন।

বিনয়াবনত,

শ্রীআবদুল লতিফ্।

সাং জামতাড়া,

পোঃ মানকর, জেলা বর্দ্ধমান।

জেলেখা।

উপক্রমণিকা।

হে পরমেশ্বর! আপনি চিরস্থায়ী উদ্যান স্বরূপ এবং আপনার জ্যোতিঃ মনোহর পুষ্প স্বরূপ সর্ব্বদা সুগন্ধি বিস্তার করিতেছে। ঐ জ্যোতিঃ পাইবার জন্য আমার আশা, কলিকারূপে অবস্থিতি করিতেছে। অতএব, করুণা কণা বিস্তার পূর্ব্বক আমার হৃদয়ে আপনার জ্যোতিঃ নিক্ষেপ করিয়া আশা কলিকা বিকশিত করুন এবং ঐ জ্যোতিঃ পুষ্প সৌরভে আমার কলুষিত মস্তিষ্ক সুগন্ধি যুক্ত করুন। এই শ্রমাগার অস্থায়ী মেদিনী আপনার বিপণি স্বরূপ; ইহাতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় দ্রব্যই আছে। অতএব, আমি যাহাতে নিকৃষ্ট দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া, উৎকৃষ্ট বস্তু ক্রয় করিতে পারি এরূপ সুবুদ্ধি প্রদান করুন। যাহাতে আমার আত্মা আপনাকে ধন্যবাদ দিতে সমর্থ হয় এবং রসনা দ্বারা আপনার গুণ প্রকাশ করিতে পারাযায়, তদ্রূপ আস্থা প্রদান করুন। হে-সর্ব্বান্তর্যামিন! আপনি দেহ প্রাকারে জীবনরূপ একটি অমূল্য মুক্তা নিহিত রাখিয়াছেন; এজন্য প্রার্থনা আমি যাহাতে জিহ্বা দ্বারা সেই জীবন-মুক্তার মূল্য নির্ণয় করিতে পারি, আমাকে সেই ক্ষমতা প্রদান করুন। কারণ মনো-মধ্যে যে সকল শব্দের সূচনা হয়, জিহ্বার বল না থাকিলে, সে গুলি ব্যক্ত করিতে পারা যায়না। অতএব, এস্থলে কথাই জীবনের মূল্য। হে সর্ব্ব বাসনা সফল কারিন্! যেমন সকল দেশের লোকেই মৃগনাভির সুগন্ধির সমাদর জানে, তেমনি যাহাতে আমার লেখনী প্রসূত শব্দাবলী সকল দেশেই সমাদৃত হয়, আমাকে সেই ক্ষমতা প্রদান করুন এবং মৃগনাভির সুরভি যেরূপ মনোহারিণী, আমার কবিতাগুলিও সেইরূপ মনোহারিণী করুন।

* * * *

আমি কি বিষয় রচনা করিব, কি ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া সভায় উপস্থিত হইব, তাহার স্থিরতা পাইতেছিনা। যেহেতু, আমার পূর্ব্বগামী সুকবি মহাত্মারা সকল বিষয় সমভাবে ব্যক্ত করিয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট স্থানে চলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন সুরাপায়ীরা মদিরালয়ে গিয়া সমস্ত মদিরা পান করিয়া, গৃহে গমন করে, তেমনি ঐ কাব্যকররূপ সুরাপায়িগণ এই সংসাররূপ সুরালয়কে একবারে শূন্য করিয়া গিয়াছেন। আমিও সেইরূপ সুরাপায়ী হইয়া এই মদিরালয়ে উপস্থিত হইয়াছি। কিন্তু, সুরালয় শূন্য দেখিতেছি। সম্মুখে সুরাপাত্র আনয়ন করে, এরূপ লোকও দেখিতে পাইতেছিনা। অতএব, ভুক্তাবশিষ্ট সুরা পাত্র পরিষ্কারক জীর্ণ বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিলে, যৎসামান্য যাহা কিছু নির্গত হয়, তাহাই সুরাপাত্রে নিক্ষেপ করি। অর্থাৎ পূর্ব্ব মহাত্মারা যে ঘটনা বর্ণন করেন নাই, সেই ঘটনা লইয়া সভায় উপস্থিত হই।

*　　*　　*　　*

আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নাম স্মরণ পূর্ব্বক গ্রন্থ রচনারম্ভ করিলাম; যাঁহার নাম জীবাত্মার রক্ষা কবচ স্বরূপ এবং যাঁহার গুণাবলীর প্রশংসা রসনাকে সিক্ত করিবার সঞ্জীবনী স্বরূপ। যেহেতু, জিহ্বা তাঁহার নামের গুণে মুখমধ্যে সুসংস্থাপিত হইয়া তদীয় দয়াসাগরের নির্ম্মল সলিলে সতত সিক্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তাই মনোমধ্যে শত শত চিন্তার আবির্ভাব করাইয়া জিহ্বা ও দশন দ্বারা ঐ সকলকে ব্যক্ত করাইতেছেন। যেমন চিরুণী সংলগ্ন করিলে, বিজড়িত কেশ সমূহ একবারে পরিষ্কৃত হয়, তেমনি মনোবিজড়িত আকুঞ্চিত কেশ-রাশিবৎ অপরিমিত চিন্তা গুলিও জিহ্বা রূপ চিরুণীতে পরিচ্ছন্নতা প্রাপ্ত হয়। আহা! জগদীশ্বর সকল বিষয় অভিজ্ঞ তাঁহার অজ্ঞাত কিছুই নাই। তিনি দুর্ব্বলকে বল প্রদান করেন। তিনিই নক্ষত্রালঙ্কারে গগন মণ্ডলকে বিভূষিত ও মনুষ্যগণ দ্বারা ধরণীকে সুশোভিত করিয়াছেন। সেই নিরাকার ব্রহ্মই মহিমাবলে এই ছাদশূন্য হর্ম্ম্যরূপ সংসারের উপরিভাগে আকাশরূপ ছাদের আবরণ সংস্থাপন করিয়াছেন এবং পুষ্প কোরকের মধ্যে সৌরভ ও মনোহারিণী শোভা প্রদান করিয়া ঐ সকলকে জগতের আদরণীয় করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার আরাধনায় একাগ্র-চিত্ত হইয়া পারত্রিক সুখলাভের বাসনা করেন, তিনি তাঁহাদের কামনা সফল করেন

এবং যাঁহারা স্ব স্ব মনোগত কার্য্য করিয়া, সেই কার্য্যের প্রশংসা করেন, তাঁহারা তাঁহার নিকট পারলৌকিক সুখে বঞ্চিত হন। যাহারা অজ্ঞানতা প্রযুক্ত সুরাপানও করিয়া থাকে (এবং পরে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে) তিনি তাহাদিগকে মুক্তি দেন এবং যে সকল লোকে তৎপ্রতি মনঃসংযোগ না করিয়া কেবল জন সমাজে সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার জন্ত তাঁহার উপাসনা করে, তাহাদিগকে পরকালে দোষী সাব্যস্ত করেন। তিনি এরূপ দয়াময় যে, পৃথিবীতে যে সকল লোকে তাঁহার আদেশ পালন করেনা, তাহাদিগকেও তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখেন না; যেমন—কণ্টকীর এরূপ গুণ যে, তাহাতে অঙ্গ স্পর্শ হইবা মাত্রই যাতনা বোধ হয় এবং পুষ্পের এরূপ গুণ যে, তাহার আঘ্রাণে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ হয়। কিন্তু, উভয় বৃক্ষই বসন্তকালে নব নব শাখা পল্লবে সুশোভিত হয়। তিনি এরূপ জ্যোতির্ম্ময় যে, সামান্য বালুকা-কণা পর্য্যন্তও তাঁহার জ্যোতিঃ পাইয়া থাকে। যদি চন্দ্রসূর্য্য তাঁহার জ্যোতিঃ বর্হিভূত হইতেন, তাহাহইলে তাঁহারা কালের করাল গ্রাস হইতে নিষ্কৃতি পাইতেননা। যদিও কোন ব্যক্তি বুদ্ধি ও কৌশল বলে ভূতল হইতে শূন্যমার্গ পর্য্যন্ত গমনাগমন করিতে সমর্থ হন, তথাপি তদীয় আদেশের বিপরীত কার্য্য কোন স্থানে দেখিতে পাইবেন না। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যাবতীয় পদার্থ আছে, জগদীশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আর কেহই তত্তুল্য হইবার যোগ্য নহে। কারণান্তরে অমরগণ স্ব স্ব দুর্ব্বুদ্ধির জন্য তাঁহার নিকট লজ্জিত এবং অনন্ত অজ্ঞতা বশত চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা এরূপ রিপুগ্রস্ত যে মন তদ্দ্বারা মলিন হইয়া রহিয়াছে। অতএব, আমাদের উচিত যে, স্ব স্ব মনোদর্পণকে রিপু-রেণু হইতে পরিচ্ছন্ন রাখি।

* * * *

হে মন! এই পৃথিবী অন্ধকার গৃহ স্বরূপ; তুমি ইহাতে শিশুগণের ন্যায় কতকাল ধূলি ক্রীড়া করিবে? তুমি জগদীশ্বরের হস্ত পালিত চতুর পক্ষী স্বরূপ হইয়া কেন পেচকদিগের ন্যায় অন্ধকার তামসী এবং শূন্যস্থান ভাল বাসিতেছ? মনঃপক্ষি! ভস্ম সংসারে আসিয়া তোমার পক্ষ ধূলি সংযুক্ত হইয়াছে। এজন্য তুমি উড্ডীন হইতে পারিতেছ না। অতএব, তুমি আপন পক্ষ হইতে ধূলি রাশি নিক্ষেপ করিয়া যাঁহার হস্ত পালিত, তাঁহার নিকট গমন

কর। যে কুলায় জন্ম লইয়াছিলে, তাহাতেই বাস কর। আকাশে যে সকল বস্তু দেখিতে পাওয়া যায়, তুমিও সে সকল বস্তুর মধ্যগত হইয়া থাক। দেখ, সূর্য্য পূর্ব্বদিক্ হইতে পশ্চিম দিকে যাইতেছেন এবং চন্দ্র পশ্চিম দিক্ হইতে পূর্ব্ব দিকে আসিতেছেন। (আধুনিক ভূগোল শাস্ত্রের মতে সূর্য্যমণ্ডল অচল। কিন্তু, অনুবাদকারী আদিম গ্রন্থকারের মত রহিত করিয়া ভূগোল শাস্ত্রের অনুকরণ করিতে পারিলেন না।) দিনকরের কিরণ প্রতিভায় দিবাভাগে সমগ্র ধরণী উজ্জ্বল এবং সুধাকরের সুধাময় দীধিতি দ্বারা তমসাচ্ছন্ন শর্ব্বরীর অনুপম শোভা বর্দ্ধিত হইয়া রহিয়াছে। কতকগুলি নক্ষত্র সর্ব্বদা আকাশে ঘূর্ণন করিতেছে। তাহারা অনেক দূর ভ্রমণ করিলেও তাহাদিগকে কিছুই কষ্ট বোধ হয় না। তাহারা বিশ্রাম আকাঙ্ক্ষীও নহে। ঐ সকল নক্ষত্র কিজন্য ভ্রমণ করিতেছে, তাহা আমরা জানিতে পারিনা। বস্তুতঃ উহারা আপনাদের সৃজনকর্ত্তার দর্শন জন্যই ভ্রমণ করিতেছে। হে মনঃপক্ষি! তবে তুমি কেন সেই নক্ষত্রগণের দিকে দৃক্পাত করিতেছ? তুমিও আপন সৃজন কর্ত্তার দিকে দৃক্পাত কর এবং বল যে, যাহার স্থায়িত্ব নাই; সে সর্ব্বস্রষ্টা নয়; যেমন—পূর্ব্বকালে নমরুদ নামে ঈশ্বরদ্রোহী এক রাজা ছিল। তৎকালে এব্রাহিম (আঃ) নামে একজন প্রেরিত পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রসূতি তাঁহাকে অরণ্য মধ্যে প্রসব করিয়া, স্বালয়ে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক কোন কারণ বশত তাঁহার তথ্যানুসন্ধান করেন নাই। তিনি স্বীয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি চোষণ পূর্ব্বক জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। অনন্তর তাঁহার বাক্য পরিস্ফুট হইলে, তিনি নক্ষত্র সকলের জ্যোতিঃ সন্দর্শনে, প্রথমত সেই সকলকেই ঈশ্বর বলিয়া অনুমান করিলেন। কিন্তু, দিবাভাগে তাহারা নয়নান্তরাল হইলে, দিবাকরকেই জগদীশ্বর বলিলেন। পরন্তু, সায়ং সমাগমে সূর্য্যও নয়নের অগোচর হইলে, তিনি কহিলেন, "যদি ইহারাই জগদীশ্বর, তবে কেন নয়নের অন্তরাল হইল? তবে ইহারা যাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তী তিনিই জগদীশ্বর। কারণ, ইহাদের অস্তিত্ব সম্ভব হইল না। ইহাদিগকে কোনক্রমেই সর্ব্বস্রষ্টা বলা যাইতে পারে না; বা পূজা করা যাইতে পারে না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, জগদীশ্বর একজন আছেন।"

অতএব, তুমি সেই এব্রাহিমের বিবেচনায় বিশ্বাসস্থাপন পূর্ব্বক সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া এবং ষড় দিক (দশ দিক) হইতে মুখ ফিরাইয়া, একদিকে ধাবমান হও। একজনকে দর্শন কর; একজনকে জান; এক কথা বল, এক প্রার্থনা কর এবং একজনকেই অন্বেষণ কর। প্রত্যেক সূক্ষ্ম বালুকা-কণা সকলে, তদীয় দৃষ্টি নিপতিত হয় এবং ঐ সকলই তাঁহার স্থায়িত্বের প্রমাণ স্বরূপ; যেমন—যদিও গ্রন্থমধ্যে সহস্র সহস্র বর্ণাদি দৃষ্টিগোচর হয়, তথাপি একজন সুলেখক না হইলে, সরল লেখা সদৃশ একটি আলেফ বর্ণও রচিত হয় না। এই নিবিড় সংসার-কানন মধ্যে একটি ইষ্টক প্রস্তুত করিতে হইলেও, তজ্জন্য একজন শিল্পকরের আবশ্যক; তাহা না হইলে একটি ইষ্টকও প্রস্তুত হয় না। প্রথমত, অঙ্গুলিতে লেখনীকে শিক্ষা প্রদান না করিলে, লেখনী লিখন শক্তি প্রাপ্ত হয় না। ধরাতলে ঐ সমস্ত কীর্ত্তিদর্শনে যেমন তাহাদের সৃজন-কর্ত্তা এক এক জন আছে বলিয়া অনুমিত হয়, তেমনি জগন্মণ্ডল, গগনমণ্ডল, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র এবং মানব ও পশু, পক্ষী ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ নির্ম্মাণ করিবারও একজন শিল্প-কুশল নিঃসন্দেহই আছেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করা উচিত এবং তাঁহারই দিকে নয়ন যুগল বিস্তার করিয়া লক্ষ্য করাই শ্রেয়ঃ। তাঁহারই নিকট স্বাভিলায প্রকাশ করিয়া আশানুরূপ ফল প্রার্থনা করাই বিধেয়।

হে করুণাসিন্ধু—দীনবন্ধু! যৎকালে আমার জীবাত্মা দেহমধ্যে সংস্থাপিত হয় নাই, তৎকালে আমি কোন জীবিত পদার্থ ছিলাম না এবং মৃত্যুশঙ্কাও আমার মনোমধ্যে উদিত হইত না। তৎপর আপনি আমার দেহমধ্যে জীবন সংস্থাপন এবং জল ও কর্দ্দমাদি সংযোগে আমার অবয়বাদি গঠিত করিয়াছেন এবং আমাকে এক প্রকার বন্দী করিয়াছেন। শিশুকাল হইতে আমাকে রক্ষা করিয়া, পরিশেষে বুদ্ধি ও বিবেচনা শক্তি দান করিয়াছেন।

হে জগজ্জীবন তোমার মহিমা
বুঝে কোন জন;
কখন ধনীরে করহ কাঙ্গাল
করিয়া নির্ধন।

কখন কাঙ্গালে করুণা করিয়া
কর ধনপতি।
হে বিধাতঃ কিবা বিচিত্র তোমার
মহিমার গতি।
তব মহিমায় চন্দ্র, সূর্য্য, তারা
আদি গ্রহ যত।
কেহ অস্তমিত কেহ সমুদিত
হয় অবিরত।
উজ্জ্বল নির্ম্মল তারা দল মাঝে
পূর্ণিমার শশী।
রজনী সময়ে উদিতেছে কিবা
সুখে হাসি হাসি?
আধ মুকুলিত নয়নেতে শশী
করি দরশন;
দেখিতেছি কত উজ্জ্বল বিমল
শিখা অগণন।
কে জানে তোমার মহিমার সার
গুণের গরিমা?
হে জগজীবন! কি আশ্চর্য্য তব
অপার মহিমা!
বিমল শ্যামল জলদের ধারে
বিজুলীর খেলা।
সঘন চমকি, গভীর তামসী
করিতেছে আলা।
মিলিত নয়নে করিতে ঈক্ষণ
সৌদামিনী প্রভা
নয়নেতে পড়ে। কি অনন্ত তব
মহিমার আভা?

কেহ করে বাস বিচিত্র ভবনে
নাহি দুঃখ লেশ
দিবস যামিনী ভুঞ্জিতেছে কত
আনন্দ অশেষ।
শ্বাপদ পূরিত বিজন কাননে
গৃহ পরিহরি,
ফিরিতেছে কেহ সন্ন্যাসীর বেশে
দিবস শর্ব্বরী।
শয়নে স্বপনে শ্মশানেতে তুমি
হৃদয়ে সবার,
থাক অনুক্ষণ; হে বিধাতঃ তব
মহিমা অপার।
তব অনুজ্ঞায় অনন্ত মণ্ডল
করিছে ঘূর্ণণ
সদা শূন্য দেশে, নাহিক শকতি
করিতে লঙ্ঘন।
যদি কোন জন মহত্বের বলে
আকাশ বিমানে
নিত্য আসে যায়; নাহি কোন বাধা
ফিরে সর্ব্ব স্থানে;
তথাপি কি পারে— জানিতে তোমার
মহিমার সীমা?
হায় জগদীশ, কি বিচিত্র তব
অনন্ত মহিমা!

হে দয়াময়! যদি আমি দুই শত প্রান্তর-পূর্ণ পাপ কার্য্য করি, তাহা হইলেও আপনি আমার একমাত্র বিদ্যুদ্বৎ শোকধ্বনিতে তাহা ভস্মীভূত করিতে পারেন। যদি আমার পাপ-জনিত শত শত গ্রন্থ রচিত হয় এবং আমি পাপভয়ে ভীত হইয়া নেত্রদ্বয় হইতে বাষ্পবারি বর্ষণ করি, তাহা হইলে

আপনি তদ্দ্বারা ঐ পাপ-রচিত গ্রন্থ সকল ধৌত করিতে পারেন। আপনি আমাদের সমীপে এক দেদীপ্যমান "কোরান" গ্রন্থ প্রেরণ করিয়া, সমুদায় ন্যায়ান্যায় বিষয়ের আদেশ প্রচার করিয়াছেন। যদিও এই নশ্বর জীবন তমসাচ্ছন্ন জগতে রিপুগণের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার আদেশের বিপরীত কার্য্য সাধন করিয়া থাকে, তথাপি আপনি করুণা-কটাক্ষ দ্বারা আমাদিগকে পথ প্রদর্শন করাইতেছেন। আমি সেই কটাক্ষ-দীপের জ্যোতিঃ পাইবার জন্য কোন চেষ্টা করি না। আমি সে বিষয় চেষ্টা করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম বলিয়া আপনার নিকট প্রার্থনা এই;—হে পরম করুণাময় জগদীশ! কথিত বিষয়ের চেষ্টা করিতে আমাকে সর্ব্বতোভাবে অভয় প্রদান করুন। যাঁহারা আপনার জ্যোতিঃ সন্দর্শনের উপযুক্ত, তাঁহাদিগের সেই বিষয়ে চেষ্টা করিতে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। ফলত, সেই বিজ্ঞগণ যদি অনভিজ্ঞগণের ন্যায় সরোবরসলিলে, জীবন বিসর্জ্জন করেন, তাহাহইলে তাহাদিগের সহিত অনভিজ্ঞগণের কি অন্তর হইতে পারে? হে বিধাতঃ! কুসংস্কার ও দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহাতে উত্তম কার্য্যকারী, জ্যোতিঃবিনির্ম্মিত পরমাত্মার পথ অবরুদ্ধ না হয়, আপনার নিকট তাহাই আমার প্রার্থনা। দুর্দ্দমনীয়, দুরন্ত, কলুষপূর্ণ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা কোন পথ অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলেও, তাহা আপন করুণা-কণা বিস্তার করিয়া প্রশস্ত করুন। সেই প্রশস্ত পথ দিয়া আমি স্বধর্ম্ম বিস্তার করিয়া, আপনার অখণ্ড প্রতাপ সভাসমীপে উপনীত হইতে পারি, আমার এইমাত্র কামনা।

*আমি এক মাত্র ক্ষুদ্র জীবী পক্ষী স্বরূপ এবং আপনার প্রেরিত দ্রব্য সকল আমার পক্ষে শৃঙ্খল স্বরূপ। আমার ধর্ম্মমত্র সকল আপনার উপন্যাস মাত্র। আপনি আমার যন্ত্রাদি, (অবয়বাদি,) প্রদান করিয়া, কার্য্য করিবার শক্যতা প্রদান করিয়াছেন। আপনারই করুণা-প্রসাদে শরীর মধ্যে মস্তক, সর্ব্বোচ্চ স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া আপনাকে প্রণিপাত করায়, রৌপ্যময় ললাটদেশ, অঞ্জনরূপ ধারণ করিয়াছে। আমি সেই অঞ্জনে মনোনেত্র রঞ্জিত করিয়া, অন্ধকারময় ধরণী হইতে পথ নিরীক্ষণ করিতেছি। হে-জগৎপিতঃ! আমার কর্কশ বচনোচ্চারক রসনাকে, স্বীয় উপাসনা নিমিত্ত পরিষ্কার করিয়া, আপনার স্মরণ-জনিত আত্মাকে প্রসন্নতা দান করিয়াছেন। এক্ষণে সেই স্মরণই আমার জীবাত্মার সুখাদ্য-দ্রব্যরূপে পরিণত হইয়াছে।

তজ্জন্য, আমার দশন সকল ও কণ্ঠ আপনার উপাস্ত-বাক্য উচ্চারণে কোন কষ্ট অনুভব করে না। এক্ষণে আমার বিনীত প্রার্থনা এই যে, আমার কর্কশ স্বর একবারে দূরীভূত করিয়া আমাকে মধুরভাষী করুন এবং পাপ ও দোষ ঘটিত শব্দ সকলকে অগ্রে আমার মুখ ও লেখনী হইতে দূরীভূত করুন। যদি কোন দূষিত শব্দ মুখ দ্বারা নির্গত বা লেখনী দ্বারা রচিত হয়, তাহাহইলে সকলে আমাকে নিন্দা করিবে। হে জগদ্বন্ধো! আপনার কৃপাবারি বর্ষিত হইলে, শুষ্ক প্রান্তর ভেদ করিয়া যে তৃণ উদ্গত হয়, আমিও সেই তৃণ স্বরূপ; আমার মস্তক যদিও ইন্দ্রিয়-পরবশ হইয়া চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণমান রহিয়াছে, তথাপি পাদমূল কর্দ্দম নিহিত ব্যক্তির ন্যায় আপনার কর্দ্দমাগারে সর্ব্বক্ষণ নিহিত রহিয়াছে। আমি যে কর্দ্দমে নিহিত আছি, তাহা যদি আপনার করুণা সঞ্জীবনীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাহইলে তাহাতে নিহিত হওয়াই উত্তম; সেরূপ পুষ্পের আঘ্রাণ লওয়া কিছু নহে, যাহাতে আপনার গুণাদির সৌরভ পাওয়া যায় না। হে সর্ব্বাভিজ্ঞ! পুষ্প কলিকার ন্যায় এই সংসারোদ্যানে আমাকে এক ভাবে স্থিত ও রক্ত কুসুমের (লালা পুষ্পের) ন্যায় এক চিহ্নে চিহ্নিত করুন। একমনা হইলে এই নিখিল-সংসার-কান্তার অতিক্রম করিতে পারা যায় এবং দুই কি ততোধিক মনা হইলে, মধ্যবনে পথভ্রান্ত হইতে হয় ও বিবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়; যেমন—বাদাম দ্বিবীজ বিশিষ্ট কঠিন ফল এবং পেস্তা এক বীজ বিশিষ্ট সুকোমল ফল। বাদাম ভক্ষণ সময়ে কোন কঠিন বস্তু দ্বারা আঘাত করিয়া বীজ নির্গত করিতে হয় এবং পেস্তা জিহ্বা-স্পৃষ্ট হইবামাত্রই মিলিত হইয়া যায়। যে সকল শস্যে শত শত বীজ জন্মে, সে সকল শস্য কর্ত্তন সময়ে প্রত্যেক বীজে অস্ত্রাঘাত লাগিয়া থাকে। গোলাপ পুষ্প যতদিন কোরকাবস্থায় থাকে, ততদিন, তাহার মূলে অগণিত তীব্র কণ্টকী থাকা সত্বেও কোন প্রকারে যাতনা পায় না এবং প্রস্ফুটিত হইবামাত্রই তাহাতে কণ্টকী-কণা বিদ্ধ হইয়া যায়।

পরম পূজনীয় প্রেরিত মহাপুরুষ মহাম্মদের (দঃ) কথিত পুস্তকাবলীতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জগদীশ্বর সংসারাদি নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বে আপন মহিমাবলে অগ্রে লেখনীকে সৃজন করিলেন এবং লিখিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে লেখনী প্রথমত জগদীশ্বর ও মহাম্মদ (দঃ) এই দুইটি

নাম মণিবেদি সম্মুখস্থ জ্যোতিঃফলকে রচনা করিল। "মিম, হে, মিম ও দাল" এই চারিটি আরবীয় অক্ষরে সন্ধি করিলে, মহাম্মদ এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়। মিমের আকার গোল এবং কণ্ঠবন্ধ ও কটিবন্ধের আকারও গোল। পূর্ব্বকালে যাঁহারা সম্রাট হইতেন, তাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠবন্ধ ও কটিতে কটিবন্ধ শোভমান থাকিত। একারণ মহাম্মদ (দঃ) যে, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থের সম্রাট, তাঁহারও ঐ দুই অক্ষরে কণ্ঠ ও কটিভূষণ হইল। অতএব, ঐ চারি অক্ষরের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের অর্থ নিষ্পন্ন হইয়া গেল। এস্থলে প্রথম অক্ষরের পরেই দ্বিতীয় বর্ণের ব্যাখ্যার উপস্থিতি হইল না বলিয়া অনেকে "শব্দ বিন্যাসের রীতি লঙ্ঘন করা হইয়াছে" বলিবেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যেহেতু, পারস্য গ্রন্থকার মহাশয়ের এস্থলের কবিতা পাঠে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, ঐ দুই মিমের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণনা করিতে হইলে, পৌনরুক্ত হইবে। এই ভাবিয়া তিনি, ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিবৃত করেন নাই। অতএব, এ পদে আমিও তাঁহার অনুগামিত্ব স্বীকার করিলাম। অতঃপর দ্বিতীয় বর্ণ 'হে'; উহার অর্থ প্রকটিত করা সাধ্যাতীত। বোধ হয় বিধাতা ঐ 'হে' বর্ণের অষ্টাঙ্কের দ্বারাই অষ্ট স্বর্গ সংস্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে 'দাল' বর্ণের অর্থ এইরূপ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উহার আকার তৎকাল প্রচলিত চরণালঙ্কার স্বরূপ; অতএব, ঐ 'দাল' বর্ণই যেন মহাম্মদের (দঃ) চরণালঙ্কার স্বরূপে পরিণত হইল। অন্য মতে ঐ চারি অক্ষরের এরূপ ভাবে অর্থ নিষ্পন্ন হয়; যেমন—মনুষ্যজাতির মস্তক ও কটিও গোল, স্কন্ধ হইতে বাহুমূল এবং বাহুমূল হইতে কটি পর্য্যন্ত 'হে' স্বরূপ; আর চরণের অধোভাগের অস্থির সন্ধিস্থল হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত 'দাল' অক্ষর রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে। অতএব, মনুষ্যজাতির আকারও মহাম্মদ (দঃ) এই নামের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। যে নামের এরূপ মহত্ব, সেই নামধারী মহাত্মার বিষয় আলোচনা করিলে, তত্তুল্য পরম প্রাজ্ঞ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। যাবতীয় ধর্ম্ম-যাজকের মধ্যে তিনিই অদ্বিতীয় এবং সমুদায় প্রেরিত পুরুষের অধীশ্বর ছিলেন। অবনীতলে তাঁহার আসার পূর্ব্বে যে প্রেরিত পুরুষেরা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহার সৈন্য স্বরূপ ছিলেন। যেমন কোন সম্রাট রাজ্য দর্শনে বহির্গত হইলে, অগ্রে তাঁহার সৈন্যাদি নির্গত হয়, তেমনি আদম হইতে যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত যাজক-

গণও মহাম্মদের (দঃ) সৈন্যরূপে পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহার মহত্ত্ব সমূহ এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সর্ব্বতোভাবে বর্ণিত হইতে পারে না, তথাপি দুই একটি বর্ণনা না করিলেও মনঃতৃপ্তি হইতে পারে না; যেমন—(ক) তাঁহার গমন সময়ে পাছে তাঁহাকে রৌদ্র তাপে কষ্ট পাইতে হয়, এজন্য সূর্য্যমণ্ডল মেঘাবরণে আবৃত হইতেন। (খ) তাঁহার ছায়া ছিল না। কারণ, তিনি জগদীশ্বরের ছায়া ছিলেন; সুতরাং, ছায়ার ছায়া সম্ভব হইতে পারে না। (গ) একদা তিনি অঙ্গুলি সঙ্কেতে পূর্ণ চন্দ্রকে দ্বিধা করিয়াছিলেন। (ঘ) কারণান্তরে অস্তগমনোদ্যোগী সূর্য্যকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এক স্থানে রাখিয়াছিলেন। (ঙ) কোন সময়ে 'জাবের' নামা আপন পারিষদের দুইটি মৃত পুত্রকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন। (চ) তিনি বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু, যৎকালে তাঁহার প্রতি পবিত্র কোরান অবতীর্ণ হইতে লাগিল, তৎকালে তিনি ভিন্ন আর কেহ তাহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিল না। তিনি বহু আয়াসে সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন এবং পূর্ব্ব প্রেরিত বাইবেল ও ইহুদিদের ধর্ম্ম পুস্তকের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। (ছ) তিনি এক সময়ে এক ব্যাধ-বিতংশাবদ্ধা হরিণীর মনোদুঃখ জানিতে পারিয়া, তাহাকে বন্ধন-মুক্ত করিয়াছিলেন এবং ব্যাধকেও স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। (জ) অহদ নামক পর্ব্বতের নিম্নদেশে বিজাতিদের সহিত যুদ্ধকালে শত্রুনিক্ষিপ্ত প্রস্তরে তাঁহার একটি দশন ভগ্ন হইয়াছিল। তিনি তাহার প্রতিশোধার্থ এক মুষ্টি বালুকা লইয়া শত্রুদলে নিক্ষেপ করিবামাত্র তাহারা আহত হইয়া যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিল। (ঝ) একদা কতকগুলি বণিক্ ও তাহাদের অসংখ্য সঙ্গী এবং উষ্ট্র, অশ্ব, ছাগ, মেষ প্রভৃতি আরবের মরুভূমিতে পতিত হইয়া পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়াছিল। জলাভাবে তাহাদের জীবন রক্ষার উপায় ছিল না। সকলে হতবুদ্ধি হইয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেছিল। এমন সময়ে প্রেরিত মহাপুরুষ মহাম্মদ (দঃ) তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদের তাদৃশ দুরবস্থা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ও পরক্ষণেই দুইজন বণিককে বলিলেন, "তোমরা প্রান্তরে গমন কর। দেখিবে এক কাফ্রী কিঙ্কর এক মশক জল লইয়া আপন প্রভুর নিকট যাইতেছে। তোমরা তাহাকে আমার নিকটে লইয়া আসিবে।" এই কথা শুনিবামাত্র তাহারা প্রান্তর মধ্যে গিয়া

জলবাহী এক কাফ্রী কিঙ্কর দেখিল এবং তাহাকে আহ্বান করিল। জলবাহী কোন ক্রমেই যাইতে স্বীকৃত না হওয়ায়, শেষে তাহারা তাহাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া মহাম্মদের (দঃ) নিকট উপস্থিত করিল। তখন মহাম্মদ (দঃ) সেই মশকের জল বণিক্‌দিগকে পান করিতে, পশুদিগকে পান করাইতে এবং অন্য সময়ের ব্যবহার জন্য তাহাদের অগণিত জলাধার পূর্ণ করিয়া রাখিতে বলিলেন। তাঁহার আদেশ মতে বণিকেরা তাহাই করিল।

কাফ্রী কিঙ্কর আপন প্রভুর জন্য জল লইয়া যাইতেছিল; পথিমধ্যে তাহার জল বণিকেরা গ্রহণ করিল দেখিয়া সে ভয়ে রোদন করিতে লাগিল। তখন মহম্মদ (দঃ) তাহার মশক তাহাকে পুনঃ প্রদান করিলে, সে দেখিল যে তাহার জলাধার জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এক মশক জলে অসংখ্য প্রাণীর পিপাসা শান্তি হওয়া ও তাহাদের অপর সময়ের ব্যবহার জন্য অসংখ্য জলাধার পূর্ণ হওয়া এবং সে মশক পূর্ব্ববৎ জলে পরিপূর্ণ থাকা মাহাত্ম্যের বিষয় নহে কি?

কাফ্রী এই সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়! আপনি কে?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি মহাম্মদ (দঃ)"। এই কথা শুনিবামাত্র কাফ্রী তাঁহার পদতলে পতিত হইল। তখন তিনি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিবামাত্র, তাহার কুৎসিত রূপ দূরীভূত হইল এবং সে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইল। কাফ্রীরা কুৎসিত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত; তাহাদের রূপান্তর করা আশ্চর্য্য ক্ষমতার বিষয় নহে কি? (এ) তিনি আকাশে গমন পূর্ব্বক সুরপুর সন্দর্শন করিয়াছিলেন; উদাহরণ—একদা রজনীযোগে সেই পরমোপাসক মহাম্মদ (দঃ) উম্মেহানী নাম্নী স্বীয় পিতব্য তনয়ার আবাসে অর্দ্ধমুকুলিত নেত্রে পরমানন্দে নিদ্রা-সুখ অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময়ে ঈশ্বর দূত 'জিব্‌রিল্' স্বীয় কর্পূর নির্ম্মিত মুখমণ্ডল তাঁহার কোমল পদে মর্দ্দন পূর্ব্বক, তাঁহাকে জাগরিত করিলেন এবং বলিলেন, "হে মহাম্মদ (দঃ)! অদ্য আপনার ভাগ্য অতি প্রসন্ন; আপনি শয়ন ত্যাগ করিয়া বাটীর বহির্দ্বারে আগমন করুন। ঈশ্বরের আদেশে মৎসমভিব্যাহারে আপনাকে আকাশোপরি গমন করিতে হইবে। আপনার আরোহণ জন্য স্ব সমভিব্যাহারে বিদ্যুৎ স্বরূপ তেজগামী এক স্বর্গীয় ঘোটক (বোরাক) আনয়ন

করিয়াছি। ইতিপূর্ব্বে কেহ কখন তাহার মুখ-রশ্মি ধারণ করে নাই এবং কাহারও পদাঘাতে তদীয় উরুদেশ চিহ্নিত হয় নাই। তদীয় পৃষ্ঠদেশ এপর্য্যন্ত কাহারও দ্বারা পর্য্যাণাবৃত হয় নাই। যেই বায়ু-গামী ঘোটকের আহারীয় দ্রব্য অন্তরীক্ষ স্বীয় স্কন্ধ দ্বারা আনয়ন করিয়া, তৎসকাশে উপস্থিত করে।"

এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে, তিনি বাটীর বহির্দ্বারে আগমন পূর্ব্বক, সেই সু-সজ্জিত ঘোটকোপরি আরোহণ করিয়া, মক্কানগরীর উপাসনা-মন্দিরে উপনীত হইলেন। অনন্তর তথায় আরাধনা সমাপ্তে পুনরায় ঘোটকারোহণ পূর্ব্বক, মুহূর্ত্ত মধ্যে একবারে গগন দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন শশধর বিস্তৃত হইয়া, তাঁহার গমন পথ অবরোধ করিল। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া, তদ্দিকেই অশ্ব চালনা করিলেন। সুশিক্ষিত ইন্দ্রায়ুধঃ তদীয় ইঙ্গিত সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বীয় চরণ চন্দ্রমার উপর ধারণ করিয়া, তথা হইতে ঊর্দ্ধগামী হইল। তজ্জন্য, নিশাপতি দাস্যচিহ্নে চিহ্নিত হইয়া, একাল পর্য্যন্ত শূন্যমার্গে ঘূর্ণমান রহিয়াছে। অতঃপর দ্বিতীয় আকাশে উত্থিত হইয়া, 'ওতাদে'র মস্তকাঘ্রাণ করিলেন।* তৎপর তথাহইতে তৃতীয় অম্বরে, 'জোহ্‌রা'র দিকে গমন করিয়া, চতুর্থমার্গে উপনীত হইলেন। তখন চতুর্থ আকাশ, তাঁহার পদপ্রক্ষালন করিল। পঞ্চমান্তরীক্ষে উত্থিত হওয়াতে, 'বাহরাম' তাঁহার পাদুকা চুম্বনে উদ্যত হইল। ষষ্ঠমার্গে উত্থিত হইয়া, 'মোস্তরীর' জীবনদ্বার শত শত প্রকারে উন্মুক্ত করিলেন। সপ্তমাকাশে পদার্পণ করায়, 'জোহল' অপার বিপদে মুক্তি লাভ করিল। এবম্প্রকারে অষ্টমাম্বরে তদীয় পাদপদ্ম স্থাপিত হইলে, সমগ্র-নক্ষত্র একবারে উদ্দীপ্ত হইল। 'বনাতন্নাস' ও 'পরবিন্' তাঁহার রূপগুণের ঐকান্তিক বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক, শত শত গুণকীর্ত্তন করিল।‡

অনন্তর 'সেদ্‌রাতল মোন্তেহা', হইতে জিব্‌রিল্ দেব আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না।† তদ্দর্শনে 'এস্‌রাফীল্' নামক জনৈক দেব রফ্‌রফ্ যান (শিবিকা)

* ওতারদ, বাহরাম, মোস্তরী এবং জোহল, ইহারা নক্ষত্র। সংস্কৃত ভাষায় অন্য নাম লিখিত হইয়াছে।

‡ বনাতন্নাস ও পরবিন্, ইহারা সাতটি নক্ষত্র; মণিবেদির উত্তরদক্ষিণে স্থিত।

† সেদ্‌রাতল মোন্তেহা, জিব্‌রিল্ দেবের আশ্রম।

লইয়া আগত হইয়া, তাঁহাকে তদুপরি আরোহণ করাইলেন। দেবগণ কথিত যান স্ব-স্ব স্কন্ধে ধারণ করিয়া, মণি বেদির নিম্নে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঈশ্বরাসন মণিবেদি তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণে গ্রহণ করিলে, সেই আশ্রয় বিহীন প্রান্তরে তাঁহার জয়-পতাকা স্থাপিত হইল। তিনি প্রভূত ক্ষমতাবলে, সেই প্রতাপশালিনী সভায় উপনীত হইলে, স্বয়ং জগদীশ্বর তদীয় করে কর-সংলগ্ন করিলেন; তাহাতে তিনি তদ্দ্বারা গুরুমন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর তিনি মণি বেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দ্বাদশটি ও বাম পার্শ্বে একটি বেদি দেখিতে পাইলেন এবং সেই বেদিগুলির বিষয় জানিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, "হে-সর্ব্ব-ভক্তি-ভাজন জগদ্বন্ধো! এই বেদিগুলি কি নিমিত্ত স্থাপিত হইয়াছে? বাম পার্শ্বে কেন একটি বেদি পৃথক রহিয়াছে?" তখন জগদীশ্বর উত্তর প্রদান করিলেন, "হে-মহাম্মদ! মণিবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে স্বর্গ ও বাম পার্শ্বে রৌরব। যে দিবস আমি সমস্ত জীবজন্তুর শুভাশুভ কার্য্যের বিচারে নিবিষ্ট হইব, সেই দিবস তুমি বামপার্শ্বে এবং অপরাপর ধর্ম্ম-যাজকগণ দক্ষিণ পার্শ্বের বেদিগুলিতে উপবেশন করিবে। যদি দেবদূতগণের অসাবধানতা বশতঃ তোমার কোন শিষ্য নরকাভিমুখে গমন করে, তাহাহইলে তুমি তাহাদিগকে লইয়া স্বর্গ-দিকে পাঠাইয়া দিবে; তজ্জন্য বাম পার্শ্বে তোমার বেদি স্থাপন করিয়াছি।" তিনি জগৎপিতার এতাদৃশ কারুণ্য-পূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া, ঈশ্বরের আদেশক্রমে স্বর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অতঃপর তথায় নানাবিধ মনোহর গৃহ ও উদ্যানাদির শোভা সন্দর্শন করিয়া, চমৎকৃত হইয়া, জগদীশ্বরের অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এই সময়ে শরৎ-শশী-বদনা, হরিণ-নয়না, স্বর্গীয় ললনাগণ তাঁহার পদতল চুম্বন পূর্ব্বক, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "হে-মহাত্মন্! জগদীশ্বর, এই সমস্ত মনোহর গৃহ ও উদ্যানাদি আপনার শিষ্যগণের জন্য সৃজন করিয়া, আমাদিগকে প্রহরিণী নিযুক্ত করিয়াছেন। অতএব আমরা প্রার্থনা করিতেছি, যেন আপনার শিষ্যগণের স্বর্গ-প্রবেশ সময়ে, আমাদিগকে বিস্মৃত না হন। আমরা আপনার অনুগ্রহ প্রত্যাশায়, এই সুরপুরে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার শিষ্যগণের স্বর্গ-লাভ দিন গণনা করিতেছি।" এতচ্ছ্রবণে তিনি উত্তর করিলেন, "অয়ি অসামান্য রূপবতীগণ! আমি সর্ব্ব-বিধাতার নিকট অহরহ প্রার্থনা করিতেছি যে, যেন তিনি তোমাদের মনোরথ পূর্ণ করেন।"

তদনন্তর জনৈক দূত আসিয়া, তাঁহাকে নরকাভিমুখে লইয়া গেলে, তিনি প্রথমতঃ, একটি নরক (যাহা আর ছয় নরকাপেক্ষা শান্তিময়) নিরীক্ষণ করিয়া, দাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। উহাতে এইরূপ অগ্নিশিখা প্রকাশ পাইতেছে যে, যদি উহার বালুকা-কণা সম অগ্নি ভূ-মণ্ডলে পতিত হয়, তাহা হইলে সমগ্র ধরণী একবারে ভস্মসাৎ হয়। এই মহা শান্তি-পূর্ন নরকের অগ্নিশিখা দর্শন করিয়া, রৌরব-রক্ষককে জিজ্ঞাসিলেন, "প্রহরি! এই ভয়ানক নীলিমাবর্ণ রঞ্জিত অগ্নি মধ্যে কোন্ হতভাগ্য সমাজ পতিত হইবে?" তাঁহার বাক্য শ্রবণে প্রহরী লজ্জা বশতঃ মুখ নামাইল এবং তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে সমর্থ হইল না। দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রহরী সেইরূপ শিরাবনত করিল। তখন সমভিব্যাহারী দূত, তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "মহাত্মন্! আপনার শিষ্যগণের মধ্যে যাহারা নিতান্ত পাপী সাব্যস্ত হইবে, তাহারা এই নরকে পাপভোগ করিবে। প্রহরী লজ্জা বশত, আপনার নিকট, আপনার শিষ্যগণের দুর্গতির কথা বলিতে পারিতেছিল না। ইহার পর যে আর ছয়টি নরক আছে, তাহা ইহা অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণে কষ্ট ও বিপদপূর্ণ এবং এবং উহাদের স্থানে স্থানে, অগ্নিনির্ম্মিত সর্প ও নদনদী আছে। দূতপ্রমুখাৎ বৃত্তান্ত শ্রবণে তিনি তিনি একবারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইয়া, ভয়-ভীতচিত্তে কাঁপিতে লাগিলেন এবং শিরস্ক দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভূমিতলে পতিত হইয়া করিতে লাগিলেন, "হে-বিপদতারণ-জগন্নাথ! আমি স্বীয় পাপাত্মা-শিষ্যগণের, পাপ-ভোগ স্থান সন্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়াছি। হে-সর্ব্ব-শক্তিমান জগৎস্বামিন্! আপনি আমাকে শিষ্য-সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া সৃজন করিয়াছেন; অতএব, আমার অসহায় শিষ্যগণকে, এই মহাবিপদ হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করুন। আপনি যাবৎ আমার শিষ্যগণের মুক্তি-আদেশ না করিবেন, তাবৎ আমি ভূমিতল হইতে মস্তক উঠাইব না।" অনবরত এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অবিরল ধারায় অশ্রুজল বিনির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার রোদন দর্শনে যাবতীয় অমরগণ বিহ্বল হইয়া উঠিলেন। মণিদেবি কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার এইরূপ বিলাপ শ্রবণে, সেই দয়াময়ের কারুণ্য-সাগরে করুণা-তরঙ্গ উত্থিত হইল এবং স্নেহসহকারে বলিতে লাগিলেন, "হে-শিষ্যসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষিন্! হে-ত্রিভুবনের শুভাকাঙ্ক্ষিন্! তুমি ভূ-তল হইতে

শিরউত্থান কর। শুভাশুভ বিচার-দিবসে আমি তোমার যাবতীয় শিষ্যগণকে অগ্রে সুরপুরে প্রেরণ করিব; তৎপর আর আর ধর্ম্ম-যাজকগণের শিষ্য সম্বন্ধে বিচার-নিবিষ্ট হইব।" পরম কারুণিক জগৎস্বামীর এবম্বিধ করুণাদেশ শ্রবণ করিয়া, তিনি সাতিশয় উৎফুল্ল হইলেন। এই সময়ে ঈশ্বরের সহিত তাঁহার যে সকল বাক্যাবলী প্রচলিত হয়, তাহা কাহারও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে নাই। কেবল অন্তরে অন্তরে ঐ সমস্ত বিষয় বর্ণিত হয় এবং তাহাতে রসনা ও লেখনী সর্ব্বতোভাবে অনভিজ্ঞ। অনন্তর তৎস্থানে প্রণিপাত পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন।

হে-জামি! তুমি আপনার বহির্ভূত স্থানে, আর একপদও অগ্রসর না হইয়া, এই প্রাণসংশয়কর ও ভয়ঙ্কর বিষয়ের বর্ণন করিতে নিবৃত্ত হও। জগদীশ্বর সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন। অতএব ঐ প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ কর।

হে চতুর্দ্দশ ভুবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিন্!* আপনি স্বীয় প্রেমানুগত ব্যক্তিগণ হইতে অন্তর্হিত হওয়ায়, তাহারা সমুদায় ঐহিক সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, আপনারই অন্বেষণ পথে বৈরাগ্যাশ্রয় করিয়াছে। অতএব, আপনি কস্তুরী-বাসিত পরিচ্ছদে সুসজ্জ হইয়া, সেই মনঃপ্রাণ সমর্পণকারীদিগের শিরোদেশে স্বীয় পাদপদ্ম রক্ষা করুন। তাহারা সমগ্র ধরণী পর্য্যটন পূর্ব্বক, আপনারই আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছে; অতএব, আপনি করুণা-নেত্র বিস্তার করিয়া, সেই পদতলশায়িগণের মনোমধ্যে আশা-বীজ বপন করুন। আমরা পাপ-সিন্ধুতে নিমজ্জিত হইয়া, ক্ষুৎ-পিপাসায় সাতিশয় কাতরভাবাপন্ন হইয়াছি। আপনি স্বীয় কৃপা-বারি বর্ষণ করিয়া, আমাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করুন। তজ্জন্যই আমরা বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তে আপনার অন্বেষণ-পথে উপাসনা-মন্দিরে গমন করিয়া আরাধনা ও আপনার জাজ্জল্যমান-প্রদীপ-শিখার পতঙ্গম হইয়া, চতুর্দ্দিকে ঘুর্ণন করিয়া থাকি।† তাহাতে আমাদের মনোমধ্যে, পিঞ্জরের ন্যায় অসংখ্য ছিদ্র হইয়াছে। তাহাতেই আপনার ভ্রমণ-পথের ধূলি গ্রহণ করিয়া, স্ব স্ব নেত্রে অঞ্জন ও বিদগ্ধচিত্তে ঔষধ স্বরূপ ধারণ করিতেছি।

আহা! যখন আমাদের ন্যায়ান্যায় কার্য্যের বিচার করিতে স্বয়ং জগদীশ্বরই

* মহাম্মদের মৃত্যুতে শোক এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা।
† 'জাজ্জল্যমান প্রদীপ' মহাম্মদের শরীর।

তৎপর হইবেন, তখন তাঁহার সম্মতি ব্যতীত আমরা কোন প্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিব না। তিনিই সেই বিপদ-কান্তারে "হে-শিষ্য হে-শিষ্য" করিবেন।

এই ভুবনমণ্ডলে কাহারও অন্তরাত্মা প্রেম-শূন্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জলকর্দ্দম-শূন্য নহে।* নশ্বর-সংসারে সকলেই প্রেমাকাঙ্ক্ষী ও অন্তরীক্ষ প্রেমোন্মত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। হে মানবগণ! তোমরা প্রেম-কারাগারে আবদ্ধ হইয়া, প্রেমোদ্বেগ স্ব-স্ব হৃদয়ে ধারণ কর; তাহাতে তোমাদের নাম চিরস্মরণীয় হইবে। অপ্রেমিক হইলে ধরাতলে কেহ তাহার নামমাত্রও শ্রবণ করেনা; যেমন—

যদি মজনু প্রেম-সুরাপাত্র হইতে প্রেম-মদিরা পান না করিতেন, তাহাহইলে ধরাতলে কেহ তাঁহার নামমাত্রও শুনিতে পাইতেন না।† এই সংসার মণ্ডল হইতে সহস্র সহস্র অপ্রেমিক লোক যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না এবং তাঁহাদের সম্বন্ধে একটি অধ্যায়ও কাহা কর্ত্তৃক রচিত হয় নাই।

বিহঙ্গমগণের যে, প্রেমোন্মত্তভাব দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা বর্ণনাতীত; কেননা, বিজ্ঞগণ যখন কোন প্রেমোপাখ্যান বর্ণন করিয়া থাকেন, তখন প্রথমেই বিহঙ্গম ও পতঙ্গের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। ধরাতলে যদি সাংসারিক কার্য্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়, তাহাহইলে তৎকালে কোন প্রেমিকের প্রসঙ্গ মনোমধ্যে উদিত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা অন্তর্হিত হয়। যদিও ইহসংসারের প্রেমাসক্তি অস্থায়ী বটে, তথাপি তাহা হইতে বিভিন্ন থাকা কর্ত্তব্য নহে; যেমন—যদি কেহ প্রথমে বর্ণমালা পাঠ না করেন, তাহাহইলে তিনি কি প্রকারে ধর্ম্মগ্রন্থের টীকা সকল পাঠ করিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইবেন? যেমন বর্ণমালা পাঠ নাকরিলে, বিদ্যালাভ করা যাইতে পারে না, তেমনি ইহসংসারে প্রেম শিক্ষা নাকরিলে, অনন্ত-প্রেমের অধিকারী হওয়া যাইতে পারেনা; যেমন—

---

* জল কর্দ্দম ইত্যাদিতে মনুষ্যশরীর গঠিত।

† 'মজনু' একজন প্রেমিক ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম কয়েস প্রেমাবদ্ধ হইয়া উন্মত্ত নাম ধারণ করিয়াছিলেন। মজনু অর্থে উন্মত্ত।

একদা কোন ব্যক্তি এক কৃতপ্রাজ্ঞ গুরুসমীপে গমন করিয়া, তাঁহার নিকট গুরুমন্ত্র গ্রহণ জন্য প্রার্থনা করিলেন। তাহাতে তিনি তদ্দিকে দৃক্‌পাত করিয়া কহিলেন, "বৎস! তোমার শরীর বা মনোমধ্যে কোন প্রেমচিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে না; অতএব, তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর এবং আপনাকে প্রেমাবদ্ধ করিয়া আমার নিকট পুনরাগমন করিও। তাহাহইলে আমাদ্বারা গুরু-মন্ত্র প্রাপ্ত হইবে।" *তিনি তাঁহাকে আরও উপদেশ প্রদান করিলেন যে, যে পর্য্যন্ত প্রকাশ্য-প্রেম মনোমধ্যে গাঢ় রূপে অঙ্কিত না হয়, সে পর্য্যন্ত অনন্ত-প্রেম হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে না।* প্রকাশ্য-প্রেম-পথে গমন করিতে করিতে একবারে তাহা বিলুপ্ত হইয়া, অন্তিম-প্রেম মনোমধ্যে আধিপত্য বিস্তার করে।

আমি যাবৎ এই মহীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাবৎ প্রেম-পথে পরিভ্রমণ করিতে সম্পূর্ণরূপে চেষ্টিত রহিয়াছি। ধাত্রী, আমার নাভি-কূপ প্রেম-শূন্য নিরীক্ষণ করিয়া, প্রেমতরবারিতে আমার নাভি-লতাচ্ছেদন করিয়াছিলেন। জননী স্বীয় কোমলস্তন আমার মুখমধ্যে দান করিয়া, স্নেহসহকারে স্তন পান করাইয়াছিলেন। যদিও আমার কৃষ্ণবর্ণ শিরোরুহ সকল, এক্ষণে দুগ্ধ-ফেন-নিভ ধবলবর্ণে পরিণত হইয়াছে, তথাপি স্নেহময়ী দয়াপ্রতিমা জননীর স্তনপান আমার মনোমধ্যে জাগরূক রহিয়াছে। প্রেমাসক্তি যখন যুবাবৃদ্ধ সকলকেই আক্রমণ করে, তখন আমাকেও ক্ষণে ক্ষণে তদ্দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ হইতে হইতেছে।

হে জামি! যখন প্রেমানুরক্ততা বশত, তোমার বৃদ্ধকাল উপস্থিত হইল, তখন তুমি তাহাতেই স্বীয় জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিতে চেষ্টিত হইয়া প্রেম-পূর্ণ একটি গ্রন্থ রচনা কর। তাহাহইলে ক্ষিতিতলে তোমার নাম চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। যখন প্রেমোদ্যান হইতে এইরূপ উপদেশ বাক্য আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল, তখন আমি অগ্রসর হইয়া ও মনোমধ্যে সেই আজ্ঞাপালন-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া, প্রেম-প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে উদ্যোগী হইলাম। যদি করুণাময় জগৎপতি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তাহাহইলে আমার আশালতা ফলবতী হইতে পারে।

বচন সকল আসক্তি-গ্রন্থের উপক্রমণিকা ও বিবেচনা শক্তির দ্বার স্বরূপ। ইহলোকের স্মরণ-চিহ্ন বাক্য ব্যতীত অপর কোন প্রকারে মনুষ্য স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে না। প্রথমে এই জগন্মণ্ডল নিবিড় অরণ্যময় ছিল। অনন্তর

জগদীশ্বর স্বীয় কৌশল বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবী নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হইলে, 'কাফ্' ও 'নু' (কোন্) এইশব্দ উচ্চারণ করিলেন।* তাহাতে লেখনী সৃজিত হইয়া, ঈশ্বরাদেশে চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থের বিষয় রচনারম্ভ করিল।† এই সময়ে জগদীশ্বর যাবতীয় জীবজন্তুর জীবাত্মা গঠিত করিলেন।

ফলত, বাক্যোচ্চারণ সময়ে সেই সর্ব্ব-বিধাতার মহত্ব-ব্যাখ্যা প্রকটিত হইয়া থাকে। কেননা, জীবনটি কি পদার্থ, কোন্‌স্থানে স্থিত এবং কি প্রকারে রসনা দ্বারা বাক্যোচ্চারিত হইতেছে, তদ্দ্বারা তাহা জানিবার অনেক সুযোগ হইয়া থাকে। যখন কেহ "জীবনটি কি পদার্থ" ইহা জানিতে পারেন, তখন সহজেই সেই জীবনদাতার বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু, ঈশ্বর একটি সামান্য পদার্থ নহেন যে, হঠাৎ তাঁহাকে পাওয়া যাইবে; তবে তপস্থায় মুগ্ধ হইয়া অপরিস্ফুটবাক্যে কেবল নিশ্বাস সংযোগে তাঁহার নামোচ্চারণ করিলে, জীবাত্মার উপরিভাগে বস্ত্ররূপ যে একটি চর্ম্ম আছে, তাহা নিশ্বাসবলে ছিন্ন হইয়া যায়।‡ তখন জীবাত্মা জীবনদাতার সহিত মিলিত হয়। যিনি এতদূর পর্য্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, জীবনদাতার সহিত জীবাত্মা সংযোগ করেন, তিনি নিষ্কাম। তখন তিনি নিজে কি বস্তু এবং কাহার সহিত মিলিত হইয়াছেন; এই সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিতে অশক্ত হইয়া উন্মত্ত ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। পরন্তু, ঈশ্বরের কৌশল অনুসারে পৃথিবী ও যাবতীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ করিবার ও তাহাদের বিষয় রচনা করিবার মূল বিষয় কেবলমাত্র লেখনী।

আমি যখন লেখনীমধ্যে এইরূপ ঈশ্বর-মহিমা নিরীক্ষণ করিলাম, তখন হইতেই তাহাকে ধারণ করিলাম। এই মদিরালয় অবনীমধ্যে একালপর্য্যন্ত কোন স্মরণীয় কার্য্য করিতে সমর্থ হইনাই; এজন্য বৃদ্ধাবস্থায় এই গ্রন্থ রচনারম্ভ করিলাম। যিনি ইহা পাঠ করিয়া সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিবেন, তিনি সময়ে

---

* জগদীশ্বর "কোন্" উচ্চারণমাত্রেই স্বর্গ মর্ত্ত ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ সৃজিত হইয়াছিল। (কোরান সম্মত।)

† মণি-বেদির সম্মুখে যে মহাগ্রন্থ আছে; তাহাতে জীব জন্তুর জন্ম মৃত্যু বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

‡ সন্ন্যাসী ও তপস্বিগণ নিশ্বাসে ঈশ্বর নাম উচ্চারণ করে।

সময়ে রোদন করিবেন; আর যিনি মূলার্থে মনোনিবেশ না করিবেন, তিনি উপহাসজনক বলিয়া হাস্যসম্বরণে অসমর্থ হইবেন। এইগ্রন্থ কোন প্রকার উপন্যাস মূলক নহে। যেমন সেই কৃপানিধি কোরান-গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি তেমনি তদনুকরণে রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

হে লেখক! যদি তুমি কোন অমূলক ঘটনা সত্যকল্পে ব্যক্ত কর, তাহাহইলে তদ্দ্বারা প্রফুল্লতা লাভ করিতে পারিবেনা; যেমন—বাক্যের অলঙ্কার সত্য ব্যতীত এবং নিশাকরের সৌন্দর্য্য চতুর্দ্দশী ব্যতীত কখন সম্ভব হইতে পারে না। যেমন যাবৎ উষাকাল গত হইয়া অরুণোদয় না হয়, তাবৎ তাহাকে প্রাতঃকাল বলা যাইতে পারে না, কুৎসিত অঙ্গে যেমন পট্টবস্ত্র শোভা পায় না এবং কৃষ্ণবর্ণ কলেবরে হিঙ্গুল হরিতালাদি মর্দ্দন করিলেও যেমন গৌরাঙ্গে পরিণত হয় না, তেমনি সত্য বিষয়ের সহিত কোন অমূলক ঘটনা সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত করিলেও, তাহা সত্যের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইতে পারে না। যদি কোন বিজ্ঞবর এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া দোষ অবলোকন করেন, তাহাহইলে যেমন রচিত গ্রন্থে কোনরূপ দোষারোপ না করিয়া দোষ সংশোধন জন্য আমাকে সদুপদেশ প্রদান করেন।

গ্রন্থারম্ভ।

জেলেখা।

প্রথম প্রস্তাব।

পুরাকালে পশ্চিম প্রদেশে কোন নগরে তৈমুস নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত পরম দয়ালু নৃপতি ছিলেন। রাজার সুশাসনে সমগ্র রাজ্য দস্যু তস্করাদি উপদ্রব শূন্য ছিল এবং প্রকৃতিপুঞ্জ ন্যায়ত বিচারিত হইত। রাজধানীতে সুকুমারমতি বালক বালিকাদের শিক্ষা সৌকার্য্যার্থ অগণিত বিদ্যালয় ছিল; রাজনিয়োজিত অধ্যাপকগণ নিয়ত তাহাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেন। রোগীদের রোগ উপশম জন্য নানাবিধ চিকিৎসালয় সংস্থাপিত ছিল এবং রাজভীষকেরা প্রত্যহ যথানিয়মে রোগীদের চিকিৎসা করিতেন।

সেই রাজার জেলেখা নাম্নী লোকাতীত রূপলাবণ্য সম্পন্না এক তনয়া ছিলেন। যদিও সম্পূর্ণরূপে রাজনন্দিনীর রূপ বর্ণন করা মৎসদৃশ অকিঞ্চন জনের সাধ্যায়ত্ত নহে, তথাপি তাদৃশী জন মোহিনীর মূর্ত্তি-মাধুরী যেরূপ হৃদয় পটে অঙ্কিত হইয়াছে, সেরূপ জনসমাজে প্রকটিত না করাও কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং, কর্ত্তব্যের বশ্যতানুসারে যেমন সেই লাবণ্যবতী সুকুমারীর চিক্কণ চিকুর নিচয় মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত লম্বিত ছিল, তেমনি (যদি কোথাও বাধা না হয়, তাহা হইলে) তাঁহার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত সর্ব্বাবয়বের শোভা বর্ণন করির।

তদীয় মনোমোহন অঙ্গ উদ্যান মধ্যস্থ গুবাক্ বৃক্ষবৎ সরল; নাতি উন্নত, নাতি ক্ষুদ্র, নাতি স্থুল, নাতি ক্ষীণ; সুতরাং, অতিশয় শোভা পরিপূরিত এবং সর্ব্বত্রই সুগোল ও সুন্দর গঠনে গঠিত। শিরোরুহ সমূহ নীলাম্বরবৎ সুনীল এবং পক্ষী ধৃতকরণ আনায় স্বরূপ কুঞ্চিত; দেখিবা মাত্র বোধ হয় যেন কেহ মনঃপক্ষীকে ধৃত করিবার জন্য বিতংশ বিস্তার করিয়াছে। অধিকন্তু কেশ-

কলাপে চিরুণী সংলগ্ন করিয়া সূক্ষ্ম সীমন্ত নির্ম্মাণ করায় মস্তকটি দ্বিধা খণ্ডিত হইয়াছে; যেন নীলকান্তমণি রজত সূত্রে দ্বিধা হইয়াছে। স্থলম্বিত বেণী যুগল গোলাপ কুসুম প্রভাবিশিষ্ট কলেবরে পতিত হইয়া বিবরনির্গত সন্ত্রাসিত বৃহৎ কৃষ্ণভুজঙ্গীর ন্যায় অনবরত ক্রীড়া করিতেছে। কেশ-বিন্যাস রেখা-নিম্নে অত্যুজ্জ্বল প্রশস্ত ললাট রজত-ফলকের ন্যায় শোভিত হইয়াছে। আরবীয় বর্ণমালার 'নু' বর্ণ বালেন্দুবৎ সুবঙ্কিম; উহার প্রথম ও শেষ সীমাদ্বয় সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম ও মধ্যস্থল স্থূল; সুন্দরীর নিবিড় ভ্রূদ্বয় নয়ন গোচর হইলে, বোধ হয় যেন ললাটরূপ রজত-ফলকে সুনীল কস্তুরীবারি সহকারে দুইটি 'নু' বর্ণ রচিত হইয়াছে। দুই 'নু' বর্ণবৎ ভ্রূযুগল নিম্নে নীলোৎপল সদৃশ নীলালক্তক প্রভাবিশিষ্ট, বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ সমন্বিত (আরবীয় 'সাদ' অক্ষরবৎ শোভিত) আকর্ণ বিস্তৃত নয়ন যুগল অঙ্কিত হইয়াছে। যথায় দুইটি ভ্রূ পরস্পর সংযোজিত হইবার সূচীবৎ দূরতা আছে, তথা হইতে ওষ্ঠ দেশের উপরিভাগ পর্য্যন্ত 'আলেফ' বর্ণ (সরলরেখা) সদৃশ নাসিকাবীণা গঠিত হইয়াছে। তাম্বূল রাগ বিশিষ্ট সূক্ষ্ম ওষ্ঠাধর সর্ব্বদা গোলাপী রসে ঢল ঢল করিতেছে। মুক্তা-পঙ্‌ক্তি সদৃশ শোভিত দশন পঙ্‌ক্তি দ্বয় আরবীয় 'সিন' অক্ষরবৎ বক্রভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। সহাস্যে বদন বিস্তার করিলে, সহসা অনুমিত হয় যেন কুন্দ কলিকা সন্নিভ ক্ষুদ্র, সমুজ্জ্বল দন্ত শ্রেণী দ্বারা বদন কক্ষের দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে। সুরাগ রঞ্জিত সুকোমল কপোলযুগল প্রফুল্ল পদ্ম প্রসূনোপম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিল অঙ্কিত থাকায় অনুমিত হইতেছে যেন মকরন্দ লোলুপ মধুপগণ বেশ্ম নির্ম্মাণ পুরঃসর পরমানন্দে নিমগ্ন রহিয়াছে। দুই চিবুকের সন্ধিস্থল ক্ষুদ্র কূপবৎ শোভা পাইতেছে। শ্রবণমণ্ডল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সুকণ্ঠ, কম্বুর ন্যায় বিশুদ্ধ শোভায় শোভিত হইয়াছে; বোধ হইতেছে যেন সমুজ্জ্বল কাঞ্চন সূত্র ত্রয় দ্বারা অংস মণ্ডল সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে।

সরোবরস্থ কোরক নলিনী নীর ভেদ করিয়া মৃণালাসনে উপবিষ্ট হইয়া গর্ব্বিত হয় এবং সময় প্রাপ্ত কালে রবি-পতি সঙ্গমে প্রমোদিনী হইয়া বিকশিতও হয়। কিন্তু, এই অসূর্য্যম্পশ্যা রূপলাবণ্য সম্পন্না ললনার বিশাল বক্ষঃ সরস্থিত স্তন কোরক দ্বয় তদীয় বদনেন্দু সন্দর্শন পুরঃসর শশ্বৎ কোরকা-

বস্থাতেই দিন-যামিনী যাপন করিতেছে। কিম্বা, ভূধরগণ যেমন ভূরি ভূভার ধারণ করত প্রকৃতিস্থ হইয়া সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্বপাতার অভাবনীয় কৌশল ও অপার মহিমার নিদর্শন স্বরূপ অবনীকার্য্য সন্দর্শন মানসে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া থাকে, তেমনি এই আয়তনয়না, ললনা, ললামভূতা, মুনি-জন-মনোলোভা, সুমধ্যমা মত্তা কাশীর কুচগিরি যেন প্রশস্ত বক্ষঃপ্রান্তরোপরি ভূরি মেদ ভার ধারণ করিয়া কামিনীর দেহ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন মানসে ক্রমান্বয়ে উন্নত হইতেছে। অথবা, এক শাখার দুই পার্শ্বে সমভাবে সমানাকারে দুইটি দাড়িম্ব উদ্গত হইলে, যেরূপ শোভা হয়, সেরূপ ভাবে ঐ কুচ-দাড়িম্ব শোভিত হইয়া রহিয়াছে।

সুললিত ভুজলতা দ্বয় রৌপ্য স্তম্ভ সদৃশ উজ্জ্বল, জ্যোতিঃপূর্ণ ও আজানু-লম্বিত। করাঙ্গুলি সকল (প্রেমিক-হৃদয়ে প্রেম-কাব্য রচনা করিবার জন্যই) যেন লেখনী রূপ ধারণ করিয়াছে। নখর সমূহ শারদীয় বিভাবরীর পৌর্ণমাসীর অংশুরশ্মির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ডমরু মধ্য ও মৃগেন্দ্র কটি নিন্দিত সূক্ষ্ম, সুগোল কটিদেশ দেহ ভারে মলয়-সমীর-হিল্লোল-কম্পিত বাসন্তী-বল্লরী বৎ দোদুল্যমান হইতেছে। ত্রিবলি শোভিত সুরম্য নাভি নির্ম্মলা সরসীর ন্যায় শোভা বিকাশ করিতেছে। যুগল নিতম্ব যথা সম্ভব স্থূল ও আর্দ্র গোধূম চূর্ণবৎ কোমল এবং এরূপ জ্যোতির্ম্ময় যে, উহার উজ্জ্বল রশ্মি বসনাভ্যন্তর হইতে কাদম্বিনী-নির্গত সৌদামিনীর ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে।

(পাঠক! সুন্দরীর নাভি নিম্ন হইতে উরুদেশের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বর্ণনা করা আমার সাধ্যের অতীত। এজন্য উপেক্ষিত হইল। রূপ বর্ণনার এইটিই বাধা।) করি-কর নিন্দিত উরুদ্বয় দেখিয়া যেন রাম কদলী তরু অভিমানে সরোবর তটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সেই জঙ্ঘাদ্বয় এরূপ স্বচ্ছ যে, স্বচ্ছাধার দর্পণেরও নির্ম্মলতা তৎসকাশে পঙ্কিল হইতেছে। স্থলকমল সদৃশ সুকোমল চরণযুগল উরুর অনুরূপেই গঠিত হইয়াছে।

আমি সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরীর নিরুপম সৌন্দর্য্যের সুষমা কি বর্ণন করিব? তাঁহাকে দেখিলে, বোধ হয় যেন বিশ্ব নির্ম্মাতা আপন শিল্পের কারুকার্য্য দেখাইবার নিমিত্ত, এই মূর্ত্তিময়ী পরমা বিদ্যাকে জগদেক সুন্দরীরূপে সৃজন করিয়াছেন।

সেই কোমলাঙ্গীর অঙ্গ সংযুক্ত রত্নালঙ্কার সমূহের পৃথক্ পৃথক্ রূপে বর্ণনা

করিতে গেলে (পাছে ন্যূনতা হয়, এজন্য) সে বিষয়ে ক্ষান্ত রহিলাম। অলঙ্কারে তাঁহার অঙ্গজ্যোতিঃ বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা; বরং, অলঙ্কার সকলই তদীয় শরীরাবাস সংলগ্নে শোভা সম্পন্ন হইতেছে। মরকত কুণ্ডল গণ্ড মণ্ডল স্পর্শ প্রার্থী হইয়া যেন চপলার ন্যায় চঞ্চল হইতেছে। বেণীতে যে স্তরে স্তরে মুক্তা গ্রথিত রহিয়াছে, তাহাতে অন্ধকারময় কেশরাশি রজনীকালীন নক্ষত্র বিভূষিত নীরদমালা রূপে শোভিত হইয়া রহিয়াছে।

সুন্দরী কখন চীন ও তুরস্কের শিল্পিনির্ম্মিত সুন্দর পট্টাম্বর পরিধান করিয়া সুসজ্জিত দুগ্ধফেন-নিভ শয্যায় শয়ন করেন এবং কখন বা মিসর ও শাম নগরের হীরক খচিত অলঙ্কার সীমন্তে, ললাটে, কর্ণে, কণ্ঠে, অংসে, উরসে, বাহুতে, প্রকোষ্ঠে, করাঙ্গুলিতে, কটিতে, চরণে ও চরণাঙ্গুলিতে পরিধান করিয়া রাজ সৌধে পাদচারণা করেন। নিয়ত অরুণোদয়কালে নব নব বেশ ভূষায় সজ্জীভূত হইয়া প্রস্ফুটিত কনক পঙ্কজবৎ সুশোভিতা হন। যখন সেই মরালগামিনী নরেন্দ্র নন্দিনী ধীরে ধীরে পাদ বিক্ষেপ করেন, তখন পরিধেয় বসন নিম্নভাগে দোদুল্যমান হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম চুম্বন করে; এতদ্ব্যতীত কোন প্রেমিক তাঁহার চরণ কমল চুম্বন করিতে সমর্থ হয় না এবং কাঁচলী ও গাত্রাচ্ছাদন ব্যতীত কেহ কখন সেই সুবিমলার সুন্দর অবয়ব স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন করিতে পায় না। তাঁহার আত্মসঙ্গিনী মহিলাগণ তদীয় প্রীতির জন্য নিয়ত তৎসকাশে দণ্ডায়মান থাকে এবং সুন্দরী-তাম্বূল-করঙ্কবাহিনীগণ তাঁহার পারিচর্য্যে নিয়ত প্রফুল্লাবস্থায় কালহরণ করে। যামিনীযোগে ইন্দীবর যেমন নিমীলিত হইয়াও শোভিত হয়, তেমনি তাঁহার নীলনলিনাভ নয়ন যুগল নিদ্রা-নিমীলিত হইয়াও সুশোভিত হয় এবং উষাকালে অকস্মাৎ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলে, ঈষৎ-লোহিত প্রস্ফুটিত সরসীরুহ রূপে পরিণত হয়।

সেই রাজ তনয়ার একটি সুশোভিত উদ্যান ছিল। উহার চতুষ্পার্শ্ব উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত এবং মধ্যস্থল নানাজাতি পুষ্পে সুশোভিত ছিল। প্রাচীরের দুই পার্শ্বে গগনস্পর্শী মহীরুহ সকল শ্রেণীবদ্ধ রূপে সজ্জিত থাকায়, বহির্দ্দিক্ হইতে উদ্যানের কোন স্থান কাহারও নয়নগোচর হইত না। এজন্য দিবাভাগে অথবা নিশাকালে তথায় রমণীকুলের ভ্রমণ করিতে কিছুই বাধা ছিল না। উহার এক পার্শ্বে একটি পরম রমণীয় সরোবর ছিল। তাহাতে

নানাজাতি মৎস্য সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করিত। উহার চতুষ্পার্শ্ব উজ্জ্বল প্রস্তর দ্বারা মণ্ডিত ও সজ্জিত থাকায় ধূলি কর্দ্দম শূন্য ছিল। এজন্য কুলকুমারীগণ অধিক সময় তথায় ভ্রমণ, উপবেশন ও কথোপকথন করিয়া থাকিতেন। সরসীর অন্য প্রান্তে সুন্দর কারুকার্য্য বিশিষ্ট এক মনোহর বিলাস গৃহ ছিল। সেই গৃহ নানাবিধ বিলাস দ্রব্যে সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত এবং রজনীতে অগণিত স্ফাটিক দীপাধারে অসংখ্য আলোক প্রজ্বলিত থাকিত। রাজ কুমারী জেলেখা আপন বাল্যাবস্থায় বয়োবৃদ্ধা ধাত্রী ও পূর্ণযৌবনা, লজ্জাবনত বদনা ললনাগণ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তথায় পরমসুখে কালক্ষেপ করিতেন। সে সময়ে তাঁহার মনোমধ্যে কোন চিন্তার উদ্রেক হইত না। তিনি সকল সময়কেই সুখের সময় বলিয়া মনে করিতেন। অগণিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল প্রস্তরমূর্ত্তি লইয়া সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেন এবং ঐ সকল মূর্ত্তির মধ্যে কতকগুলিকে পুরুষ ও কতকগুলিকে স্ত্রী নির্দ্দেশ করিয়া বিবাহ দিতেন। সে সময়ে হঠাৎ তাঁহার পিতা, ভ্রাতা ইত্যাদি গুরুজনেরা সম্মুখে উপস্থিত হইলে, সাতিশয় লজ্জিত হইয়া বিলাস গৃহাভিমুখে পলায়ন করিতেন।

একদা নিশীথ সময়ে নিশানাথের বিমল কিরণে পৃথিবী আলোকময় হইলে, নিশীথ সমীর নানাজাতি কুসুম সৌরভ লইয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইলে, এবং গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অশ্ব হেষারব, ময়ূর কেকারব, কোকিল কুহুরব ও কুক্কুর বুক্কশরব করিতে ক্ষান্ত থাকিলে, সেই সর্ব্বাঙ্গ শোভনা, রাজ তনয়া জেলেখা সুসজ্জিত বিলাসগৃহস্থিত কারুকার্য্য বিখচিত সিংহাসনে শয়ন করিলেন। সখীগণ তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক শয়ন করিল এবং ক্ষণ বিলম্বে জেলেখা নিদ্রা নিমগ্না হইলে, সখীগণও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইল। কাহারও সংজ্ঞা রহিল না। অনন্তর রাজকুমারী জেলেখা স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, অতুলনীয় লাবণ্য সম্পন্ন এক যুবা পুরুষ তাঁহার শয্যা-পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সেরূপ-প্রভা সূর্য্য কিরণাপেক্ষাও উজ্জ্বল; অথচ প্রখরতা হীন। প্রশস্ত ললাট পূর্ণ-ইন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। যুগল ভ্রূ রামধনুর ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ নয়ন যুগল প্রভাত-সমীর-কম্পিত নীলোৎপলবৎ ইতস্তত পরিচালিত হইতেছে। প্রফুল্ল কমলদল মধ্যে কৃষ্ণ ভ্রমরেরা উপবেশন করিলে যেমন শোভা হয়, তেমনি প্রফুল্ল মুখকমলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই

চারিটি তিল শোভা পাইতেছে। তরুণ অরুণাভ ওষ্ঠাধর যেন সতত সহাস্যে স্ফুরিত হইতেছে।

মনোহারিণী নরেন্দ্র নন্দিনী সেই পরম মনোহর যুবকের মনোমোহিনী মূর্ত্তি তদবস্থায় দর্শন করায়, তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। অনঙ্গ শরে তাঁহার কোমল হৃদয় জর্জ্জরিত হইল। একভাবেএকমনে অনিমেষ লোচনে সেই যুবকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না এবং জিজ্ঞাসা করিবার সাহসও হইল না। যেহেতু, তখন সুন্দরীর বয়ঃক্রম সপ্তবর্ষের অধিক ছিলনা এবং তিনি তৎপূর্ব্বে পিতা, ভ্রাতা ও নিকটবাসী আত্মীয় পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে দর্শন করেন নাই। সুতরাং, যুবকের রূপের ছটায় মুগ্ধ হইয়াই হউক অথবা অন্য পুরুষকে শয়নাগারে সমাগত দেখিয়া ভয়ভীত হইয়াই হউক, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

এদিকে রজনী সুপ্রভাতা হওয়ায় সহস্রাংশু সমুদিত, সরোজিনী প্রস্ফুটিত এবং কুমুদিনী নিমীলিত হইয়াছে, তথাপি সেই ইন্দীবর নয়না প্রফুল্ল বদনা রাজতনয়া জেলেখার নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছেনা। বোধ হয় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি আর সে স্বপ্ন-মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন না ভাবিয়া নিদ্রা-দেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতেছেন না। সুন্দরীর পরিচারিকারা তাঁহাকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় অনেকক্ষণ শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিয়া রহিল। কিন্তু, তিনি চক্ষুরুন্মীলন করিলেন না। তখন তাহারা তাঁহাকে জাগরিত করিবার জন্ত তাঁহার চরণতলে ধীরে ধীরে করস্থাপন করায়, তিনি চেতনা হইয়া শশাঙ্ক নিন্দিত মুখমণ্ডল হইতে বস্ত্রাবরণ অপসারিত করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং রক্তিম নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, স্বপ্নাগত, শশধরনিন্দিত যুবকের কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হইলেন না। তখন সেই সুচতুর অতিথির বিরহ জ্বালায় আকুল হইয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছাপন্না হইতে লাগিলেন এবং দুই চক্ষুঃ দিয়া অজস্র বারিধারা নির্গত হইতে লাগিল। সুন্দরী সখীগণ মধ্যে কাহারও নিকট আপন স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ করিলেন না। প্রস্তর মধ্যে যেরূপ উজ্জ্বল মণি নিহিত থাকে, সেইরূপ আপন মনোভাব মনোমধ্যেই নিহিত রাখিলেন। তাঁহার এইরূপ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া কোন সখী বলিল, "প্রভুকন্তে! আপনার কি কোন পীড়া হইয়াছে?"

জেলেখা উত্তর করিলেন, "না সখি! আমার কোন পীড়া হয় নাই। তবে গত যামিনী হইতে মন কিরূপ চঞ্চল হইয়াছে, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। সখি! সকল সময়ে কাহারও প্রফুল্ল-ভাব বিদ্যমান থাকেনা। বোধ হয় কালের প্রভাব বশত বা দৈব দুর্ব্বিপাক বশত, আমার হৃদয় এরূপ বিচলিত হইয়াছে।" এইরূপ কথোপকথনে দিবাবসান হইয়া আসিল। যামিনী যেন তাঁহার প্রাণ-বল্লভকে দর্শন করাইবার নিমিত্ত, সত্বর আগমন করিতে অভিলাষিণী হইল।

ক্রমে ক্ষণদা সমাগতা হইলে, জেলেখা শয়নাগারে গমন পূর্ব্বক স্বীয় পৃষ্ঠদেশ সারীন্দার ন্যায় বক্র করিয়া উপবিষ্ট হইলেন ও অশ্রুজলে, সারীন্দা-তার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অলিকুল বিনিন্দিত গুন্‌গুন্ স্বরে রোদনারম্ভ করিলেন। মনোমধ্যে আশা-যুক্ত হইয়া এবং স্বীয় মনঃচোরকে ধ্যান যোগে নিরীক্ষণ করিয়া লোচনযুগল হইতে মুক্তা-মালা সদৃশ অশ্রুজল বর্ষণ পূর্ব্বক বিলাপমান বাক্যে কহিতে লাগিলেন— "হে প্রাণেশ্বর! তুমি কোথায় অবস্থান করিতেছ? তুমি আমার মন-হরণ করিলে এবং স্বীয় নাম-ধাম মৎসকাশে গোপন করিয়া রাখিলে! আমি তোমার নাম-ধামাদি অবগত নহি যে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া তোমার অনুসন্ধান করিব। যদি তুমি নরপতিগণ মধ্যে কোন ব্যক্তি হও, তবে তোমার নাম কি? এবং নিবাসই বা কোথায়? ওঃ! আমার ন্যায় কেহ কখন যেন প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হন! কারণ, এক্ষণে আমার হস্তে প্রাণ না-প্রাণেশ্বর! উভয়েই আমা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন। আমি স্বপ্নযোগে তোমাকে নিরীক্ষণ করিয়া অবধিই নয়নযুগল হইতে অশ্রুস্রোতঃ প্রবাহিত করিতেছি।

হে জীবিতেশ্বর! আমি তোমার বিরহানলে, দগ্ধ হইতেছি; যদি তুমি তাহাতে অমৃত নিক্ষেপ কর, তাহাহইলে আমি সুরক্ষিত হই। আমি যাবৎ তোমাকে দর্শন করি নাই, তাবৎ এই মহীমণ্ডলের তরুণোদ্যানে গোলাপ-কুসুমের ন্যায় প্রফুল্লিতা ও অমল-কমলের ন্যায় স্নিগ্ধাত্মা ছিলাম এবং আমার ন্যায় কেহ সুখসংবর্দ্ধিতা ছিল না। আমার চিত্তমধ্যে কখন চিন্তা-বায়ু প্রবা-হিত বা চরণযুগলে কন্টকাঘাত হয় নাই। কিন্তু, এক্ষণে তোমার অদর্শনে এই সুকোমল শয্যা, কন্টকীকণার ন্যায় বোধ হইতেছে। এই আসক্তি-ভারবাহিনী, ক্ষুদ্র প্রাণী, বালিকা কি প্রকারে কন্টকী-শয্যায় শায়িত হইবে?" এবম্প্রকারে সায়ংকাল হইতে উষাকাল পর্য্যন্ত বিলাপ করিলেন; কিন্তু, আপন প্রণয়ীজনের

কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হইলেন না। এইরূপে দিবাভাগে, দিবাকর-তাপে তাপিত হইয়া, নয়নযুগল উপাধানোপরি রক্ষা করিয়া, অশ্রুবারি বর্ষণ এবং নিশাকালে নিশানাথের বিমল কিরণ সন্দর্শনে, বিলাপ-বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক কালহরণ করিতে লাগিলেন।

যে স্থানে আসক্তি-ধনুকের শর নিক্ষিপ্ত হয়, তথায় প্রবোধ রূপ ঢাল দিয়া তাহা নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করা অনর্থক। যেহেতু, হৃদয় সেই শরের লক্ষ্যস্থল হইলে, চারিদিক্ হইতে তাহার শত শত পথ উদ্ঘাটিত হয়; যেমন—শাস্ত্রকারেরা বলিয়া থাকেন যে, প্রেম-চিহ্ন ও কস্তুরী-সৌগন্ধ লুক্কায়িত রাখিতে পারা যায়না যেমন মৃগনাভিকে শতবস্ত্রে আবৃত করিলে, তাহার সৌরভ মন্দীভূত হয় না, তেমনি প্রেমিকজনকে শত শত প্রাচীর-বেষ্টিত গৃহমধ্যে অবরুদ্ধ করিলেও, তাহার প্রেমোন্মাদ উপশমিত হয় না।

এদিকে রাজেন্দ্রকুমারী, জেলেখাসুন্দরী দিন-বিভাবরী একাকিনী অবস্থান পূর্ব্বক স্বীয় মনোভাব গোপন রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতেই অশ্রুফোঁটা বিনির্গত হইয়া, মনোগত ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। সর্ব্বদা বিলাপমান-বাক্যোচ্চারণে ও অনশনে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অহরহ অনশনে অবস্থান করায়, তাঁহার কমল-কুসুমোপম বদনমণ্ডল হরিদ্বর্ণে পরিণত হইল। ইহা জানা আবশ্যক যে, উদ্যান মধ্যে সুশোভিত রক্তকুসুম কখন বিনাচিহ্নে প্রস্ফুটিত হয় না; তাহাতে একটি ছিদ্র নিঃসন্দেহই থাকে। ফলত, জেলেখা যে, অলোক-সামান্যা ও পরম লাবণ্য-সম্পন্না ছিলেন, তাঁহারও কোনরূপ চিহ্ন থাকা আবশ্যক; এজন্য ঈশ্বরাদেশে স্বপ্নযোগে, তাঁহার এই অবস্থা ঘটিয়া উঠিল।

বিরসবদনা, সজল-নয়না, রাজকন্যার পরিচারিকাগণ তাঁহার এবম্প্রকার ভাব দর্শনে, তাঁহাকে উন্মত্তা বলিয়া স্থির করিল এবং সকলে মিলিত হইয়া পর্য্যা-লোচনা করিতে লাগিল, "কেহ আমাদের সুকুমারী-রাজকুমারীকে নিরীক্ষণ করে নাই; বোধ হয় ইনি, কোন সৌন্দর্য্যসম্পন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিবেন; অথবা দৈত্য না হয় অপ্সরগণের কুহকে প্রশংতিত হইয়াছেন; কিংবা যাদু বা মায়াপ্রভাবে এরূপ বিহ্বলা হইয়াছেন; নচেৎ কাহারও প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তদ্বিরহে দুঃখভার বহন করিতেছেন।" এইরূপে নানা-

প্রকার তর্কবিতর্ক করিতে লাগিল; কিন্তু, কিছুই স্থির-নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইল না। ফলতঃ, সেই সখীগণ মধ্যে সর্ব্বনৈপুণ্য এবং আসক্তি-বিদ্যায় পারদর্শিনীএক ধাত্রী ছিল। একদা যামিনীযোগে সেই ধাত্রী, সুন্দরীর নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহার শিশুকালের সেবাদি স্মরণ করণার্থ, কহিতে লাগিল, "রে-রাজোদ্যানের পরমশোভিত কলিকে! তোমার হৃদয় প্রফুল্ল এবং ওষ্ঠাধর সহাস্যে স্ফুরিত হইয়া আমাদিগকে প্রসন্নতা প্রদান করিতে সমর্থ হউক। বৎসে! আমি দিন-যামিনী নিরাহারিণী থাকিয়া, অতি শৈশবকাল হইতে তোমাকে লালন পালন করিয়াছি। তোমার শরীরাবাসে গোলাপ ও কস্তুরী-সলিল সেচন পূর্ব্বক, গোলাপ-কুসুম ও কস্তুরী-সুগন্ধি প্রদায়িনী বলিয়া, তোমার উপাধি প্রদান করিয়াছি। তমস্বিনী সমাগমে তোমার সুনিদ্রার জন্য সর্ব্বতোভাবে চেষ্টিত এবং ভাস্করোদয়ে তোমার বেশবিন্যাসে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি গমন কালে, তোমাকে স্বীয় অঙ্কে উপবেশন ও শয়নকালে হৃদয়াবাসে শয়ন করাইয়া রাখিতাম। এক্ষণে যদিও তোমার কুসুম-শাখা সদৃশ পদযুগল মরালগণের ন্যায় চলচ্ছক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি আমি তোমার পরিচর্য্যা হইতে বিমুখী হই নাই। যে স্থানে তুমি গমন করিতেছ, সে স্থানে আমি প্রতিবিম্ব স্বরূপা হইয়া তোমার অনুগামিনী হইতেছি। তোমার শয়ন কালে, পদতলে শয়ন করি। আমি এতাধিক তোমার মঙ্গলার্থিনী স্বত্ত্বেও, স্বীয় মনোভাব মৎসকাশে গোপন রাখিতেছ কেন? এবং কেনই বা আমাকে স্ব অন্তর হইতে, অন্তর বোধ করিতেছ? কে তোমার জ্ঞান-কৌশল হরণ করিয়া, তোমার প্রতি দুঃখ-ভার অর্পণ করিয়াছে? তোমার কমল-কুসুমোপম বদনমণ্ডল কেন পাণ্ডুবর্ণে পরিণত হইয়াছে? তোমার উষ্ণ নিশ্বাস কেন শীতল হইয়াছে? তুমি বিভাবসু প্রভার ন্যায় রূপশালিনী হইয়া কেন কৃষ্ণপক্ষীয়া শশিকলার ন্যায় মলিনা হইতেছ? আমি তোমার এই সমস্ত ভাব সন্দর্শনে, স্থির ও নিশ্চয় করিয়াছি যে, তুমি কোন প্রিয়বান্ধবের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তদীয় প্রেম-শৃঙ্খলে, আবদ্ধ হইয়াছ—সন্দেহ নাই। অতএব, তাহা আর এক্ষণে আমার নিকট গোপন না রাখিয়া, তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ কর।" শশাঙ্কবদনা রাজতনয়া ধাত্রী কথিত বাক্যশ্রবণে কহিলেন, "জননি! সেই অহিতকর, অশুভকর ও বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তুমি তাহার মূলার্থে জ্ঞান লাভ

করিতে পারিবে না। অতএব, আমাকে আর ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া লজ্জিত করিও না। আমি ঐ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, তথাপি লজ্জা যেন আমার রসনামণ্ডলে, আরূঢ় হইয়া বর্ণনা করিতে নিষেধ করিতেছে।" ধাত্রী উত্তর করিল, "বৎসে! আমার নিকট লজ্জা বশত, যে কথা বলিতে পারিবে না, এরূপ কোন কথাই নাই। অতএব, নিঃশঙ্কে লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বীয় মনোগত ভাব প্রকাশ কর। আমি নিশ্চয় ইহার প্রতিকার করিতে পারিব। যদি তিনি ঈশ্বরের জ্যোতিঃ-বিনির্ম্মিত দেব (ফেরেস্তা) হয়েন এবং শূন্য-মার্গে বিচরণ করিয়া থাকেন, তাহাহইলে আমি এই দণ্ডেই ঈশ্বরোপাসনা করিয়া তাঁহাকে ভূতলে অবতরণ করাইতে পারি। যদি তিনি কিন্নর বা অপ্সর হন এবং সুরপুরে বাস করেন, তাহাহইলে তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্র প্রভাবে ধৃত ও সামান্য বোতলের মধ্যগত করিয়া তোমার নিকট আনয়ন করিতে পারি। আর যদ্যপি তিনি মানবজাতি হন, তাহার ত কথাই নাই; শীঘ্রই তাঁহাকে তোমার প্রণয়পাশে যাবজ্জীবনের নিমিত্ত অবরুদ্ধ করিব। এই ধরাতলে, কেই বা এমন ব্যক্তি আছে যে, তোমার সম্মিলন সুখাভিলাষ নাকরে?"

বিরহ-কাতরা, সরল-হৃদয়া, রাজবালা ধাত্রী-প্রমুখাৎ মন্ত্রণা শ্রবণে, তাহার নিকট সত্যঘটনা অপলাপ করিতে অসমর্থ হইয়া সরোদনে কহিতে লাগিলেন, "হে মাতঃ! আমার আশারুত ধনাগারের দ্বারদেশ মানবচক্ষের অতীত এবং সেই গুপ্ত ধনাগার সর্ব্বদা অবরুদ্ধ রহিয়াছে। আমি সেই বিহঙ্গমের বিষয় কি বর্ণন করিব; তিনি 'ওন্‌কা'-বিহঙ্গমের কুলায় অবস্থান করেন।* তাঁহার কি প্রকারে সন্ধান হইবে? যেহেতু 'ওন্‌কা'-বিহঙ্গের নামাদি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; কিন্তু আমার সেই আশা-বিহঙ্গমের নাম পর্য্যন্ত আমি অবগত নহি। যদি কেহ স্বীয় প্রাণবল্লভের নাম-ধাম পরিজ্ঞাত না থাকেন, তাহা হইলে কি প্রকারে তাঁহার সন্তোষ লাভ হইতে পারে? আমি তাঁহার নাম-ধাম অবগত থাকিলে, তাঁহার অসহ্য বিরহ যাতনা-সহিষ্ণু হইয়া, নামোচ্চারণ পূর্ব্বক সুখী হইতে পারিতাম।" এই বলিয়া স্বপ্নঘটিত বিবরণ সমূহ, তাহার নিকট বর্ণন করিলেন। ধাত্রী তাঁহার বাক্যশ্রবণে অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তিকে অন্বেষণ করা অসম্ভব বিবেচনায়, তাঁহার রোগোপশমের ঔষধি নির্ণয়ে অসমর্থা হইল।

* 'ওন্‌কা' একপ্রকার আরণ্য পক্ষী; সচরাচর দৃষ্ট হয় না।

অনন্তর তাঁহাকে উপদেশচ্ছলে কহিতে লাগিল, "বৎসে! যখন তুমি স্বীয় বাঞ্ছিতজনের মূলবৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত নহ, তখন কি প্রকারে তাঁহার সন্ধান করিবে? এক্ষণে আমার উপদেশ মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর; দেখ, চারুশীলে! দৈত্যগণ কুহকবলে সৌন্দর্য্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক মানবজাতিকে স্বীয় প্রেমে ব্যাকুলিত করে; অতএব, আমার বিবেচনায় ইহা দৈত্যকর্ত্তৃক আবির্ভূত হইয়াছে।" জেলেখা উত্তর করিলেন, "জননি! দৈত্যগণের কি স্পর্দ্ধা যে, আমার প্রতি ঐরূপ সৌন্দর্য্য বিস্তার করে? আমি শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি যে, দেবগণও তাঁহার রূপের তুলনায় পরাজিত হন।" দ্বিতীয় বার ধাত্রী কহিল, "বৎসে! এই স্বপ্ন সম্পূর্ণ অমূলক; অনর্থক আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক স্বপ্নে চঞ্চল চিত্ত হওয়া নীতি বিরুদ্ধ।" জেলেখা কহিলেন, "স্নেহময়ি! যদি এই স্বপ্ন সর্ব্ব-প্রকারে অমূলক হইত, তবে আমার ন্যায় সত্যবাদিনীকে কি প্রকারে হরণ করিত? যেমন—বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, অসতের সহিত অসৎ ও উত্তমের সহিত উত্তম ব্যক্তির সম্মিলন হয়।" পুনর্ব্বার ধাত্রী কহিল, "সুশীলে! তুমি অতি শান্তমনা ও শিষ্টমতী; অতএব, এক্ষণে স্বীয় অন্তঃকরণ হইতে এই অলীক সঙ্কল্প বহির্গত কর।" জেলেখা বলিলেন, "বর্ষীয়সি! যদি আমার হস্তে আমারই মনোরথ পূর্ণ হইবার উপায় থাকিবে, তবে কেন আমি এই কঠিন ভার বহন করিয়া ভগ্নপৃষ্ঠা হইব। আমার পূর্ণ-মনোরথের উপায়-রশ্মি আমা হইতে তিরোহিত ও মনোমধ্যে এক কঠিন চিহ্ন (ক্ষত প্রস্তরের ন্যায়) অঙ্কিত হইয়াছে। যদি তৎপ্রতি উপদেশরূপ প্রবল স্রোতঃ প্রবাহিত হয়, তাহাহইলেও ঐ চিহ্ন ক্ষয় প্রাপ্ত হইবেনা।" যখন ধাত্রী তাঁহাকে গাঢ় প্রেমাবদ্ধা নিরীক্ষণ করিল, তখন তৎপ্রতি আর উপদেশবাক্য প্রয়োগ নাকরিয়া সংগোপনে তাঁহার জনক সমীপে গমন পূর্ব্বক, তৎসংক্রান্ত সমুদায় বিষয় বর্ণন করিল। তদীয় জনক ধাত্রী-প্রমুখাৎ বৃত্তান্ত শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং তাঁহার ব্যাধি উপশমার্থ নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে চিন্তা-জরাক্রান্তা, বিরহ-সন্তপ্তা, জেলেখা সুন্দরী বর্ষৈককাল বিরহ জ্বালায় আক্রান্ত থাকায়, পূর্ণশশধরসম তাঁহার মাধুরীমাময় দেহ কৃষ্ণ পক্ষীয় শশধরের ন্যায় ক্ষীণ হইয়া গেল। অতঃপর একদা যামিনী সমাগমে স্বীয় পৃষ্ঠ অর্দ্ধ-চন্দ্র সদৃশ বক্র করিয়া উপবিষ্টা হইলেন এবং নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা পাত

করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে-অন্তরীক্ষ! তুমি আমার প্রতি গর্হিতাচার করিয়া, তরুণ অরুণোপম আমার বদনমণ্ডলকে হরিদ্বর্ণে পরিণত করিলে! আমাকে লক্ষ্যস্থলে দণ্ডায়মান করিয়া, মন্মথ-শরে বিদ্ধ করিলে! আমার জীবন-রশ্মি এক পাষাণ হৃদয়ও নির্দ্দয় ব্যক্তির হস্তে প্রদান করিলে! ফলত, সেই প্রাণেশ্বরকে জাগ্রদবস্থায় দর্শন করা অতীব সঙ্কট; কিন্তু, নিদ্রাদেবীর কি কৃপণতা! তিনি স্নেহ সঞ্চারিণী হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিতেছেন না যে, স্বপ্নযোগে সেই জীবন-সর্ব্বস্বকে নিরীক্ষণ করি। নয়নদ্বয় গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইতেছেনা যে, স্বপ্নযোগে প্রাণকান্তকে আলিঙ্গন করি। এবং জীবিতেশ্বর আমার সহিত বিহার করেন।' এই প্রকার বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে করিতে, যামিনীর যামাধিক অতীত হইল। এই সময়ে তিনি প্রগাঢ় নিদ্রায় অচেতনা হইয়া, শয্যা মধ্যে গমন করিতে করিতে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার জীবন-সর্ব্বস্ব দ্বিজরাজের ন্যায় দ্বারদেশে সমুদিত হইলেন।

সুন্দরী তাঁহার রূপসন্দর্শনে আত্মবিস্মৃতা হইয়া, স্বীয় মনোমুগ্ধকর পঙ্কজপত্র সদৃশ নয়নদ্বয়দ্বারা তদীয় মাধুর্য্যমিশ্রিত বদনকমলের অনুপম সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কাতরভাবে তদীয় পদতলে বিলুণ্ঠিত হইলেন এবং পদযুগল চুম্বন করিয়া, তাঁহার প্রতি স্বীয় অনুরাগ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, "হে-জীবিতনাথ! তুমি আমার অন্তর হইতে, ধৈর্য্য ও বিশ্রাম সম্পূর্ণরূপে অপহরণ করিয়াছ। আহা! জগদীশ্বর স্বীয় অপার মহিমা বিস্তার পূর্ব্বক, আপন সৌন্দর্য্য-শিখায় তোমাকে নিষ্কলঙ্ক রূপ প্রদান করিয়াছেন। যাবতীয় সুন্দরসুন্দরীগণ মধ্যে তোমাকেই উৎকৃষ্টতা প্রদান করিয়াছেন।

অতএব যিনি স্বীয় মহিমা পরমাণু দ্বারা তোমার সুচারু কলেবর সৃজন করিয়াছেন; যিনি তোমার গণ্ডদ্বয়কে প্রদীপের ন্যায় প্রজ্বলিত করিয়া আমার মনঃপতঙ্গকে দগ্ধ করিতেছেন; যিনি মনোবিহঙ্গমের ফাঁদ স্বরূপ তোমার বেণী যুগল সৃজন করিয়াছেন এবং যিনি আমার সরলাঙ্গকে তোমার কেশরী-কটির ন্যায় ক্ষীণ ও অন্তঃকরণকে ক্ষুদ্র রূপে পরিণত করিয়াছেন; তোমার প্রতি তাঁহারই শপথ দিতেছি। তুমি এক্ষণে স্বীয় বদনকমল হইতে সহাস্যে অমৃত

বর্ণন করিয়া, কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, কোথায় অবস্থিতি করিতেছ এবং কোন্ সিংহাসনেই বা স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতেছ ; স্বরূপতঃ বর্ণন কর।"

তচ্ছ্রবণে সেই লোকাতীত রূপরাশি-সম্পন্ন যুবাপুরুষ তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি প্রেমোন্মত্তে! আমি মনুষ্য-কুলোদ্ভব আদম-বংশ সম্ভূত এবং আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জলকর্দ্দম হইতে গঠিত হইয়াছে। যদি তুমি সপ্রেমানুরাগিণী হও, তাহা হইলে অপর কাহারও প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া আপন মহামূল্য-সতীত্ব কলুষিত করিও না। যদি তুমি আমার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া স্বীয় হৃদয় ব্যথিত করিয়া থাক, তাহাহইলে তুমি বিশ্বস্ত হইও না যে, আমার মনঃপ্রাণ তোমার আসক্তি-শূন্য আছে। আমারও জীবাত্মা তোমার প্রণয়-পাশে অবরুদ্ধ রহিয়াছে এবং আমিও তোমার প্রেমচিহ্নে চিহ্নিত আছি।" এই পর্য্যন্ত বর্ণিত হইলে, জেলেখার নিদ্রাভঙ্গ হইল; কিন্তু, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার আর এক প্রকার নূতন ভাবের উদ্রেক হইল।

অতঃপর জেলেখা উন্মাদিনীর ন্যায় চঞ্চল ও প্রেমানলে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়া উঠিলেন। মনোমধ্যে তাঁহার যে শোকানল ছিল তাহা সম্পূর্ণ রূপে প্রজ্বলিত ও তাঁহার উন্মাদ-ব্যাধি শতশত গুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি তখন উপায়বিহীনা হইয়া, অতিশয় বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার বিবেচনা-বল্গা হস্ত হইতে তিরোহিত হওয়ায়, অহরহ কুসুম-কলিকার ন্যায় শিরোবনত করিয়া রহিলেন। নয়নদ্বয় অশ্রুজলে প্লাবিত হইতে লাগিল। তাঁহার সুবিমল মুখ-চন্দ্রের আসক্তে, স্বীয় বদনে করাঘাত করিতে লাগিলেন। তদীয় বেণীযুগল স্মরণ করিয়া, স্বীয় কুঞ্চিত শিরোরুহ উৎপাটন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সখীগণ আগমন করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক ব্যূহাবদ্ধ এবং চন্দ্রমার ন্যায় শোভাবদ্ধ করিয়া রাখিল। যদি তিনি সেই ব্যূহ হইতে পথ নিরীক্ষণ করিতে পাইতেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রাণেশ্বরের অন্বেষণজন্য বিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় ব্যূহ ভেদ করিয়া বহির্গামিনী হইতেন। তদীয় জনক এবম্বিধ বৃত্তান্ত শ্রবণে, সভাস্থ অমাত্য-গণের প্রতি তাঁহার ব্যাধি উপশমের ঔষধ আনয়ন জন্য ঘোষণা প্রচার

করিলেন। কিন্তু, তাঁহাকে কারাবদ্ধ করণ ব্যতীত অপর কোন উপায়ই অবলম্বন করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রাজা স্বীয় পাত্রমিত্রগণ দ্বারা স্বর্ণনির্ম্মিত, মরকত খচিত, ভুজঙ্গ বিনিন্দিত শৃঙ্খল সকল আনয়ন করিয়া তাঁহার উরুদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত বন্ধন করিলেন। তাহাতে অনুমিত হইল যেন সেই মৌক্তিক-রূপিণী, ধরণী-মোহিনী, রাজনন্দিনীর রক্ষণাবেক্ষণ জন্য শৃঙ্খল সকল অহিবরের ন্যায় সুবিস্তৃত-ফণা ধারণ করিয়া প্রহরী নিযুক্ত হইল। জেলেখা যখন স্বীয় ভাব এবম্প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে দেখিলেন, তখন বাষ্পাকুল লোচনে কহিতে লাগিলেন, "হা—কি বিপদ উপস্থিত! আমার মনঃপ্রাণ সর্ব্বদা প্রেম-কারাগারে অবরুদ্ধ থাকায়, আমি তাহাতেই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছি; আবার এক্ষণে আমার পদে শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া কেন ভারার্পণ করিতেছে? আমার চলচ্ছক্তি সর্ব্বতোভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে আবার আমার পদযুগলে, শৃঙ্খলযুক্ত করিয়া কেন দৌরাত্ম্য অসিতে আমার প্রাণবিনাশে উদ্যত হইতেছে? অহো! যিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার বিবেচনাশক্তি হরণ করিয়া পলায়ন করেন, সেই নিষ্ঠুর তস্করের পাদমূলে শৃঙ্খল বন্ধন করাই বিধেয়! তাহা হইলে আমি সকল সময়ে, তাঁহার অরুণ-বিনিন্দিত মুখমণ্ডলের জ্যোতিঃসন্দর্শনে উদ্ভাসিত হই। আমার প্রতি যখন সেই তেজোময় বিদ্যুৎ পতিত হয়, তখন একবারে আমাকে ভস্মীভূত করিয়া থাকে। যদি আমার অদৃষ্ট ফলবান্ হয়, তবে এই কাঞ্চন-গঠিত শৃঙ্খল সকল তাঁহার পদে বন্ধন পূর্ব্বক তাঁহার চন্দ্রবদনের জ্যোতিঃসন্দর্শনে আমার ঘোর-রজনীকে বিভাসিত করিব। আবার তাহাইবা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু, যদি কখন তাঁহার পদ-পৃষ্ঠে ধূলি সংলগ্ন হয়, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে পর্ব্বতের ন্যায় ভার অর্পিত হইয়া থাকে। এমতস্থলে, আমি তাঁহাকে কি প্রকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিব? আমার এই তাপিত হৃদয়ে শতশত শর নিক্ষেপ করিলেও কিছুমাত্র যাতনা বোধ হয় না; কিন্তু, তাঁহার পরিধেয় বসনে কণ্টকী-কণা বিদ্ধ হইলে, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।" এইরূপ বিলাপমান্ বাক্যোচ্চারণ করিতে করিতে, সহসা শর-বিদ্ধ হরিণীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া কিয়ৎকাল চেতনা রহিত হইয়া রহিলেন। তদনন্তর চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া, পুনরায় স্বীয় উন্মত্ত-জীবন

হইতে আসক্তি-গ্রন্থ নির্গত করিয়া, প্রেমোপাখ্যান পাঠ করিতে লাগিলেন।

হে-রহস্য-পূর্ণ প্রেমাসক্তি! তুমি স্ব-ভাব ধারণ করিয়া মৎসকাশে আগমন কর। তুমি কখন যুদ্ধের ন্যায় সতেজ ও প্রখর হও, আবার কখন সম্পূর্ণরূপে নিস্তেজ হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ মীমাংসা কর। তুমি কখন বুদ্ধিমান্ ও সদ্বিবেচককে উন্মত্ত কর, আবার কখন ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিকেও বিবেচনাশক্তি দান কর। যদি তুমি সুন্দরীগণের বেণীবন্ধন কর, তাহা হইলে তদ্দর্শনে বিবেচকগণ শৃঙ্খলযুক্ত হন; আবার যদি তাহা স্বহস্তে স্খলিত কর, তাহা হইলে তাঁহাদের বিবেচনাপ্রদীপ পুনরুদ্দীপ্ত হয়।

এদিকে সেই রাজতনয়া জেলেখা একদা রজনীযোগে স্বীয় কান্তকে মনে মনে স্মরণ করিয়া আসক্তিঅনলে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন এবং শোকাভিভূত হইয়া শিরোদেশে বালুকা নিক্ষেপ পূর্ব্বক স্বীয় পৃষ্ঠ বক্র করিয়া ভূমিতলে শিরঃক্ষেপণ করিলেন। কিন্তু, সুন্দরীর কি মনোহারিণী শক্তি! যে হেতু, আসক্তিঅনলে দগ্ধ হইয়া ভূমিতলে শিরঃক্ষেপণ করিলেন, তথাপি তাঁহার চিত্তহারিণী শোভার কিছুমাত্র রূপান্তর হইল না। বরং সেই কুসুমোপমা, রমণীয়-ললনা ভূমিতলে শিরোদেশ ক্ষেপণ করায়, সেই স্থান স্বর্গস্বরূপে পরিশোভিত হইল।

অনন্তর সুন্দরী আপন ইন্দীবর বিনিন্দিত লোচনদ্বয় হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত করিয়া, বীণা-নিন্দিত কণ্ঠে সঙ্গীতস্বরে রোদনারম্ভ করিলেন এবং স্বীয় প্রণয়ীজনকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে অনঙ্গোপম অতিথি! তুমি আমার যৌবন-সংসারকে একবারে নষ্ট করিলে! আমার প্রতি দুঃখভার অর্পণ করিলে, আর দুঃখ মোচন করিতে পারিলে না। আমার মনোহরণ করিয়া, তাহা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অক্ষম হইলে! আমি তোমার নাম অবগত নহি যে, নামোচ্চারণে জীবনশীতল করিব! বাসভবনও পরিজ্ঞাত নহি যে, তোমার সন্ধান করিব! আমি যৌবন-প্রারম্ভে সহাস্যে কালাতিপাত করিতেছিলাম; এক্ষণে তোমার বিরহ-জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায়, আমার মনোমধ্যে (ইক্ষুর ন্যায়) শতশত বন্ধন অঙ্কিত হইয়াছে। পুষ্পকলিকার ন্যায় তোমার বিচ্ছেদশোণিত পান করিয়া, বিশুষ্ক-কুসুমের ন্যায় অনাদরণীয়া হইয়া পড়িয়াছি।

হে প্রিয়তম! আমি তোমার প্রণয়িনী হইবার বাসনা করি না; বরং তুমি দাসীত্বে গ্রহণ করিলে, চরিতার্থ হই। যদি তুমি এই শরণাপন্না ও বিপন্নাকে দাসীত্বে গ্রহণ কর, তাহা হইলে কি দোষ পরিলক্ষিত হইবে? না-না কিছুমাত্র দোষ পরিলক্ষিত হইবে না। বরঞ্চ, এই ক্ষুদ্রপ্রাণা প্রপীড়িতা তোমার চিন্তানল হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবে। রমণীগণ মধ্যে কেহ যেন আমার ন্যায় দুঃখিনী হইয়া, অশ্রুজলে ভাসমানা না হন! অহো! জননী-হৃদয় আমার দুঃখে সর্ব্বদা ব্যথিত, পিতা আমারই জন্য লজ্জিত। সহচরী ও পরিচারিকাগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া, একাকিনী এঅবস্থায় দ্বিগুণ দুঃখানল প্রজ্জ্বলিত করিতেছে। আমার মনঃতৃণ তোমার আসক্ত্যানলে ভস্মীভূত হইতেছে।

শরদিন্দু-নিভাননা, রাজতনয়া জেলেখা সুন্দরী এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে করিতে, তাঁহার নেত্রদ্বয় নিদ্রা-মদিরায় উন্মত্ত হইলে, তিনি শয্যোপরি শয়নমাত্রেই সেই অলোকসামান্য যুবক স্বপ্নযোগে তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। রাজ-তনয়া সরোদনে তাঁহার পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক তদীয় পদতলে পতিত হইয়া, নেত্রযুগল হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত করিয়া কহিলেন, "হে প্রাণেশ্বর! আমি তোমার বিরহে নিতান্ত অধীরা হইয়া, অহরহ অনশনে ও দীন-নয়নে রোদন করিতেছি এবং তোমার বিরহে চিন্তান্বিত হওয়ায়, আমার গাঢ়নিদ্রা একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। আহা! জগৎপিতা তোমাকে সমুদায় কলঙ্ক হইতে বিদূরিত করিয়া, যাবতীয় সুন্দর-সুন্দরীগণ মধ্যে আদরণীয় করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি স্বীয় নাম-ধামাদির পরিচয় দিয়া, আমার হৃদয়ের চিন্তাহ্রাস ও দুঃখনিবারণ কর।" তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "অয়ি চিন্তাজ্বরাক্রান্তে! যদি তুমি তাহাতে মনোরথ পূর্ণ করিতে পার, তবে তাহা শ্রবণ কর। দেখ রাজ-বালে! আজিজ্ মিসর আমার নাম, মিশরনগরধাম এবং আমাকেই সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তা মিসর-রাজের মন্ত্রী পদে অভিহিত ও সম্মানিত করিয়াছেন।

ধরাবিমোহিনী রাজেন্দ্রনন্দিনী স্বীয় কান্তের এই চিহ্ন প্রাপ্ত হইয়া যে পর্য্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন, প্রিয় পাঠক! যদি তুমি স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিতে, তাহা-হইলে নিশ্চয় বলিতে যে, 'শতবর্ষের মৃত-শরীরে জীবন প্রদত্ত

হইল।' অতঃপর জেলেখা সেই সুখময় স্বপ্নে স্বীয় অদৃষ্টের প্রসন্নতা লাভ করিয়া, (যদিও উন্মাদিনীর ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন), সংজ্ঞাপ্রাপ্তে শয়ন-মন্দির হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার ক্ষীণ-কলেবর বিক্রমশালী মনঃস্থৈর্য্য পুনরাগত হইল। তখন সখীগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সহচরীগণ! তোরা সত্বর আমার জনক-সমীপে এই শুভসংবাদ প্রদান করিয়া, তাঁহাকে দুঃখানল হইতে বিনিষ্ক্রান্ত কর্। তাঁহাকে মৎসকাশে আনয়ন করিয়া, রজত-কাঞ্চনময় শৃঙ্খল সকলকে তোরা স্বহস্তে উন্মোচন কর্। আমার আর কোন (উন্মাদিনী হইবার) আশঙ্কা নাই।" অতঃপর সখীগণ তাঁহার জনক-সমীপে গমন করিয়া, তৎকথিত তাবদ্বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। সখী-প্রমুখাৎ বৃত্তান্ত শ্রবণে, রাজা মহানন্দে উল্লাসিতহইয়া ক্ষণকালের জন্য চেতনাবিহীন হইয় রহিলেন। অনন্তর জেলেখার নিকট উপনীত হইয়া তদীয় চরণস্থিত দ্বিমস্তক বিশিষ্ট, অহিস্বরূপ শৃঙ্খল সকল মুক্ত করিলেন। তখন পরিচারিকাগণ তাঁহাকে সুবর্ণ-রঞ্জিত সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তাঁহার শিরোদেশ সুরঞ্জিত মুকুটে শোভিত করিল। পরমা সুন্দরী-তরুণীগণ, তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিলেন ও তদীয় প্রদীপরূপ অপূর্ব্বকান্তিতে পতঙ্গীর ন্যায় নিপতিত হইলেন।

কোকিলভাষিণী, অমৃতবাহিনী, জেলেখা সুন্দরী সঙ্গিনীগণ-পরিবৃত হইয়া, নানাবিষয়িণী কথা প্রসঙ্গে রোম ও শামনগরের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর মিসরনগর ও তত্রস্থ সম্রান্ত জনগণের প্রসঙ্গ সমাপ্তে আজিজ্ মিসরের নামোল্লেখ করিলেন। যখন এই নাম তাঁহার রসনা হইতে উচ্চারিত হইল, তখন লোচন-পয়োধর হইতে অশ্রুবারি বর্ষণ করিয়া রোদনস্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিশব্দিত করত, প্রতিবিম্ববৎ ভূতলে পতিত হইলেন। এইরূপে অহর্নিশ বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে, শ্রবণধারা সদৃশ অনর্গল অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। সর্ব্বদা মনেমনে আজিজ্-মিসরের ধ্যান ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আশা করিতে লাগিলেন।

রাজবালা জেলেখা যদিও প্রেমোন্মত্তা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় হইয়াছিলেন, তথাপি এই জগন্মণ্ডল তাঁহার অসীম-সৌন্দর্য্য-প্রশংসায় কোলাহলময় ছিল। যে কেহ তাঁহার রূপরাশির উপাখ্যান শ্রবণ করিতেন, তিনি একবারে কন্দর্প-

শরে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইতেন। নরপতিগণ তাঁহার প্রণয়-লালসায় উন্মত্ত হইয়া স্ব স্ব সভাসমিতিতে তদ্বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার জনক-সমীপে ঘটক ও ভাট প্রেরণ করিতেন।

ইত্যবসরে জেলেখা উন্মাদকারাগার হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে, ঘটক ও ভাট সকল রোম, শাম ও কেশ্ওর নগর হইতে আগমন করিয়া তাঁহার পিতৃসমীপে উপনীত হইল। তদনন্তর সকলে স্ব স্ব মনোগতভাব সিদ্ধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া, রাজকুমারীর যৌতুকপ্রসঙ্গে কেহ ধনাগারের যাবতীয় মণি, মুক্তা, প্রবালাদি দান করিতে, কেহ সম্রাজ্যে তাঁহার কিঙ্কর হইতে ইচ্ছা করিতেছেন ইহাই প্রকাশ করিল এবং কেহ সোলেমান-অঙ্গুরীয়ক দর্শনী স্বরূপ প্রদান করিয়া কহিতে লাগিল, "মহারাজ!* যে স্থানে এই মহী-বিমোহিনী, সুধাংশুরূপিণী পদার্পণ করিতে অভিলাষিণী হইবেন, সে স্থানের রাজ-মুকুট তদীয় মস্তকোপরি শোভিত ও রাজসিংহাসন তাঁহার পদতলে অবস্থিত হইবে। যে নগরে তাঁহার সৌন্দর্য্যমঞ্চের প্রতিভা পতিত হইবে, তিনি তথাকার রাজ-সিংহাসনাধীশ্বরী হইবেন। কিন্তু যদি তিনি রোমাভিমুখে যাত্রা করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলে রোম হইতে জঙ্গবারনগর পর্য্যন্ত প্রজামণ্ডলী তৎসকাশে দাস স্বরূপে বিক্রীত হইবেন।" এই ঘটক রোমনৃপতির ছিল।

আজিজ্‌মিসর-অনুরতা, বিরহতাপিতা, জেলেখা তদ্বিষয় অবগত হইয়া, "হায়! ইহাদের মধ্যে মিসরনগরের কোন ঘটক উপস্থিত আছে কি? অহো! যাঁহার প্রেমে ভগ্নপৃষ্ঠা হইয়া যাতনা সহ্য করিতেছি, যদি তাঁহার নিকট হইতে কোন ঘটক না আসিয়া থাকে, তবে তাহাতে কি ফল লাভ হইবে? মিসরনগরের সৌগন্ধ ক্ষণে ক্ষণে আমার হৃদয় মধ্যে উত্থাপিত হইতেছে। আমার নয়নাগ্রে যেন মিসরনগরেরই পথধূলিসকল অনবরত স্থানগ্রহণ করিতেছে। হৃদয় যেন চঞ্চল হইয়া, সেই কন্দর্পোপম যুবকের নিকট গমন করিবার অভিলাষ করিতেছে। মলয়সমীরণ যেন অনুকূল হইয়া, তাঁহার মুখকমলের সৌরভ আনয়ন করিয়া আমার হৃদয় স্নিগ্ধ করিতেছে;" মনেমনে এই রূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় নরপতি তাঁহার নিকট আগমন করিয়া

* সোলেমানী অঙ্গুরীয়ক মহামূল্য প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। ইহার গুণে রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতে পারা যায়।

বাৎসল্যমধুর সম্ভাষণে কহিতে লাগিলেন, "রে নয়ন-পুত্তলিকে! এক্ষণে সরাজ্য-পরিবৃত, রাজোষ্ণীষধারী, সিংহাসনাধিপগণ তোমার পাণি গ্রহণাভিলাষী হইয়া মৎসকাশে (সম্মতিগ্রহণ জন্য) ভাট প্রেরণ করিয়াছেন। যে নগরে তুমি সন্তোষলাভ করিবে, আমি সত্বর তোমাকে সেই নগরের অধীশ্বরী করিব।" জনকের এবম্বিধ বাক্যশ্রবণে জেলেখা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া, অঞ্চল বসনে অবগুণ্ঠনবতী হইলেন। অনন্তর মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "হায়! আমি স্বপ্নযোগে যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াছি; যাঁহার প্রেমে উন্মত্তা হইয়া অহর্নিশ যাপন করিতেছি; পিতা তৎসম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করিয়া, কেবল অপরাপর নরপতিগণের নামোল্লেখ করিয়া, আমাকে যাতনা দিতেছেন।" এই বলিয়া চিন্তান্বিত ও ঝাউ বৃক্ষের ন্যায় স্পন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং পাছে কেহ তাঁহার মনোগতভাব জানিতে পারে, তজ্জন্য, পিতৃসমীপ হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নিভৃতস্থানে গমন করিলেন।

তদনন্তর নেত্রদ্বয়হইতে মুক্তামালাস্বরূপ অশ্রুফোঁটাবর্ষণ করিয়া কহিতে লাগিলেন,"কি আশ্চর্য্য! স্নেহময়ী জননী কি আমাকে উদরমধ্যে ধারণ করে নাই? অথবা যদি উদরমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলেন, তবে কি স্তনপান করান নাই? হা—! আমি কোন্ গ্রহতেই বা জন্ম করিয়াছি যে, কু-গ্রহ ব্যতীত কিছুই লক্ষিত হইতেছে না! আমি একে তৃষ্ণাতুরা; আমার তৃষ্ণানিবারণ জন্য সাগর-তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, তাপিতহৃদয় শীতল করিবে কোথা—না—তাহা হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হইতেছে। হে-নীলাম্বর! আমি কিছুই জানিতে পারিতেছি না যে, তুমি আমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে। যদি তুমি আমাকে হৃদয়নাথের নিকট গমন করিতে না দাও, তবে তাঁহা হইতে একবারে অন্তর্হিত করিও না। পূর্ব্বে তুমি আমার প্রতি চিন্তাভার অর্পণ করায়, আমি এই বালিকাহৃদয়ে পর্ব্বতের ন্যায় শতশত আসক্তিভার বহন করিয়াছি। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে প্রাণত্যাগ করিতে বল, তাহা হইলে এই নশ্বরজীবন পরিত্যাগ করিয়া, তোমার দৌরাত্ম্য হইতে নিষ্কৃতি পাই। গিরিনিম্নে ও যাতনাস্রোতে সামান্য তৃণ কতক্ষণ অবস্থান করিতে পারে? তোমার দৌরাত্ম্যে আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; যদি তুমিই আবার অনুকম্পা প্রদর্শন কর, তাহা হইলে স্বস্থানে অবস্থিতি করিতে পারে। যদি আমি

সন্তোষভরে অথবা সদুঃখে কালহরণ করি, তাহাতে তোমার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি সামান্য দুঃখজীবিনী; আমার অবস্থানে আর নিরবস্থানে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যদি কোন প্রকারে আমার যৌবন-প্রান্তর নষ্ট হয়, তাহা হইলে তোমার কিছু দুঃখ মাত্র ও উদিত হইবে না। তোমার পক্ষে শত শত যৌবন-প্রান্তর যবোদর তুল্য। তুমি, গোলাপ-কুসুম সদৃশ প্রফুল্লাত্মা সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেও, তোমার পাষাণ-হৃদয় তাহাদের ব্যথায় বিগলিত হয় না।" এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপমান্ বাক্যোচ্চারণ এবং আক্ষেপ বশত, শিরোদেশে বালুকা ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। নরপতি সখী পরম্পরায় আজিজমিসরের প্রতি তাঁহার অনুরক্তভাব স্থির করিয়া, ভাটসকলকে উপঢৌকন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। ঘটকগণ হতাশ হইয়া স্ব স্ব অঙ্গুষ্ঠ দশন দ্বারা ছেদন করিতে করিতে অভিমত প্রদেশে প্রস্থান করিল।

এবম্প্রকারে জেলেখা সুন্দরী মনোমধ্যে প্রেমচিহ্ন অঙ্কিত করায়, দিবাকর সম প্রভাবিশিষ্ট তাঁহার বদনমণ্ডল দিনে দিনে অন্ধকার রজনীর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইতে লাগিল। নরস্বামী মিসর-রাজমন্ত্রীর জন্য তাঁহার চিত্তবৈলক্ষণ্য নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণার্থ চেষ্টিত হইলেন এবং জনৈক বুদ্ধিমান্ ঘটককে আজিজমিসরের উদ্দেশে প্রেরণ করিতে সংকল্প করিলেন। অনন্তর অমাত্যগণমধ্যে এক বিচক্ষণ ও বিবেকশালী ব্যক্তিকে (নানাপ্রকার উপঢৌকন সহ) মিসরনগরে প্রেরণ করিলেন। অমাত্যবর মিসরনগরে উপনীত হইয়া মন্ত্রী-নিকেতনে গমন করিলে, আজিজমিসর সসম্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। তিনিও তাঁহাকে প্রত্যালিঙ্গন করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে উপবেশন করিলেন। অতঃপর পানভোজনাদি সমাপ্তে আজিজমিসর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্! অদ্য কোন্ স্থান হইতে এই দীনালয়ে উপনীত হইয়া, অমাকে চিরকালের জন্য অনুগৃহীত করিলেন?" তাহাতে তিনি কহিতে লাগিলেন, "মন্ত্রীবর! আমাদের রাজ-নন্দিনী অতিশয় রূপ ও গুণশালিনী; তিনি স্বীয় লাবণ্যছটার সমগ্র জগৎকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। চন্দ্রমার দর্পাপেক্ষা তাঁহার সৌন্দর্য্য-দর্প অধিকতর উদ্দীপ্ত থাকায়, পরম মাধুর্য্যাকর মরীচিমালীও তাঁহার

মুখের প্রভায় মলিন হইয়া থাকেন। গোলাপ প্রসূনের বর্ণ কি সুন্দর! কিন্তু, তাঁহার রূপ প্রতিভার নিকট গোলাপ কুসুম বর্ণও পঙ্কিল হয়। তাঁহার লোচন যুগল হাব ভাব ও কটাক্ষ সহকারে উন্মত্ত হইয়া ঊষানিলান্দোলিত ফুল্ল পদ্ম প্রসূন পর্ণোপম ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে। তিনি নানাবিধ বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া সতত অন্তঃপুরে বাস করেন, এজন্য অন্য পুরুষে কোথায় তাঁহার বদনেন্দু দর্শন করিবে? বরং, চন্দ্র সূর্য্যও তাঁহাকে দেখিতে পাননা। চিরুনী ব্যতীত কেহ কখন তদীয় শিরোদেশে হস্তক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে নাই ও তদীয় সুলম্বিত বেণীদ্বয় ভিন্ন কেহ চরণতলে পতিত হইয়া কৃতজ্ঞতা লাভ করিতে পারে নাই। কেবল সেই মরাল-গামিনী প্রাঙ্গণ-ভূমিতে পরিভ্রমণ করিলে, পরিধেয় বস্ত্র তাঁহার পদচুম্বন করে মাত্র। তাঁহার গৃহ-বাহিরে, শতশত প্রেমিকের কাতর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। যাবতীয় মহীপতিগণ তদীয় পাণিগ্রহণাভিলাষে, নিরন্তর তাঁহার পবিত্র সমাজের প্রাঙ্গণভূমিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। রোম ও শামনগরের ভূ-পতিগণ তাঁহার মিলন লালসায় উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু, তিনি রোম ও শাম নগরকে শূন্য বিবেচনা করিয়া, কাহারও প্রতি আশ্বাস প্রদান করিতেছেন না। কেবল মিসরনগরের প্রান্তভাগস্থ নীলসাগরের জন্য, নয়ন-নীল-সাগর হইতে অশ্রু-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতেছেন। জানি না—মিসরনগরের নিমিত্ত কেন এরূপ ব্যগ্রমনা হইয়াছেন। তাঁহার প্রাণ কেবল 'মিসর মিসর' করিয়াই উন্মত্ত হইয়াছে। অতএব, যদি আপনি সেই সুন্দরী-কুমারীর পাণিগ্রহণে সম্মত হন এবং আমাদের আবাস যদি আপনার সম্মানযোগ্য না হয়, তবে সেই মনোহারিণীকে আপনার আলয়ে প্রেরণ করিব।"

আজিজ্‌মিসর এতদূর উৎসাহে এপর্য্যন্ত উৎসাহিত হইলেন যে, যেন তাঁহার অহঙ্কারোষ্ণীষ গগনমার্গে সংলগ্ন হইল। অনন্তর তাঁহাকে বিনীতভাবে কহিতে লাগিলেন—"মহাশয়! আমার এরূপ বিবেচনা হইতেছে যে, যখন আপনাদের নরপতি আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তখন আমার মস্তক আকাশোপরি উন্নত করা উচিত। আমি বিশুষ্ক মৃত্তিকা স্বরূপ; সেই নব-জলধরের কারুণ্য-বারি বর্ষিত হইয়া আমাকে যেরূপ আদরণীয় করিয়াছে, যদিও আমি শতমুখ প্রাপ্ত হই, তথাপি তাঁহার অসীম করুণা-গুণের একাংশ বর্ণনা করিতে সমর্থ হই না। যখন

তিনি আমার প্রতি এবম্বিধ অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহার নিকট গমন করা আমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু, কি করিব, মিসর-ভূ-পাল আমাকে স্বীয় দাসত্বে এরূপ আবদ্ধ করিয়াছেন যে, আমি তাঁহা হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্য দূরীভূত হইলে, তৎক্ষণাৎ নিষ্কোষিত অসিদ্বারা আমার শিরশ্ছেদন করিবেন। অতএব, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। যদি আপনাদের আজ্ঞাপালনার্থ আমাকে অনুমতি প্রদান করেন, তবে দুইশত স্বুবর্ণ-রঞ্জিত নরযান প্রেরণ করিতে পারি। অমরাবতীর অমরগণের ন্যায় পুণ্যাত্মা সহস্রসহস্র কিঙ্করগণ সতত সুসজ্জ হইয়া পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। তাহারা মুখবিকাশ করিয়া হাস্য করিলে, অমৃত বর্ষিত হইয়া থাকে। তাহাদের কটিবন্ধ স্বুবর্ণ-রঞ্জিত এবং রক্তবর্ণের উপলখণ্ড-বিনির্ম্মিত। তাহারা গাত্রাচ্ছাদন পরিধান এবং ঈষদ্বক্র উষ্ণীষ শিরোদেশে রক্ষা করিলে, অনুমিত হইয়া থাকে যেন কোন মন্দিরের উপর অর্দ্ধচন্দ্র উদয় হইতেছে। স্বর্ণালঙ্কার-বিভূষিত অপ্সরারিনিন্দিত, রূপলাবণ্যসম্পন্না কিঙ্করীগণ সর্ব্বদা স্বুবর্ণ-নির্ম্মিত নরযানে আরোহণকরিয়া থাকে। ঐ সকলকে নরপতিগণের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সমভিব্যাহারে, রাজকন্যাকে আনয়ন জন্য প্রেরণ করিব।" আজিজ-মিসরের এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া, সেই কৃতপ্রাজ্ঞ অমাত্যবর তাঁহাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে-মন্ত্রিবর! আমাদের ভূ-পতি যদিও প্রবল প্রতাপ ও প্রভূত দর্পশালী নহেন, তথাপি আপনি যাহা বর্ণন করিলেন, তিনি তদপেক্ষায় কোন অংশে ন্যূন নহেন। কিঙ্কর-কিঙ্করীগণ যে প্রকার তাঁহার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছে, যদি কোন সংখ্যাকারী তাহাদের সংখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তথাপি গণনাদ্বারা সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে-না। তদীয় প্রতাপান্বিত সভামধ্যে যে সভ্যগণ উপবেশন করেন, তাঁহাদের সংখ্যা বৃক্ষ পত্রানুরূপ অগণনীয়। তাঁহাদের হস্তে যে সকল মুক্তামালা বিতরিত হয়, ঐ সকল তটিনীর বালুকাবৎ অগণ্য। কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা মাত্র; আমরা রাজকুমারীকে আপনার নিকট প্রেরণ করিব।" এই বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া, স্বালয়ে আসিয়া উপনীত হইলেন।

অমাত্যবর মিসরনগর হইতে প্রত্যাগত হইলে, জেলেখা তাঁহার নিকট

শুভবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দোন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। ধনরত্ন প্রদায়ক 'হুমা' বিহঙ্গ যেন তাঁহার দিকে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।* নরপতি স্বীয় কন্যার উৎফুল্লান্তঃকরণ নিরীক্ষণ করিয়া, তদীয় বিবাহের যৌতুকস্বরূপ শশিবদনা, দাড়িম্বস্তনা, মৃগলোচনা সহস্র সহস্র কিঙ্করী আনয়ন করিলেন। তাহারা সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার বিশেষত, শ্রুতিমূলে মৌক্তিক রচিত শ্রবণালঙ্কার পরিধান করায়, তাহাদের রূপ প্রভা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র কিঙ্করগণ কটাক্ষ-বাণে কিঙ্করীগণকে বিহ্বলা ও তাহাদের মনোহরণ করিতে লাগিল। তাহারা স্ব স্ব মস্তকে সুশোভিত, মরকত জড়িত উষ্ণীষ ধারণ করায়, ঠিক বোধ হইল যেন তাহাদের কেশোপরি পদ্মপ্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা ধারণ করিয়াছে। তাহারা নীলিমাবর্ণ-রঞ্জিত, সুপরিচ্ছন্ন গাত্রাচ্ছাদন বক্ষপ্রদেশে পরিধান করায়, তাহাদের রূপপ্রভা নীল মেঘমালা নির্গত বিদ্যুৎপ্রতিভাবৎ প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহাদের এবম্প্রকার শোভাসন্দর্শনে, শত শত কুল-কুমারীগণ বিহ্বলা হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র তুরঙ্গম সুচারু কলেবর বিশিষ্ট এবং কুসুমস্বরূপ শোভিত। তাহারা কখন পবনদেবের ও কখন সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় সবেগে পরিভ্রমণ করে, এবং কশাঘাতের ছায়া নিরীক্ষণ করিলে, দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে মানব-নেত্রের অগোচর হইয়া থাকে। তাহারা কাননপর্য্যাটক কুরঙ্গগণের ন্যায় চঞ্চল এবং জলচর পক্ষীর ন্যায় সরোবরসলিলে, সন্তরণ করিতে পারে। কিন্তু, কখন মুখ-রশ্মির বিপথে গমন করিয়া থাকে না। শৈলপ্রস্থের প্রস্তর সকল, তাহাদের পদাঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া সুচত্বারিত হয়। সহস্র-সহস্র উষ্ট্র সোপানাকার ভারবাহী ও বায়ুগামী। তাহারা অনশনাবস্থায় শত শত কানন অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়। নরপতি সেই সকল উষ্ট্রোপরি মণি-মুক্তাদি বিবিধ দ্রব্য স্থাপন করিয়া, রোম ও শামনগরবিনির্ম্মিত পট্টবস্ত্রদ্বারা মনোরম শয্যা নির্ম্মাণ করিলেন। হীরক ও রক্তপ্রস্তরাদিতে দুইশত সিন্দুক এবং চন্দন ও তাতার কস্তুরীতে শত শত তর্ব্বল পূর্ণ করি-

---

* 'হুমা' একপ্রকার পক্ষী, ইহার ছায়ায় মনুষ্য সম্পদ ও ধনশালী হইয়া থাকে।

লেন। অনন্তর যেস্থানে যৌতুক-দ্রব্য সমূহ একত্র করিলেন, সেই স্থান কস্তুরী সুরভি পূরিত চীন ও তাতার প্রান্তরবৎ সুগন্ধি পূরিত হইল।

তদনন্তর নরপতি স্বীয় তনয়ার নিমিত্ত চন্দন কাষ্ঠবিনির্ম্মিত এক মনোহর যান আনয়ন করিলেন। সেই সুরঞ্জিত যানের স্তম্ভ সকল সুধাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন। উহাতে মণি-মুক্তা গ্রথিত থাকায় তারকা-বেষ্টিত গগনমণ্ডলের ন্যায় অনুমিত হইল এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে মুক্তা-ঝালর প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নরনাথ স্বীয় আত্মজাকে তন্মধ্যে উপবেশন করাইয়া, সেই সজ্জীভূত যান ঘোটকপৃষ্ঠে আরোহিত করিয়া এবং পূর্ব্ববর্ণিত ধাত্রীকে তৎসমভিব্যাহারে দিয়া, তাঁহাকে মিসর-গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনন্তর উষ্ট্র-অশ্ব ও কিঙ্কর-কিঙ্করীগণ একত্র হইয়া, প্রীতি প্রফুল্ল মনে মিসরনগরে গমন করিতে লাগিল। পথিমধ্যে তাহারা যেস্থানে আশ্রয়-গ্রহণ করিতে লাগিল, সেই স্থান অমরাবতীরূপে শোভিত হইতে লাগিল। কিঙ্করীগণস্ব স্ব বেণীশোভায় কিঙ্করগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নরযান মধ্যে উপবিষ্ট হইল এবং কিঙ্করগণও কটাক্ষবাণে তাহাদিগকে জর্জ্জরীভূত করিল। এই সময়ে রাজকুমারী জেলেখা স্বীয় অদৃষ্টকে প্রসন্ন মনে করিয়া, যাহাতে অবিলম্বে মিসরনগরের পথ অতিক্রান্ত হইয়া তাঁহার দুঃখ-যামিনীর অবসান হয়, নিরন্তর সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে রাজনন্দিনী দিন যামিনী পথগামিনী হইয়া, মিসরনগরের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। অতঃপর তথা হইতে জনৈক পত্রবাহক, আজিজ মিসরকে সংবাদ জ্ঞাপনার্থ প্রেরণ করিলেন।

এদিকে আজিজ মিসর পত্রবাহক-প্রমুখাৎ এই শুভসংবাদ শ্রবণ করিয়া, মহানন্দে উল্লাসিত হইয়া সমগ্র জগৎকে আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী জ্ঞান করিলেন। অনন্তর তাঁহার প্রণয়িনীকে আনয়নার্থ প্রত্যুদ্গমন করিবার জন্য, মিসরনগরের সর্ব্বস্থানে আদেশ প্রচার করিলেন। তচ্ছ্রবণে গোলাপ-কুসুম-গণ্ডবিশিষ্ট লক্ষ লক্ষ কিঙ্করগণ মণি-মুক্তা-খচিত আভরণে সুসজ্জ হইয়া অগ্রসর হইল। তাহারা সুবর্ণ-রঞ্জিত, স্নিগ্ধোজ্জ্বলপ্রকটিত মনোরম উষ্ণীষ স্ব-স্ব মস্তকে ধারণ করায়, অনুমিত হইল যেন কোন মন্দির হইতে হেমকলস উত্থিত হইতেছে। সপ্তবর্ণ গাত্রাচ্ছাদন ও নানালঙ্কার-বিভূষিত, পরমাসুন্দরী-কিঙ্করী-গণ কাঞ্চনগঠিত হর্ম্ম্যমধ্যে আরোহণ করিল। গায়িকাগণ কোকিল কণ্ঠ নিঃসৃত

মধুরস্বরে সঙ্গীত সম্পন্ন ও স্থযন্ত্রিগণ সারীন্দায় করাঙ্গুলি প্রদান করিয়া মনোহর বাদ্য উৎপন্ন করিতে লাগিল। এতৎসমভিব্যাহারে আজিজ্ মিসর দুই তিনদিবসের পথ অগ্রগামী হইয়া রাত্রে সেই শশাঙ্কবদনা মৃগনয়না রাজতনয়ার সৈন্য সমীপবর্ত্তী হইলেন। তখন সহস্র-সহস্র দীপমালা তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হইল। প্রিয় পাঠক! যদি তুমি স্বচক্ষে সেই স্থান অবলোকন করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে যে, তথায় নভোমণ্ডল হইতে নক্ষত্রসকল ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়াছে। অনন্তর আজিজ্-মিসর তন্মধ্যে একটি পরমশোভিত হর্ম্ম্য সৈন্যগণদ্বারা বূহাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে দেখিতে পাইলেন। তিনি তদ্দর্শনে প্রাতঃকালোদিত অরুণ-সদৃশ সহাস্যে তুরঙ্গম হইতে অবতরণ করিয়া, ধীরে ধীরে সেইদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তখন প্রহরী ও সৈন্যগণ সবেগে ধাবমান হইয়া, তৎসকাশে ভূমিচুম্বন করিতে লাগিল। আজিজ্ মিসরও সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া, হাস্যাধরে বিনোদিনীর সাগত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তদনন্তর প্রফুল্লমনে নানা-বিধ বহুমূল্য দ্রব্য ও হার, বলয়, কুণ্ডলাদি জেলেখার উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত উপঢৌকন এবং প্রহরিগণকে বহুসংখ্যক ধনরত্ন দান করিলেন। তাহাতে যাবতীয় কিঙ্কর-কিঙ্করীগণ নিরতিশয় উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার অসংখ্য ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

কালের কি বিচিত্র লীলা! যদ্দ্বারা মানবগণ স্ব-ভাবে রূপান্তরিত হইয়া, নানাপ্রকার কষ্টভোগ করে। কাল প্রভাবে কোন ব্যক্তি সহজে মনোরথ পূর্ণ করে এবং কাহাকেও বা হতাশ হইয়া চিরকাল অবস্থান করিতে হয়। কখন কাহারওকামনা-ফল দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দর্শন করায় এবং আবার কখন তদ্বিষয়ে জলাঞ্জলি প্রদান করাইতে অভিলাষী হইয়া থাকে। এদিকে আজিজ্ মিসর জেলেখার হর্ম্ম্য সমীপে আগমন করিলে, জেলেখা তাঁহাকে দর্শন জন্য একবারে অধীরা হইয়া উঠিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারিণী ধাত্রীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "জননি! যেমন যাবৎ তৃষিতব্যক্তির অন্তর মধ্যে সলিল প্রবিষ্ট না হয়, তাবৎ তাহার জীবাত্মা পিপাসানলে দগ্ধ হইয়া থাকে, তেমনি যৎকালে কোন প্রণয়ীজন প্রেমিকা-সমীপে আগমন করেন, তৎকালে সেই প্রাণবল্লভকে দর্শন জন্যও সেইরূপ মনোবৈকুল্য উপস্থিত হইয়া থাকে। মাতঃ! তুমি আমার মনঃকষ্ট নিবারণ জন্য, যে প্রকার পরিশ্রম সহকারে, এই নির্জ্জীবী-

রোগীকে পুনর্জ্জীবিত করিলে, তাহা বর্ণনাতীত। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমি যাহাতে আমার জীবন-সর্ব্বস্বকে একবার নিরীক্ষণ করিতে পারি, তদ্রূপ উপায় অবলম্বন কর।” ধাত্রী পালিত কন্যার উন্মনা ভাব দর্শন করিয়া, তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য নিবারণার্থ চেষ্টিত হইল এবং বস্ত্র-নির্ম্মিত হর্ম্ম্য মধ্যে সূচের অগ্রভাগরূপ একটি সামান্য ছিদ্র করিল। রাজবালা সেই ছিদ্রে নয়ন প্রবেশ করিয়াই একবারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন এবং কহিতেলাগিলেন, “কি আশ্চর্য্য! আমার গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য সমাধা হইতে না হইতেই, ভিত্তি সকল ভূতলশায়িনী হইল! হা-কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! আমি স্বপ্নযোগে যাঁহাকে দর্শন করিয়া, ক্লেশ ও পরিশ্রম সহ্য করিলাম, তিনি এই ব্যক্তি নহেন! ওঃ! যিনি আমার ধীরাবুদ্ধি হরণ করিয়া জীবনবল্লা আপনারদিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি নহেন! অহো! যিনি আমাকে স্বীয় বাসভবন পরিজ্ঞাত করিয়া অচেতনা হইতে চেতনা প্রদান করিয়াছিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি নহেন! হায়! আমার অদৃষ্ট শুভ না হইয়া, দ্বিগুণ কঠোর তাপে তাপিত হইল! আমার উদিত নক্ষত্র অস্তমিত হইল! আমি কোমল খোরমাশাখী রোপণ করিলাম, তাহা হইতে কণ্টকীবৃক্ষ উৎপন্ন হইল। সহকারাঙ্কুর রোপণ করিলাম, তাহা হইতে বিষ-বৃক্ষ সমুৎপন্ন হইল। আমি গুপ্তধন পাইবার জন্য সাতিশয় যাতনাসহিষ্ণু হইয়াছিলাম, পরিশেষে আমার ধনাগার ভুজঙ্গম-কবলিত হইল। আমি পুষ্পাঘ্রাণ লইবার জন্য কুঞ্জবন মধ্যে আগমন করিলাম, তদ্বিপরীতে আমার পদতলে কণ্টকীকণা বিদ্ধ হইল। আঃ! আমি উত্তপ্ত বালুকা রাশি মধ্যে পতিত হইয়া অতিপিপাসায় জলহীনা মৎস্যীর ন্যায় লম্ফ ঝম্প প্রদান করিতে ছিলাম; শুষ্ককণ্ঠা চাতকীর ন্যায় চতুর্দ্দিকে বারি অন্বেষণ করিতেছিলাম; এমন সময়ে অতিদূরে যেন নির্ম্মল সলিল পূর্ণ এক মনোহর সরোবর দেখিতে পাইলাম। যদিও তৃষ্ণায় আমার কণ্ঠ শুষ্ক ও চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছিল, তথাপি জলপান করিব এই আশায় সেইদ্দিকে অতিবেগে ধাবমানা হইলাম। পদে পদে পদস্খলন হইতে লাগিল, তথাপি গতির প্রতি কোন ব্যাঘাত জন্মিলনা। কিন্তু, নিকটে গিয়া দেখিলাম, উহা সরোবর নয়, বিস্তৃত লবণাক্ত ভূ-খণ্ড; তদুপরি দিবাকর-কর পতিত হওয়ায় দূর হইতে সরোবর বলিয়া বোধ হইতে ছিল। আমি পথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক মহান্

অরণ্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। কোন্ দিকে গমন করি, তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া সেই বন মধ্যে ইতস্তত, ভ্রমণ করিতেছিলাম। এমন সময়ে অতিদূরে একজন মনুষ্য রহিয়াছে বোধ হওয়ায়, আমি সেইদিক্ লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলাম; নিকটে গিয়া দেখিলাম, সে মনুষ্য নয়, শোণিতপায়ী শার্দ্দূল। আমি যেন তরণী আরোহণ করিয়া জল পথে বাণিজ্যার্থ অভিমত দেশে গমন করিতেছিলাম; পথিমধ্যে বেগবতী স্রোতস্বতী তরঙ্গ বলে তরী ভগ্ন হইয়া খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইল। তখন আমার জীবন রক্ষার কোন উপায় রহিলনা। অকূলপাথারে ভাসমানা হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এমন সময়ে দেখিলাম একটি ক্ষুদ্রতরণী তরঙ্গ হিল্লোলে আমার দিকে আসিতেছে। সে সময়ে যদিও আমি জীবনে হতাশ হইয়াছিলাম, তথাপি পুনরাশ্বাসিতা হইলাম। কিন্তু, নিকটে আসায় দেখিলাম, তাহা তরণী নয়, বৃহদাকার হাঙ্গর।

এই সমগ্র ধরণীতে কেহ আমার ন্যায় হৃতসর্ব্বস্ব হয় নাই। অদ্য এই চঞ্চলপ্রকৃতি কুল-কুমারীর সকল আশাই নিষ্ফল হইল। এক্ষণে আমার হস্তে জীবন না—জীবিতেশ্বর! উভয়েই আমা হইতে তিরোহিত হওয়ায়, আমার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইল। আমি তজ্জন্যই কপোলদেশে চপেটাঘাত করিতেছি। হে-গগনমণ্ডল! আমি তোমাকে জগদীশ্বরের শপথ দিতেছি; তুমি করুণা-পরতন্ত্র হইয়া আমার নিমিত্ত অনুগ্রহদ্বার উদ্ঘাটিত কর। যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার সহিত প্রাণেশ্বরের দর্শন না করাও, তাহা-হইলে আমি দ্বিতীয় কাহারও প্রণয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইব না। তুমি অনাচারী হইয়া, আমার পবিত্র বক্ষ অপর কাহারও হস্তে অর্পণ করিও না। আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, স্বীয় সতীত্ব সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিব; দেখিও যেন তদ্বিপরীতে এই হস্তপদ শূন্য, যাতনাসহিষ্ণু, নির্দ্দোষী-জীবের ধনাগার দস্যু হস্তে সমর্পণ করিওনা।" এইরূপ ও অন্যরূপ কত শত বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং নেত্রযুগল হইতে অবিরলধারায় অশ্রুজল বিনির্গত হইতে লাগিল।

এই সময়ে জগদীশ্বর তাঁহার প্রতি অনুকূল হইয়া, আকাশবাণীতে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আশা প্রদান করিয়া, আজিজ্ মিসরকে পাণিদান করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন রোরুদ্যমানা, ধূলিধূসরিতা জেলেখা বসনাঞ্চলে

নেত্রজল মোচন পূর্ব্বক আশ্বাসিত এবং বিলাপ হইতে বিরত হইয়া তৎস্থানে প্রণিপাত করিলেন।

অনন্তর উষাকালে বিভাবসু আপন লোহিত কিরণ পূর্ব্বগগনে বিস্তার করিলে, চন্দ্র ও নক্ষত্র শোভিত ময়ূরপুচ্ছবৎ অভ্রমণ্ডল তুতিপক্ষীর পক্ষরূপ পরিষ্কার নীলবর্ণে পরিণত হইল। তখন কোকিলের কুহুরবে, অন্য পক্ষীর কলরবে এবং ভ্রমরের গুনগুন্ রবে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইল। এই সময়ে আজিজ মিসর রাজ-দর্পে সমাগত হইয়া, চন্দ্রাননাকে হর্ম্ম্য হইতে শিবিকামধ্যে আরোহণ করাইলেন এবং সৈন্যগণকে বাম-দক্ষিণে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গমন করিতে অনুজ্ঞাপ্রদান করিলেন। পরম সুন্দর যুবকগণ স্বস্ব স্কন্ধে, সুবর্ণ-নির্ম্মিত শিবিকাযান ধারণ করায়, তাহাদের পদতলে স্বর্ণ-প্রতিবিম্ব পতিত হইল। সেই দিকে দৃকপাত করিলে, সহসা অনুমিত হয় যেন সকলের মস্তকোপরি শাখা বিস্তার করিয়া স্বর্ণবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রতিবিম্ব-দিকে নয়নক্ষেপ করিলে, নয়নে জ্যোতিশ্ছায়া পড়িয়া থাকে। সুযন্ত্রিগণ স্ব-স্ব বাদ্য ও উষ্ট্রপালক 'হুদি' বাদ্য আরম্ভ করায় বোধ হইল যেন বাদ্যধ্বনিতে প্রান্তর-প্রাঙ্গণের একাংশ উত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে উড়িয়া গেল। তখন সমস্ত প্রান্তর উষ্ট্র ও অশ্বময়, রাজপথ সৈন্যময়, দিগ্বলয় লোকারণ্যময় ও সমীরণ সুগন্ধময় হইল। অশ্বের খুর বালেন্দুবৎ সুবঙ্কিম ও উষ্ট্রের পদতল পূর্ণচন্দ্র সদৃশ গোলাকার; এজন্য তাহাদের পদচিহ্নে প্রান্তর দ্বিতীয়া ও পূর্ণচন্দ্রমার শোভায় পরিশোভিত হইল। অশ্বের পদাঘাতে ভ্রমণ-প্রান্তর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যেন উষ্ট্র-পদত্বক আহতস্থানে ঔষধস্বরূপে ধারণ করিতে লাগিল এবং হ্রেষারবে চতুর্দ্দিক্ কোলাহলময় হইয়া উঠিল। অপ্সরাসদৃশী জেলেখা, দৈত্যরূপ দুঃখ হইতে উদ্ধার হইলেন দেখিয়া, জেলেখার সখীগণ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। ঈদৃশী সুলক্ষণা ললনা আজিজ্‌কে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করায়, তদীয় অন্তঃপুরচারিণীগণ আনন্দিত হইল।

কিন্তু, জেলেখা শিবিকারোহণে অন্তরীক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া নানাপ্রকার পরিতাপ পূর্ব্বক কহিতেলাগিলেন, "হে-অম্বর! তুমি আমাকে কিপ্রকারে রক্ষা করিতেছ? এবং কেনইবা আমার মনঃস্থৈর্য্য হরণ করিয়া আমাকে নির্য্যাতন করিতেছ? জানি না—আমি তোমার বিরুদ্ধে কি কার্য্য—সাধন

করিয়াছি যে, তজ্জন্য তুমি মৎপ্রতি দুঃখভার অর্পণ করিতেছ। প্রথমত, স্বপ্নযোগে আমার মনোহরণ করিয়া জাগ্রদবস্থায় আমাকে নানাপ্রকার কষ্টভোগ করাইলে! কখন পাগলিনী অবস্থায় আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিলে এবং কখন বিবেচনাশক্তি পুনঃপ্রদান করিয়া বন্ধনোন্মুক্ত করিলে। যদি আমি তোমার আদেশ অবমাননা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সম্পূর্ণ গর্হিতাচরণ করিয়াছি। একে আমার বলবতী স্পৃহা ফলবতী না হইবারই চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, তুমি আবার তাহা গাঢ়রূপে খোদিত করিলে। যদি আমি প্রাণত্যাগ করিলেই তোমাদ্বারা আশাবৃক্ষের ফল চয়ন করিতে পারি, তবে আমি প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিতেছি যে, এইক্ষণেই এই নশ্বর জীবন পরিত্যাগ করিব। আমার মনোবাসনা পশ্চাৎ সফল হইবে বলিয়া (দৈববাণীতে) যে, অঙ্গীকার করিয়াছ, আমি তাহারই উপর নির্ভর করিয়া জীবন সার্থক জ্ঞান করিতেছি। আবার আমার অদৃষ্টে যে, কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? এক্ষণে আর আমার ভ্রমণপথে (আমাকে যাতনা দিবার জন্য) কণ্টকীবৃক্ষ রোপণ করিও-না। আমার ধৈর্য্য-পাত্রে প্রস্তরক্ষেপ করিও না;" এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে রক্ষকগণ "এই মিসরনগর, এই নীলসাগর" বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। তথায় সহস্র সহস্র সৈন্যশ্রেণী দণ্ডায়মান হইয়া, আজিজ্‌মিসরের আদেশক্রমে সেই সজ্জীভূত শিবিকোপরি প্রবাল, মুক্তা ও মরকতমণি বর্ষণ করিতেলাগিল। মণি-মুক্তা বর্ষণকারিগণ বহুসংখ্যক ধনরত্ন বর্ষণ করায় আকাশমণ্ডল হইতে নক্ষত্রধারা বর্ষিত হইতেছে বলিয়া বোধহইল। অতঃপর তাহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নীলসাগরমধ্যে অবতীর্ণ হওয়ায়, নীলসাগর মুক্তাময় শুক্তি ও রাজসভা রূপে শোভিত হইল। এইরূপে সকলে, মহাসমারোহে সেই অতুলৈশ্বর্য্যশালী আজিজ্‌মিসরের অন্তঃপুরে উপনীত হইলেন। সেই অন্তঃপুরের সৌন্দর্য্য-শোভা অনির্ব্বচনীয়। সেই গৃহ বহুমূল্য প্রস্তর এবং রক্তবর্ণের উপলখণ্ডে খচিত। বস্তুত, উহার সৌন্দর্য্যশোভা পারিজাত শোভিত, অমরাবতী অপেক্ষায় কোন অংশে ন্যূন নহে। সেই গৃহের প্রাঙ্গণভূমিতে রক্তপ্রস্তর ও মাণিক্যাদি খচিত থাকায়, বোধ হইয়া থাকে যেন চন্দ্র-সূর্য্য ইষ্টক রূপ ধারণ করিয়া ভূমিতলে খচিত হইয়াছেন। অনন্তর সখীগণ সেই সমুজ্জ্বল গৃহমধ্যে

এক সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনোহরপর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়া, তদুপরি মুক্তা ও প্রবালাদি বর্ষণ-পূর্ব্বক অপ্সরানুরূপা, পীনোন্নতা-পয়োধরা, সুকুমারী রাজকুমারীকে তথায় উপবেশন করাইল। আজিজ্‌মিসর যথানিয়মে মহাসমারোহে জেলেখাকে বিবাহ করিলেন। কিন্তু, জেলেখা তখনও স্বীয় মনঃচোরকে প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই, তজ্জন্য, সেই সুবর্ণনির্ম্মিত মনোরম পর্য্যঙ্ক তাঁহাকে অগ্নিশিখা বলিয়া বোধ হইতেলাগিল। পুরজনেরা তদীয় মস্তকে মরকতখচিত সুবর্ণনির্ম্মিত মনোরম কিরীট রক্ষা করিয়া, তাঁহার শোভাতিশয় বিধান করিল; কিন্তু, সেই মনোহর উষ্ণীষ তাঁহাকে পর্ব্বতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। এরূপ প্রভিভা-পূর্ণ উষ্ণীষ দর্শন করিলে, সুধাকর-করও মলিন হইয়া থাকে; কিন্তু, তিনি সে উষ্ণীষেও সন্তুষ্ট না হইয়া মুক্তার ন্যায় নয়নবারি বিসর্জ্জন করিতেলাগিলেন। কারণ, জীবাত্মা কোন প্রণয়ীজনের মিলনসুখে পরিতৃপ্তহইলে, অপর ব্যক্তি-দ্বারা কি কৃতকার্য্য হইতে পারে? পিপাসাতুর ব্যক্তিকে সলিল বিনিময়ে শর্করা প্রদান করিলে, কি তাহার তৃষিত হৃদয় স্নিগ্ধ হইতে পারে? যেমন— সূর্য্যোদয়ে দীপ-প্রভার প্রভা থাকেনা; তথাপি পতঙ্গ কখন প্রভাকরের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণমান হয়না। মধুকরগণ নবস্ফুট-কুসুম-সুধা পান করে; কিন্তু, গৃহ মধ্যে অপরিমিত পুষ্পরাশি স্তূপাকারে, স্তবকাকারে বা মালাকারে সজ্জিত করিয়া রাখিলেও, তাহারা তাহাদের দিকে লক্ষ্য করেনা; কিম্বা, সুধাপানাশয়ে তাহাদের উপর উপবেশন করেনা। অরুণ প্রভাপেক্ষা শশধর-প্রভা মলিনা হইলেও, কুমুদিনী কখন দিবাভাগে বিকশিত হয় না। অতএব, প্রেমে অনুরূপ পাত্র এবং রূপ, যৌবন, সুখৈশ্বর্য্য প্রভৃতির কিছুমাত্র আবশ্যকতা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে যাহার প্রতি অনুরক্ত, সে তাহারই অন্বেষণ করে।

এদিকে বৈবাহিক নিয়মাদি সমাপনান্তে আজিজ্‌মিসর নবপরিণীতা ভার্য্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলে, পৌরাঙ্গনারা নব দম্পতির রূপের শোভা দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু, যেমন শশিকলা সমীপে নক্ষত্র প্রভা শোভা পায়না, তেমনি জেলেখার সৌন্দর্য্য-প্রভা-প্রাচুর্য্যে আজিজ্‌মিসরের অঙ্গদীপ্তিও শোভা পাইল না। কন্যার পিতৃপ্রদত্ত বসন ও রত্নাভরণ পারিপাট্যে বর গৃহ আলোকিত হইল এবং সসাগরা ধরণীশ্বরী সম্রাজ্ঞী সমীপে কোন ইতর লোক থাকিলে, যেরূপ

সহজেই তাহাকে কিঙ্কর বলিয়া বোধ হয়, জেলেখা পার্শ্ববর্ত্তী আজিজ্‌মিসরকে দেখিয়াও সেইরূপ অনুমিত হইল।

এদিকে জেলেখার রূপ প্রশংসা সমস্ত নগরে প্রচারিত হইলে, বিবাহের পরদিন প্রাতঃকালে তন্নগরস্থ সম্ভ্রান্ত-জন-গণ পৌরাঙ্গনারা পরস্পর মিলিত হইয়া মন্ত্রি-পত্নীর সহিত সম্ভাষণ জন্য আগমন করিলেন। তেজস্বিনী বুদ্ধি সম্পন্না নৃপতি তনয়া তখন আপন মনোভাব গোপন করিয়া, হাস্যাধরে অভ্যাগত কুলকুমারীগণের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তদীয় কণ্ঠ নিঃসৃত মধুরতাময় বাক্যালাপে তাঁহারা নিরতিশয় আনন্দানুভব করিলেন। কিন্তু, মন্ত্রি-পত্নী যদিও প্রকাশ্যে তাঁহাদের সহিত রসালাপ করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহার অন্তরিন্দ্রিয় সেই স্বপ্ন-প্রাপ্ত মহামহিম সৌন্দর্য্যশালী যুবকের ধ্যানে মুগ্ধ হইয়া রহিল। এইরূপ অবস্থায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইল।

তদনন্তর কস্তুরী রূপিণী, ঘোর তমস্বিনী শ্যামল বদন উন্মুক্ত করিলে, নিশানাথ উহার শোভা সন্দর্শনে অধীর হইয়া গগন পটে সমুদিত হইলে, উভয়ের এরূপ মিলন-শোভা দর্শন করিয়া অনন্ত-মণ্ডল নক্ষত্র রূপ দশন-প্রভা বিস্তার পূর্ব্বক আনন্দ হাস্য আরম্ভ করিলে, রাজনন্দিনী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় ধ্যান যোগে অভিভূত হইলেন এবং স্বীয় প্রাণবল্লভকে যেন নয়নাগ্রে দর্শন করিতে লাগিলেন। তখন অবনত বদনে উপবিষ্টা হইয়া রোদনারম্ভ করিলেন। কিন্তু, সুন্দরীগণের রোদন ও শ্রবণ-কুহরে অমৃত বর্ষণ করে। বোধ হইল যেন বীণাধ্বনি সমুৎপন্ন হইতেছে এবং সেই ধ্বনি নৈশ সমীরে মিলিত হইয়া দিগ্দিগন্তে উড়িয়া যাইতেছে। জেলেখা এইরূপে রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, "হে জীবিতেশ্বর! তুমি আমার নিকট আজিজ্‌ মিসর নাম—মিসর নগর ধাম বলিয়া পরিচয় দিয়াছ, অতএব, আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, বিশ্বনির্ম্মাতা অচিরে তোমার কথার যথার্থতা প্রতিপন্ন করুন। এক্ষণে আমি তোমার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া এই মিসরনগরে দীনাবস্থায় অবস্থান করিতেছি। জানিনা—কতদিন তোমার বিরহ-দীপ হৃদয়-কুটীরে প্রজ্জ্বলিত থাকিবে এবং কত কালই বা আমাকে দগ্ধ হইতে হইবে। হে জীবন সর্ব্বস্ব! আমার হৃদয় উদ্যান স্বরূপ এবং তুমি ঐ উপবন শোভাকারী পুষ্প স্বরূপ। উপবনে পুষ্প বিকাশমান না

হইলে, কেহ শূন্য উদ্যানের শোভা দেখিতে ইচ্ছা করে না। আমি তোমার আশা হইতে একবারে বঞ্চিত হইয়াছিলাম; কিন্তু, দৈববাণীতে পুনরাশ্বাসিতা হইয়াছি। সেই আশায় প্রাণ-পাখী এখনও দেহ ত্যাগ করে নাই; তোমার দর্শনাভিলাষে দেহ-পিঞ্জরে অবস্থিতি করিতেছে। আমি এক মাত্র তোমার দর্শনাভিলাষিণী, যখন তুমি আমার নয়নরূপ নীলাকাশে শশধর বৎ সমুদিত হইবে, তখন তোমাকে একবার দর্শন করিয়াই এই অকিঞ্চিৎকর সংসার মণ্ডল তুচ্ছজ্ঞান করিব। যৎকালে তুমি প্রাণ বায়ুর ন্যায় আমার দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইবে, তৎকালে আমার জীবনের সার্থকতা সম্পন্ন হইবে। যেহেতু, তুমিই এই সংসার মধ্যে আমার মূল আশা; যখন আমি তোমাকে প্রাপ্ত হইব, তখন আমার জীবন নব-জীবনে পরিণত হইবে। ক্রমে উষাকাল সমাগত হইলে, প্রভাতানিল মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিলে, তাঁহার সহিত এই ভাবে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন, "হে পবনদেব! তুমি মৃগনাভি ও কুসুম-সৌরভ-ভার গ্রহণ করিয়া, চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া দিগ্বলয় সুগন্ধিযুক্ত কর। প্রিয়জন সমীপে আমার দুরবস্থার সংবাদ দিয়া মনঃচাঞ্চল্য নিবারণ কর। প্রিয়-বান্ধবের প্রণয়-পত্রিকা আনয়ন করিয়া, এই দুঃখ-পরতন্ত্রার মনোদুঃখ মোচন কর। এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে কোন্ রমণী আমার ন্যায় শোকাকুলা হইয়াছেন এবং নয়ন-নীরে ভাসমানা হইতেছেন? আমার মন সাতিশয় পীড়াগ্রস্ত হইয়াছে; অতএব, তুমি করুণা প্রকাশ করিয়া শান্তি প্রদান কর। আমি অতিশয় ভারবাহিনী হইয়াছি; অতএব, তুমি যৎসামান্য গ্রহণ করিয়া আমার ভারের লাঘব কর। এই অখিল অবনীর সকল স্থানেই তোমার গমন করিবার ক্ষমতা আছে; অতএব, যে স্থানে হৃদয় স্বামীর সাক্ষাৎ পাইবে, সে স্থান হইতেই তাঁহার কথা আনয়ন করিও। যদি কোন অর্গলাবদ্ধ গৃহ মধ্যে অবস্থান করেন, তবে নিজবলে অর্গল ভগ্ন করিয়া দ্বারোন্মোচন পূর্ব্বক তাঁহার সন্দেশ আনয়ন করিও। মহীমণ্ডলস্থ সকল স্থানে ও নৃপতিগণের সিংহাসনে তাঁহার সন্ধান করিও। কিম্বা, অনুগ্রহ সহকারে তাতার প্রান্তরে গমন করিয়া, সেই জীবিতেশ্বরের মুখ কমলের সৌরভ আনয়ন পূর্ব্বক এই অনঙ্গবিলাসিনীর কলুষিত হৃদয় সুরভিযুক্ত কর'। হে উষানিল! শুনিতেছি চীননগরের চিত্র লেখকগণ সংসারস্থ উৎকৃষ্ট সুন্দর-সুন্দরীগণের প্রতিমূর্ত্তি চীন প্রতিমাগারে

চিত্রিত করেন। মদীয় হৃদয়বল্লভ অথবা তদীয় অতুল সৌন্দর্য্যের প্রতিভাও তথায় চিত্রিত থাকা অসম্ভব নহে। অতএব, করুণা প্রকাশ করিয়া, সেই হৃদয় নিধির অঙ্গ সৌষ্ঠব-প্রতিমূর্ত্তি যাহা এই দগ্ধ হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক চীন প্রতিমাগারে গমন কর'। এই হতভাগিনীর হৃদয়াঙ্কিত প্রতিমূর্ত্তির সহিত কাহারও সমতুলতা দেখিলে, তাঁহাকে আমার বিষয় নিবেদন করিও। কোন প্রতিমূর্ত্তির সহিত সামঞ্জস্য হইলে, কাহার চিত্র এবং তাঁহার নিবাস কোথায়, এই সকল বিষয় চিত্রকরগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া বিস্তারিত সংবাদ আনয়ন করিও। প্রাণেশ্বর অতি সুচারুগামী বলিয়া, মরালগণকে গমন শিক্ষাপ্রদানচ্ছলে, যদি মরালকুলে পরিবৃত হইয়া থাকেন, তাহাহইলে তাঁহাকে আমার কথা স্মরণ করাইও। তিনি বণিকগণ সহ মিলিত হইয়া থাকিলে, বণিকগণ সহ তাঁহার বার্ত্তা মৎ সকাশে আনয়ন করিও। অতঃপর আমি সেই প্রাণেশ্বরের কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার সৌন্দর্য্যোদ্যান হইতে কামনা কুসুম চয়ন করিব।"

তৎপর অংশুমালীর উদয়ে তাঁহার কিরণ প্রতিভা তরুশৃঙ্গস্থ শ্যামল পত্রাবলীর উপরে স্বর্ণ রশ্মিবৎ প্রতিভাত হইলে, গৃহ-শিখর কাঞ্চন কান্তি ধারণ করিলে, প্রভাতে নিদ্রা ভাল নয় বলিয়া সুষুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরিত করিবার জন্য (সূর্য্য রশ্মি) বাতায়ন দ্বার দিয়া কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলে, ক্রমে দিঙ্মণ্ডল আলোকময় হইলে, জেলেখা ও সঙ্গিনীগণ বেষ্টিত হইয়া স্বীয় প্রেম-মহিমাপূরিত তরুণ অরুণানন প্রতিভায় গৃহ-কক্ষ সমুজ্জ্বল করিলেন। সখীগণ তৎসকাশে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মানা হইল এবং তাঁহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতে লাগিল। নগরের ভদ্র কন্যারা জেলেখার সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, সেই পবিত্রাত্মা, বিমল হৃদয়া রাজতনয়ার সহিত সাংসারিক সুখোৎপাদনে নিবিষ্টা হইলেন। জেলেখা প্রতিনিয়ত এই অবস্থায় যাপন করিয়া বৎসর মাসাদি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

জেলেখা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

ঈশ্বর-প্রেরিত পবিত্র কোরান ও পূর্ব্বাপর ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিয়া জানিতে পারাযায় যে, পূর্ব্বে জগদীশ্বর ব্যতীত এই জগন্মণ্ডল, গগন-মণ্ডল ও সমস্ত বস্তু জীবাদির অস্তিত্ব-বিলুপ্ত ছিল। অনন্তর যখন করুণাময় সর্ব্ব-বিধাতা স্বীয় কৌশল বিস্তার করিতে অভিলাষী হইলেন, তখন স্বীয় জ্যোতিশ্ছায়া প্রভাবে আকাশোপরি মনুষ্য এবং অন্যান্য জীবজন্তু সকলের জীবাত্মা গঠিত করিলেন। তথায় মানবগণকে শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান করিয়া, মনুষ্য-পিতা আদমকে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।* আদম তদনুসারে মনুষ্য দলে দৃষ্টিপাত করিলে, ঐ দল মধ্যে জনৈক যাজককুমার নক্ষত্ররাজি-বিরাজিত শশধরের ন্যায় তাঁহার নয়ন-পথে নিপতিত হইলেন। আদম তদ্দর্শনে একবারে আশ্চর্য্য হইয়া, ক্ষণকাল নিস্পন্দ-ভাবে সেই দিকে দৃক্‌পাত করিয়া রহিলেন এবং সেই অনুপম যুবকের বিষয় জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল-বশীভূত হইয়া জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে-জগজ্জীবন্! এই পরমসুন্দর যুবাপুরুষ কাহার তনয় রূপে ধরণীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন? কাহার দর্শনেন্দ্রিয় ইহার মাধুরী-প্রভায় পরিতৃপ্ত হইবে? কি প্রকারেই বা ইহার প্রতি এরূপ সৌন্দর্য্য প্রদত্ত হইল?" তখন সেই নিরাকার জগদীশ্বর, "ইনি তোমার বংশ-সম্ভূত ইয়াকুবের পুত্র হইবেন;

---

* অগ্রে ধর্ম্মযাজকগণকে, তৎপশ্চাৎ সন্ন্যাসিগণকে, পরে যাঁহারা ধরাতলে নরপতিরূপে গণ্য হইবেন তাঁহাদিগকে এবং তদনন্তর আর আর সমুদয় ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান করিলেন।

ইহার নাম ইউসফ্ হইবে। আমি ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সমুদায় রূপ-লাবণ্যকে ষষ্টাংশে বিভক্ত করিয়া ইহাকেই চারি অংশ এবং অপরাপর সুন্দর-সুন্দরী, অপ্সর-অপ্সরী, কিন্নর-কিন্নরী, চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্রাদিকে অপর দুই অংশ দান করিয়াছি। আকাশমণ্ডল ও ধরণীমণ্ডলের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু জীবাদি জন্ম গ্রহণ করিবে, ইউসফ্ রূপের তুলনায় সকলের শ্রেষ্ঠ হইবেন"; এই বলিয়া তাঁহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। এতচ্ছ্রবণে আদম প্রেমভরে বিগলিতাশ্রুলোচনে ও সহাস্যবদনে ইউসফ্কে স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া, তদীয় রৌপ্যময় ললাট সহস্র সহস্র বার চুম্বন করিলেন।

অতঃপর এই পৃথিবী যে শূন্যময় ও অন্ধকারময় ছিল, ইহাতে জগদীশ্বর আপন জ্যোতিশ্ছায়া নিক্ষেপ করিতে এবং ইহার শোভা বর্দ্ধন করিতে অভি-লাষী হইয়া ক্রমান্বয়ে মনুষ্যগণকে পাঠাইতে লাগিলেন। অদ্যাপিও সেই পূর্ব্ব নির্ম্মিত জীব সকল জগদীশ্বরের কৌশলক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, কাহারও অস্তিত্ব বা সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নহে। কারণ, এই ভুবন মণ্ডল সর্ব্বদা এক রীতির অনুগামী হইলে অনেকানেক প্রভাবিশিষ্ট-প্রদীপরূপ মহাত্মাগণ চিরকাল বিদ্যমান থাকিতেন। সায়ংকালে দিনমণি অস্তাচলের গুহাশায়ী না হইলে, নক্ষত্র সকল অভ্রমণ্ডলে উদিত হইয়া অন্ধকার রজনীর শোভা বর্দ্ধন করিতে পারিত না। শীতকালে উপবন শোভাকারিণী লতিকা সুন্দরী শোভাবিহীনা না হইলে, বসন্তকালে নবমঞ্জরিত ও কুসুমিত হইয়া মনুষ্যগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইত না।

ফলত, আদম (ধর্ম্ম-যাজক) যখন এই মহীমণ্ডল হইতে যাত্রা করিলেন, তখন জগদীশ্বর শিস্‌কে তাঁহার পদবী প্রদান করিলেন। ক্রমে শিস্ লোকান্তরিত হইলে, ইদ্‌রিস্ তাঁহার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া কিয়দ্দিবস স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিলেন। অতঃপর ইদ্‌রিস্ জীবিতাবস্থায় সুরপুরে গমন করিলে, নুহ নামক জনৈক ধর্ম্মযাজক জন্মগ্রহণ করিলেন। তৎপর নুহের আয়ুঃতরণী অন্তিম-তটিনীতে নিমগ্ন হইলে, এব্রাহিম ধর্ম্মযাজক হইলেন। এব্রাহিম কিয়ৎকাল স্বধর্ম্ম প্রচার করিয়া, চির পান্থশালায় গমন করিলে, তাঁহার পুত্র এস্‌হাক্ ধর্ম্মরাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। তদনন্তর এস্‌হাক্ এই অস্থায়ী-অতিথিশালা হইতে স্বর্লোকে গমন করিলে, ইয়াকুব, যাজক-পদে

অভিষিক্ত হইয়া কেনান-নগরে বাস করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় বাহুবলে, কেনান ও শামনগরের মধ্যবর্ত্তী রাজ্য সমূহের অধীশ্বর হইয়া আপন জয়পতাকা উড্ডীন করিলেন। তৎকালে তদীয় ধনরত্ন ও অপত্যাদির সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে এবং পঙ্গপাল ও পিপীলিকাদলের ন্যায় অসংখ্য ছাগ মেষ প্রান্তর মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

আদম হইতে কথিত বংশের দ্বাত্রিংশতিজন, জগদীশ্বর কর্ত্তৃক ক্রমান্বয়ে ধর্ম্মযাজক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। তদনন্তর অষ্টম পুরুষে ইউসফ্ জন্মগ্রহণ করিলে, তাঁহার অলৌকিক রূপ-রাশির প্রজ্জলিত প্রতিভার উপাখ্যান এ পর্য্যন্ত ধরাতলে বিদ্যমান রহিয়াছে। যখন সেই অসামান্য সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন সুকুমার-যাজককুমার ইউসফ্ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিতলে পতিত হইলেন, তখন তদীয় সৌন্দর্য্য-প্রভা দেখিয়া শশিকলা লজ্জিত হইয়া নীল-নীরদ-মালা রূপে পরিণত হইল। ইউসফ রূপ সঞ্জীভূত, সুগোল, সুন্দর মহীরুহ ইয়াকুবের গৃহোবন মধ্যে উদ্গত হওয়ায়, তাঁহার শোভা দেখিয়া গোলাকার গগন-মণ্ডলের অন্তঃকরণও যেন ঈর্ষ্যান্বিত হইল। পুষ্পোদ্যানসদৃশ এব্রাহিম-বংশ মধ্যে ইউসফ্ গোলাপ কুসুম রূপে বিকশিত হইয়া মনুষ্য-মস্তিষ্ক সুগন্ধিযুক্ত করিলেন। মৃগমদ-সৌরভনিন্দিত ইউসফের শরীর সুরভি কেনান নগরের সুবিস্তৃত উপবন হইতে উত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হওয়ায়, তাতার-কস্তুরীর স্নিগ্ধ সুগন্ধি মন্দীভূত হইল। অতঃপর ইউসফের দুই বৎসর বয়ঃক্রম-কালে, তদীয় স্নেহসঞ্চারিণী দয়া-প্রতিমা জননী এই সংসার-কানন হইতে অন্তকপুরের অতিথি হইলেন। শুক্তিহীনা হইলে, মুক্তামালা যেরূপ সাগর জলে পতিত হয়, সেইরূপ মাতৃহীন ইউসফ্ও জননী শোকে কাতর হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং নয়নযুগল হইতে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে-লাগিলেন। তদ্দর্শনে ইয়াকুব শিশুর প্রতিপালন নিমিত্ত, স্বীয় সহোদরাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি তাহাতে অতিমাত্র প্রফুল্লিত হইয়া ইউসফ্‌কে স্বীয় আবাসে লইয়া গেলেন।

অনন্তর যাজক-কুমার ইউসফ্ তদ্দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া পাদ-পদ্মে চলচ্ছক্তি শিক্ষা করিলে ও ওষ্ঠাধরে অনতিপরিস্ফুট মধুরবাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইলে, প্রতিপালিকা তদীয় সৌন্দর্য্য রাশি সন্দর্শনে নিরতিশয় আহ্লা-

দিতা হইয়া উঠিলেন। এমনকি মুহূর্ত্তার্দ্ধ তাঁহার বিরহ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন না; স্নেহ পরবশ হইয়া জীবাত্মার ন্যায় সতত তাঁহাকে স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিয়া পরমাদরে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এদিকে ইউসফের জনকও ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার দর্শনাভিলাষ করিতে লাগিলেন; তদীয় মুখচন্দ্র নিরীক্ষণব্যতীত কোন প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেননা। ইউসফ্ যাহাতে অহরহ তাঁহার নিকট অবস্থান করেন, নিরন্তর সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা স্বীয় ভগিনীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, "সহোদরে! তুমি আমার প্রিয়-পুত্র ইউসফ্কে স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়া, আমার মস্তকে, বিনাবায়ুস্পন্দিত ঝাউ বৃক্ষের ন্যায় অনবরত দোলায়মানা হইয়া রহিয়াছ। আমি তাঁহার অদর্শন রূপ প্রবল ঝটিকায় জর্জ্জরিত হইতেছি। তাঁহার বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছি। অতএব, তুমি তাঁহাকে আমার আশ্রমে প্রেরণ কর।" তচ্ছ্রবণে তিনি প্রকাশ্যে কোন প্রকার মতভেদ প্রকাশ না করিয়া, ইউসফ্ যাহাতে তদীয় আবাসে পুনরাগমন করেন, তাহারই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণপরে মনে মনে এক পর্য্যালোচনা করিয়া, ইউসফ্কে নানাবিধ মনোহর বস্ত্র ও অলঙ্কারে বিভূষিত করতঃ ভ্রাতৃসমীপে পাঠাইয়াদিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল-মধ্যেই, "আমার পিতৃ প্রদত্ত পরমশোভিত কটিবন্ধ অদ্য আমার আলয় হইতে অপহৃত হইয়াছে। সেই কটিবন্ধের এরূপ গুণ যে, কেহ তাহা স্বহস্তে বন্ধন করিলে, পক্ষীরূপে শূন্যদেশে উড্ডীন হইতে সমর্থ হইয়াথাকে।" ইয়াকুব-অনুজা এই বলিতে বলিতে তাঁহার আলয়ে উপনীত হইলেন এবং যাহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের কটিদেশে হস্তাবর্ত্তন পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন] কিন্তু, কাহারও নিকট প্রাপ্ত হইলেন না। তদনন্তর সর্ব্বশেষে ইউসফের কটিদেশে হস্তক্ষেপণপূর্ব্বক (তিনি যে কটি-বন্ধ গুপ্তভাবে তদীয় কটিদেশে বন্ধন করিয়াছিলেন তাহা) স্বহস্তে স্খলিত করিয়া, বিচারকের নিকট তাঁহার নামে অভিযোগ করিলেন।

সেই সময়ে রাজন্যবর্গের এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কেহ চৌর্য্যা-পরাধে দোষী নির্ণীত হইলে, সে যাহার দ্রব্য অপহরণ করে, তাহারই নিকট দাস স্বরূপে স্বীয় জীবনকাল অতিবাহিত করিবে। ফলত, বিচারকের নিকট ইউসফের দোষ সাব্যস্ত হওয়ায়, বিচারক তাঁহাকে ঐরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

তখন দ্রব্যাধিকারিণী সাতিশয় প্রফুল্লিতা হইয়া পুনরায় ইউসফ্‌কে স্বীয় আবাসে লইয়া গেলেন। এই সময় হইতে যাবৎ জীবিত রহিলেন, তাবৎ তাঁহাকে নয়নের অন্তরাল করিলেননা। ক্রমে তিনি সাতিশয় রোগাক্রান্ত হইয়া, দেবলোকে গমন করিলে, ইয়াকুব উৎফুল্লচিত্তে ইউসফ্‌কে স্বালয়ে আনয়ন করিলেন এবং অহরহ তাঁহার লোকাতীত ও বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নয়ন মন সফল করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার অনুপম রূপ রাশির কি উপমা প্রদান করিব! তাঁহার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলে, স্বর্গীয় অপ্সরাগণও (লজ্জাবশত,) মুখাবনত করেন। সত্য, যথায় এরূপ রূপ-রাশি-সম্পন্ন সুধাংশু স্বীয় কিরণমালা বিস্তার করেন, তথায় প্রভাকর-প্রভাও মলিনা হয়। যখন সেই নিরুপম বিভু এই উপমা প্রদায়ক নর-কলেবরে, এরূপ অভূত, অশ্রুত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপলাবণ্যের সমাবেশ করিয়াছিলেন, তখনই পাছে কেহ তাঁহাকে জগদীশ্বর বলিয়া নিরাকরণ করেন, এজন্য তিনিই ইউসফ্‌ বলিয়া তাঁহার নামকরণ করিয়াছিলেন।

এদিকে ইয়াকুবের প্রাঙ্গণভূমিতে সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট পরমশোভিত এক মহীরুহ ছিল। সেই তরুরাজের পল্লব সকল পবন হিল্লোলে কম্পিত এবং পরস্পর সংঘর্ষিত হইয়া মনোরম শব্দ উৎপন্ন হওয়ায়, তাহারা জগদীশ্বরের উপাসনা করিতেছে বলিয়া অনুমিত হইত। উহার শাখা সকল সুবিস্তীর্ণ হইয়া আকাশাভিমুখে উদ্গত হওয়ায়, অমরগণ উহাতে ক্রীড়া করিতেন। ফলত, ইয়াকুবের অপর পক্ষ-পত্নীর গর্ভোৎপন্ন আরও দশটি তনয় ছিল; ইউসফ্‌ তাহাদের কনিষ্ঠ ছিলেন। তাহাদের প্রত্যেকের জন্ম সময়ে ঐ বৃক্ষ হইতে এক একটি যষ্টিরূপ শাখা নির্গত হইত এবং ইয়াকুব তাহা ছেদন পূর্ব্বক পুত্রগণকে প্রদান করিতেন। পরন্তু, ইউসফের জন্ম সময়ে তাদৃশ কোন শাখাই নির্গত হয় নাই; এজন্য তিনিই ঐরূপ যষ্টিতে বঞ্চিত ছিলেন। অতঃপর ইউসফ্‌ একদা যামিনীযোগে, বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের অজ্ঞাতসারে, পিতৃসমীপে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে পিতঃ! আপনার করযুগল সর্ব্বদা আমার মঙ্গলার্থ প্রসারিত। আপনি আমার সন্তোষ জন্য, মহত্ববলে স্বর্গোদ্যান হইতে একটি যষ্টি আনয়ন পূর্ব্বক আমাকে প্রদান করুন। যেমন তদ্দর্শনে আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ লজ্জিত হয়।" তচ্ছ্রবণে ইয়াকুব কৃতাঞ্জলিপুটে জগদীশ্বরকে

অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, সেই বিষয় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার প্রার্থনামাত্রেই 'জিব্রিল্' দেব তথায় অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বর্গীয় বদরীর শাখা-বিনির্ম্মিত নীলবর্ণ-রঞ্জিত একটি যষ্টি ইউসফ্‌কে প্রদান করিলেন। দেব-প্রদত্ত যষ্টির শোভা সন্দর্শনে ইউসফ্ মনে মনে প্রফুল্লিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "এই অকৃত্রিম দেবদত্ত যষ্টির কি কারুকার্য্য! মনুষ্য শতবর্ষ চেষ্টা করিলেও এরূপ সৌন্দর্য্যের একত্রীভূত করিতে পারে না।" দেবতা ইউসফের বাক্য শ্রবণে কহিতে লাগিলেন, "হে-যাজক-কুমার! এই যষ্টির এরূপ গুণ যে, তুমি ইহাদ্বারা স্বীয় মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিবে এবং সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হইবে।" এই বলিয়া দেবতা অন্তর্ধান হইলেন।

ইউসফের বিমাতৃতনয়গণ দেবদত্ত সেই নিরুপম যষ্টির বিষয় অবগত হওয়ায়, ইউসফের উপর তাহাদের ঈর্ষ্যানল দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইল এবং তাঁহার অনিষ্ট সংঘন জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একদা যামিনীসমাগমে সেই পরমসুন্দর ইউসফ্ গাঢ়নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন এবং নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার ওষ্ঠাধর সহাস্যে কম্পিত হইতেছিল। তদ্দর্শনে ইয়াকুব মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইউসফ্ আপন নয়নেন্দীবর যুগল সুনিদ্রা হইতে উন্মুক্ত করিলে, তদীয় জনক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি কেন গাঢ়নিদ্রায় অচেতনাবস্থায়, ওষ্ঠদ্বয় সহাস্যে স্ফুরিত করিলে?" ইউসফ্ কহিলেন, "পিতঃ! আমি এইমাত্র স্বপ্ন দেখিতে ছিলোম যে, একাদশ নক্ষত্র ও চন্দ্র সূর্য্য ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া আমাকে প্রণিপাত করিলেন।" তাঁহার এই কথা শেষ হইতে নাহইতেই ইয়াকুব তাঁহাকে উপদেশ স্বরূপে কহিতে লাগিলেন, "সাবধান—সাবধান! তুমি এই বিষয়ের কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিওনা। ঈশ্বর নাকরেন, যদি এই স্বপ্ন সংবাদ তোমার প্রতিকূলাচারী ভ্রাতাগণ অবগত হয়, তাহাহইলে তোমাকে শত শত প্রকারে নির্যাতন করিবে। অতএব, স্বপ্নঘটিত কোন বিষয় কেহ যেন রহস্য ভেদ করিতে নাপারে। পশ্চাৎ এই স্বপ্নের ফলে তোমার সৌভাগ্য প্রদীপ প্রদীপ্ত হইবে।" জনক তাঁহাকে এবম্প্রকারে নিষেধ করিলেন বটে, কিন্তু, দুরদৃষ্টতা বশত, ইউসফ্ তাঁহার উপদেশ বিস্মৃত হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ মধ্যে এক ব্যক্তির নিকট স্বীয় স্বপ্নের কিয়দংশ

বর্ণনা করিলেন। অনন্তর সে সেই বিষয় তাঁহার বৈমাত্রেয়-ভ্রাতৃসমাজে প্রকাশ করিল। প্রিয় পাঠক! তুমি অবশ্য শ্রবণ করিয়া থাকিবে যে, কোন রহস্য দ্বিতীয় কর্ণে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা নগরের সমগ্র ব্যক্তিবর্গই শ্রবণ করিয়া থাকেন। কোন বিজ্ঞজন বলিয়াছেন, "কোন গুপ্ত বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিওনা। যদি তুমি আপনার রক্ষার্থ চেষ্টিত হও, তাহাহইলে গোপনীয়বার্ত্তা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর। গুপ্ত কথা একবার প্রকাশিত হইলে, পুনরায় তাহা গোপন করিতে পারা যায় না; যেমন—কোন বন্ত-বিহঙ্গম পিঞ্জর হইতে মুক্ত হইলে, পুনরায় তাহাকে ধৃত করিতে পারা যায়না।"

এদিকে ইউসফের বিমাতৃতনয়গণ তদীয় স্বপ্ন বিবরণ শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিল এবং রোষ পরিহারে অসমর্থ হইয়া স্ব স্ব বসন ছিন্ন করিয়া কহিতে লাগিল, "হে-জগদীশ! জনক-হৃদয়ে কি আশা প্রদত্ত হইয়াছে যে, তিনি স্বীয় ক্ষতি-লাভ বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না? শিশু হইতে কি কার্য্য সম্পন্ন হয়? অহো! কি আশ্চর্য্য! সে এরূপ অল্প বয়সে স্বহৃদয়ে এরূপ মিথ্যা-বৃক্ষ রোপণ ও মিথ্যা ঘটনাকে সত্য বলিয়া রটনা করিতেছে যে, সেই দীনবৃদ্ধ তদ্দ্বারা প্রতারিত হইয়া, তদীয় সহবাসাসক্ত হইতেছেন। ওঃ! পিতা আমাদের সুসম্মিলন-রজ্জু স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া স্বীয় অনুগ্রহদ্বার আমাদের পক্ষে অবরুদ্ধ রাখিতেছেন। কিন্তু, কি করিব, পিতা ইউসফ্‌কে আদরণীয় করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা তাহাকে কোন প্রকারে পীড়া দিতে পারিনা। ওঃ! কি স্পর্দ্ধা! আমরা দশভ্রাতা ও তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা এই একাদশজন নক্ষত্র-রূপ ধারণে ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত হইয়া তাহাকে প্রণিপাত করিয়াছি? কি ধৃষ্টতা! কেবল আমরা নহি; পিতা মাতাও চন্দ্র সূর্য্য রূপে তাহাকে প্রণিপাত করিয়াছেন? ধৃষ্ট এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই। আমরা তাহার এবম্প্রকার দর্প কখনও স্থিরতর রাখিবনা। রজনী গতে অরুণোদয় হইলে, আমরা বনমধ্যে ছাগ মেষ চারণে যাইতেছি, রজনীতে আত্মীয়গণকে দস্যু-ভয় হইতে নিশ্চিন্ত রাখিতেছি। সে আমাদের বাহু-বলের উপর শত্রুতাচরণ করিবার ও অমাদের উপর দোষারোপ করিবার অভিলাষ করিতেছে। তাহাতে তঞ্চকতা ব্যতীত কিছুই লক্ষিত হইতেছে-না। সে আমাদের অপেক্ষায় কি গুণে মাননীয় হইবে? অতএব, এস—

সকলে একত্র হইয়া তাহার প্রতিকারার্থ উপায় অবলম্বন করি। যে গতিকেই হউক তাহাকে পিতৃ সমীপ হইতে দূর করিতে হইবে। যখন আমাদের প্রতি পিতার কৃপা-নেত্র বিস্তৃত নহে, তখন ইউসফ্‌কে বহিষ্কৃত ভিন্ন অন্য উপায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। এক্ষণে তাহার ধৃষ্টতার প্রতিশোধ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কারণ, এখনও তৎপ্রতিকারোপায় হস্ত হইতে তিরোহিত হয় নাই। যখন কোনস্থানে কণ্টকীবৃক্ষ উদ্গত হয়, তখন প্রথমেই তাহার মূলোচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া প্রতিকার অবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল এবং একস্থানে উপবিষ্ট হইয়া যুক্তিস্থির করিতে লাগিল।

অনন্তর তাহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, "আমাদের মধ্যে কেহ অস্ত্র-সহকারে শরীর হইতে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া ঘোষণা কর যে, ইউসফ্ কর্ত্তৃক আমার এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে। যখন তৎকর্ত্তৃক আমাদের প্রতি অত্যাচার করা সপ্রমাণ হইবে, তখন সে কি প্রকারে আমাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে? সেই অভিযোগে তাহার শিরশ্ছেদিত হইলে, তদীয় স্বপ্ন বিবরণ আর কেহ জানিতে পারিবে না।" তচ্ছ্রবণে আর একজন কহিল, "ভ্রাতঃ! নির্দ্দোষী ব্যক্তির শিরশ্ছেদন করা সম্পূর্ণ নীতি বিরুদ্ধ ও অন্যায়। যদি তৎপ্রতি আমাদের দৌরাত্ম্য-কর ধাবিত হয়, তবে তাহার শিরশ্ছেদনদোষ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ স্বজাতি হইতে পতিত হইব। সুতরাং,যাহাতে শিরশ্ছেদন দোষ পরিলক্ষিত না হয়, সেইরূপ কোন শাস্তি প্রদান করা বিধেয়। ইহাই উত্তম যুক্তি যে, তাহাকে পিতার নিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দূরতর কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যমধ্যে নিক্ষেপ কর। যেমন তথায় নয়নাশ্রু ব্যতীত সলিল প্রাপ্ত, অরুণদেবের গোলত্ব ভিন্ন আহার্য্য প্রাপ্ত, রজনীর অন্ধকার ব্যতিরেকে ছায়া প্রপ্ত এবং কণ্টকী ব্যতীত কোন প্রকার শয্যা প্রাপ্ত না হয়। * যদি তথায় মুহূর্ত্তকাল উপবেশন করে, তাহাহইলে একবারে অন্তকপুরের অতিথি হইবে—সন্দেহ নাই।" আর একজন কহিল, "ইহা শিরশ্ছেদন অপেক্ষাও অধিকতর শাস্তি; যেহেতু কাহাকেও ক্ষুৎ-পিপাসায় হত্যা করণাপেক্ষা ছুরিকা দ্বারা

* অহার্য্যার্থ রুটী, রুটী অরুণ সদৃশ গোলাকার। তজ্জন্য মুল গ্রন্থকার ঐরূপ উপমা প্রদান করিয়াছেন।

তাহার প্রাণ বিনাশ করা উচিত। ইহাই সুন্দর যুক্তি যে অতিদূরবর্ত্তী কানন মধ্যে যে এক বৃহৎ কূপ আছে, তাহাকে তন্মধ্যে নিক্ষেপ কর; তাহাহইলে আমাদের মনোবাসনা সফল হইবে।" এই যুক্তি শ্রবণ করিয়া সকলে এক-বাক্যে তাহাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া, "এই উত্তমযুক্তি" বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। অনন্তর তাহারা সেই কূপ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিতে-লাগিল, "হাঁ, পিতা যেরূপ ইউসফ্‌কে স্নেহ করিতেছেন, সে স্নেহ তদ্‌যোগ্য নহে। বরং, এই স্থান তাহার উপযুক্ত বটে।" এই বলিয়া তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া, আগামী কল্য স্থিরীকৃত কার্য্য সমাধা হইবে বলিয়া নিরূপণ করিল।

অতঃপর তাহারা প্রাতঃকালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, মন্ত্রণাকৃত অভীষ্ট সংসাধনার্থ চেষ্টিত হইল এবং পিতৃ সমীপে গমন পূর্ব্বক বক্ষঃপ্রদেশ স্ব স্ব কর সংস্থাপন করিয়া সহাস্যবদনে উপবেশন করিল। অনন্তর নানাস্থানের নানা কথা সমাপ্তে কহিল, "পিতঃ! কিয়দ্দিবস হইতে আমরা বনভ্রমণে বিরত ছিলাম; এক্ষণে কানন দর্শন নিমিত্ত আমাদের সম্পূর্ণ বাসনা হইয়াছে এবং তজ্জন্য আমাদের চিত্ত-বৈকুল্যও উপস্থিত হইয়াছে। আমরা আপনার নিকট বন-ভ্রমণের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি; আপনি প্রসন্ন মনে অনুমতি প্রদান করুন। আর নয়নপুত্তলিকা কনিষ্টভ্রাতা ইউসফ্ শৈশবতা প্রযুক্ত কানন মধ্যে অত্যল্পবারই গমন করিয়াছেন; তাঁহাকে আমাদের সমভিব্যাহারী হইতে আদেশ প্রদান করিয়া, আমাদিগকে অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করুন। তিনি অহরহ অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া থাকেন; কিন্তু, রাজ-কুমারগণের সেরূপ কর্ত্তব্য নহে। যদি তিনি আমাদের সহগামী হয়েন, তাহাহইলে তাঁহাকে লইয়া কখন প্রান্তর মধ্যে ভ্রমণ ও কখন পর্ব্বতপ্রদেশে গমন করিব এবং কখন ছাগ-মেষ দুগ্ধ দোহন পূর্ব্বক তাঁহাকে পান করাইব। নীলবর্ণ তৃণ-শয্যায় তাঁহার ক্রীড়াস্থল নির্ব্বাচন করিয়া, রক্তকুসুমের উষ্ণীষ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রদান করিব। কখন তাঁহাকে কৌতুক দেখাইবার জন্য কুরঙ্গগণের সঙ্গে ক্রীড়া করিব এবং কখন মৃগয়াবেশ ধারণ পূর্ব্বক কাননস্থ শোণিতপায়ী জন্তুগণকে হত্যা করিব। ইহাতে তিনি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং গৃহ-যাতনা বিস্মৃত হইবেন। আপনি যদি সহস্র সহস্র কৌতুক-ক্রীড়াদি সম্পন্ন

করেন, তথাপি শিশু-চিত্ত প্রফুল্ল হইবে না।" ইয়াকুব তনয়গণের এবম্প্রকার উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "বৎসগণ! আমি ইউসফ্‌কে লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদানে কি প্রকারে সমর্থ হইব? যেহেতু, তাঁহার অদর্শনে আমার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণরূপে ব্যথিত হয়। আমি সেই জন্য ভীত হইতেছি যে, যদি তোমরা অনন্যমনা হইয়া তদ্দিকে লক্ষ্য না রাখ, তবে তাঁহাকে শৃগালেরা ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে আমার আত্মারাম পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইবে।" তাহারা কহিল, ওঃ! আমারা এমনই অক্ষম যে, সামান্য শৃগালকে পরাভব করিতে পারিব না? ইহা ত সামান্য কথা! বিকটাকার শোণিতপায়ী শার্দ্দূল সকলও আমাদের যুদ্ধে পরাভূত হয়।" ইয়াকুব তাহাদের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে আর কোনপ্রকার আপত্তি না করিয়া, ইউসফ্‌কে তাহাদের সমভিব্যাহারী হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। অত্যাচারিগণ ইয়াকুবের আদেশ শ্রবণে ইউসফ্‌কে পিতৃ সমীপ হইতে গ্রহণ করিয়া, যাবৎ তাঁহার সম্মুখাতিক্রম করিতে না পারিল, তাবৎ কেহ তাঁহার মস্তক, কেহ বাহুমূল ধারণ এবং কেহ ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক মুখ চুম্বন করিতে লাগিল।

তদনন্তর যখন প্রান্তর মধ্যে উপনীত হইল, তখন তাঁহাকে ক্রোড় হইতে ক্ষেপণ পূর্ব্বক কণ্টকারণ্য মধ্যে অবতরণ করাইল। তাহাতে তদীয় পাদুকাবিহীন, সুকোমল পদযুগলে কণ্টকী কণা বিদ্ধ হওয়ায় ক্ষতবিক্ষত হইতে লাগিল। যখন তিনি যাতনা গ্রস্ত হইয়া, সেই পাষণ্ডগণ হইতে পশ্চাৎ হইতে লাগিলেন, তখন তাহারা তাঁহার গণ্ডদ্বয়ে চপেটাঘাত করিতে লাগিল। যদি তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলেন, তবে তাহারা তদীয় স্কন্ধদেশে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া নীলবর্ণে পরিণত করিতে লাগিল। তিনি অতীব ক্লান্ত হইয়া যাহার বস্ত্র ধারণ করিতে লাগিলেন, সে একবারে তাঁহার গ্রীবা বিদীর্ণ করিতে উদ্যত হইতে লাগিল। যাহার পদতলে পতিত হইলেন, সে সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার মস্তকে পদাঘাত করিতে লাগিল। এইরূপে যখন তাহাদের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইলেন, তখন নয়নজলে, গণ্ডযুগল সিক্ত করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "হে-পিতঃ! আপনি এক্ষণে কোথায়? কিপ্রকারে আমার অবস্থায় অনভিজ্ঞ রহিয়াছেন? এক্ষণে দুঃশীল দাসী-পুত্রগণের অসদ্ব্যবহারের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে অভিলাষী

হউন। আমি শত্রু-কবলে পতিত ও ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতেছি; অতএব, আমার প্রতি করুণা-কটাক্ষপাত করুন। আপনি স্বীয় প্রিয়তম পুত্রকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিয়া, একবারে বিনাশ করিলেন। দাসী-পুত্রগণ কিপ্রকারে আপনার আদেশ পালন করিতেছে দর্শন করুন। যে পুষ্প আপনার অনুগ্রহজলে সিক্ত হইয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে পুষ্প এক্ষণে এরূপ শুষ্ক হইয়াছে যে, তাহার পত্র দলিত করিলেও একবিন্দু রস নির্গত হইবেনা। হে-পিতঃ! যে মনোরম উন্নত বৃক্ষের পত্রাবলী আকাশে সংঘর্ষিত হইত, সে বৃক্ষ এক্ষণে ভূতলশায়ী হইয়াছে এবং প্রান্তরস্থ তৃণ-কণ্টক সকলও তদপেক্ষা উচ্চতর হইবার অভিলাষ করিতেছে। যে পূর্ণশশধর দ্বারা আপনার তিমির রজনী জ্যোৎস্নাময়ী ছিল, সে এক্ষণে রাহুকবলিত হইয়া দ্বিতীয়া-শশীরূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে বালেন্দুর নিকট কে পূর্ণ জ্যোতিঃ অন্বেষণ করে।"

এইরূপে তিন ক্রোশ পথ অতিবাহিত হইল। ইউসফ্ তাহাদের সহিত শিষ্টাচার করিতে লাগিলেন, তদ্বিনিময়ে তাহারা কঠোরাচার করিতে লাগিল। এমন সময়ে সেই অন্ধকার কূপ তাহাদের নয়নপথে নিপতিত হইলে, সকলে কূপ সমীপে দণ্ডায়মান হইল। সেই তমসাচ্ছন্ন কূপ দুঃশীলজনের সমাধির ন্যায় অন্ধকার; উহার অন্ধকার নির্ণয় করা চক্ষু ও বিবেচনাশক্তির অতীত। মুখমণ্ডল অহিবরের বদনের ন্যায় বিস্তৃত; বোধ হয়, যেন সর্ব্বদা মানবগণকে ভক্ষণোদ্যত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যস্থল দৌরাত্ম্যকারীর অন্তঃকরণের ন্যায় জ্যোতিঃশূন্য এবং সর্ব্বদা সর্পে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পরিসর সম্পূর্ণ সঙ্কীর্ণ এবং নিম্নদেশ লক্ষ্য করিতে মনুষ্যমাত্রেই একবারে অশক্ত হইয়া থাকেন। অভ্যন্তরস্থ গভীরতা কলুষপূর্ণ; দীর্ঘপ্রস্থ গোলাকার; বায়ু অশুচিপূর্ণ এবং তন্মধ্যস্থ সলিল লবণাক্ত। যদি কোন জীবিত বস্তু তন্মধ্যে একমুহূর্ত্ত উপবেশন করে, তাহাহইলে তাহার নিশ্বাস অবরুদ্ধ হইয়া যায় এবং তন্মুহূর্ত্তেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। যখন ইউসফের দুঃশীল বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ তাঁহাকে তাদৃশ আশঙ্কাপূর্ণ কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে মনস্থ করিল, তখন তিনি পুনরায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। যদি তাঁহার তৎকালের সেই রোদন-স্বর প্রস্তর সকলের শ্রুতিগোচর হইত, তবে কঠিন পাষাণ সকলও শোকে দ্রবীভূত হইয়া যাইত। ফলত, সেই পাষাণাত্মাগণ তাঁহার রোদনে কিছুমাত্র

নিরস্ত হইল না; তিনি যতই রোদন করেন, ততই তাহাদের আত্মা পাষাণরূপে পরিণত হইতে লাগিল। আমি তাহাদের দৌরাত্ম্যের বিষয় কি বর্ণনা করিব! আমার হৃদয় জর্জ্জরিত, কলেবর স্পন্দিত ও করাঙ্গুলি কম্পিত হইতেছে এবং আমার লেখনীও মসীচ্ছলে. গ্রন্থমধ্যে নয়নাশ্রু পাত করিতেছে।

অনন্তর তাহারা ইউসফের পরিধেয় বস্ত্র আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিবস্ত্র করিলে, তিনি সাতিশয় লজ্জিত এবং অন্তর-যাতনায় দগ্ধীভূত হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে বিনীত বচনে কহিতেলাগিলেন, "হে ভ্রাতাগণ! আমার পরিহিত বস্ত্র আমাকে পুনঃ প্রদান কর; আমি উহা পরিধান করিয়া লজ্জা নিবারণ করিব।" তাহারা কহিল, "রে-ধৃষ্ট! যে একাদশ নক্ষত্র ও চন্দ্রসূর্য্য তোরে প্রণিপাত করিয়াছিল, তাহাদেরই নিকট বস্ত্র অন্বেষণ কর্।" এই বলিয়া তাঁহার কটি-দেশে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিল। দেবা-দেশে সেই কূপমধ্যে এক প্রকাণ্ড শিলা থাকায়, ইউসফ্ তন্মধ্যে পতিতহইয়াই সেই শিলার উপরিভাগে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শরীরাবাস যে, ঈশ্বর-মহত্বে পরিপ্লুত ছিল তাহাতে লবণ মিশ্রিত কূপোদক সংযুক্ত হইয়া সুধাস্বরূপে সংস্কৃত এবং অঙ্গ-জ্যোতিতে রজনী সম অন্ধকার কূপ আলোকিত হইল। কস্তুরী-বিনিন্দিত সুবাসিত বেণী-সৌরভে দুর্গন্ধ সকল নির্গত হইল এবং তাঁহার বদনের ঔজ্জ্বল্য নিরীক্ষণ করিয়া ভুজঙ্গ সকল দিগ্দিগন্তরে পলায়ন করিল। অনন্তর সপ্তম-আকাশাধ্যক্ষ 'জিব্রিল্' দেব তথায় উত্তীর্ণ হইয়া ইউসফ্কে কহিলেন, "হে-যাজক-কুমার! তোমার প্রপিতামহ এব্রাহিমের অঙ্গাচ্ছাদন তোমার কবচ মধ্যে ন্যস্ত আছে; তুমি এক্ষণে উহা বাহির করিয়া পরিধান কর। ঈশ্বর-দ্রোহী রাজা নমরুদ যখন তাঁহাকে বহুবিস্তৃত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন তাঁহার উদ্ধার নিমিত্ত জগদীশ্বর স্বর্গোদ্যান হইতে তাঁহাকে ঐ বস্ত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। উহা পরিধান করিয়া তিনি সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব, উহা তোমার উপস্থিত বিপদে কার্য্য দর্শিবে এবং তুমি সত্বর কূপ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।" এই বলিয়া দেবতা ক্ষণ-কালের জন্য অদৃশ্য হইলেন। দেবতার বাক্যানুসারে ইউসফ্ কবচস্থিত অঙ্গাচ্ছাদন বাহির করিয়া পরিধান করিলে, পুনরায় দেবতা তাঁহাকে কহিলে,ন "জগদীশ্বর তোমাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিয়াছেন," একদিন আমি এই

দৌরাত্ম্যের বিচার করিব। ইউসফ্‌কে বলিও যেন তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করেন। তাহারা কি প্রকারের লোক তাহা তুমি জান; কিন্তু, তুমি যে ধর্ম্মযাজক হইবে, তদ্বিষয় তাহারা কিছুমাত্র অবগত নহে।' ইউসফ্‌ দেবতার কথা শুনিয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের দৌরাত্ম্য সকল বিস্মৃত হইলেন এবং কূপস্থিত প্রস্তরোপরি পরাক্রান্ত প্রভূত ধনশালী নরপতিরন্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইউসফের বিমাতৃ-তনয়েরা তাঁহাকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, পিতৃ সমীপে গমন জন্য নানাপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, একটি ছাগ আনয়ন করিয়া তাহার গলদেশ কর্ত্তন পূর্ব্বক ইউসফের পরিহিত বস্ত্র শোণিত-রঞ্জিত করিল। অনন্তর পরস্পর বিবিধ মন্ত্রণা স্থির করিতে করিতে, গৃহপ্রত্যাগত হইয়া সকলে একত্রে পিতৃ-সমীপে গমন পূর্ব্বক ইয়াকুবের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল। ইয়াকুব, ইউসফ্‌-বিরহে স্বীয় নয়নদ্বয় বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত উন্মীলন করিলেন। কিন্তু, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেননা। নয়ন পুত্তলিকাকে নয়নাগ্রে দর্শন না করিয়া হতাশ হইয়া কহিতে লাগিলেন, "আমার ইউসফ্‌ কোথায়? আমার নয়ন রত্ন এক্ষণে কোথায়? আহা! তৎসমভিব্যাহারে আমার মনঃস্থৈর্য্য একবারে গমন করিয়াছে। আমি তাঁহার দর্শন-আশায় পথিমধ্যে নয়নদ্বয় বিস্তার করিয়া, তদীয় আগমন পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, তদ্বিপরীতে তাঁহার বিরহ-করবালে, আমাকে আহত হইতে হইল।" তখন তক্ষক-পূর্ণ তনয়গণ সরোদনে, "হে-পিতঃ! আমরা সেই পূর্ণশশধর ইউসফ্‌ সমভিব্যাহারে এক কুরঙ্গ পশ্চাতে ধাবমান হইলে, শ্রম প্রভাবেই হউক, তৎকালে উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল তাহার প্রভাবেই হউক, অথবা অগ্নিস্ফুলিঙ্গসম দিবাকরের কিরণ প্রভাবেই হউক, তাঁহার কুসুমাঙ্গ হইতে গোলাপ-সলিলবিশিষ্ট স্বেদ-সলিল নির্গত হইতেছিল। তদ্দর্শনে তাঁহার বিশ্রামজন্য এক সুশীতল সমীরণ প্রবাহী বৃক্ষমূলে সুকোমল তৃণ শয্যায় তাঁহাকে উপবেশন করাইয়া, আমরা পুনরায় কুরঙ্গান্বেষণে গমন করিলাম এবং ক্ষণবিলম্বে মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্বকথিত বৃক্ষমূলে সমাগত হইলাম। পরন্তু, সেই চন্দ্রমাবিশিষ্ট জীবাত্মাসদৃশ কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইউসফ্‌কে দেখিতে পাইলাম না। তখন আমরা চিন্তাকুল হইয়া চতুর্দ্দিকে তাঁহার অন্বেষণ করিতেছি, এমনসময়ে

এক দুরন্ত শৃগাল তাঁহাকে লইয়া পলায়ন করিতেছে দূর হইতে দেখিতে পাইলাম। দেখিবামাত্র আমরা শশব্যস্তে তদ্দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইয়া শৃগাল-কবলহইতে তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিলাম ; কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, কোনক্রমেই তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না। কেবল আমরা তাঁহার যে বস্ত্রধারণ করিয়া আকর্ষণ করিয়াছিলাম, সে বস্ত্রই আমাদের হস্তে রহিয়াগেল। যদি আমাদের উক্তি আপনার বিশ্বাসযোগ্য নাহয়, তবে আমরা তাহার প্রমাণও আনয়ন করিয়াছি" ; এই বলিয়া সেই পরিচ্ছদ ক্রোড় হইতে বাহির করিয়া কহিল, "দেখুন, এই তাঁহার পরিহিত বস্ত্র ; তদীয় অঙ্গ-শোণিতে রঞ্জিত হইয়াছে ; এই অভিযোগের ইহাই একটি প্রমাণ।" এই সকল কথা ইয়াকুবের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি একবারে চেতনা রহিত হইয়া ভূমিতলে পতিত হইলেন। অনন্তর কিয়ৎকালপরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি বর্ষণপূর্ব্বক, "রে-কালান্তক্ অন্তক্! রে-দুরন্ত প্রতাপ-করাল! তোর কিছু বিবেচনা নাই। তুই কিপ্রকারে ইউসফ্‌কে সংহার করিলি। হা-পুত্র-ইউসফ্! তুমি কোথায় গমন করিলে ;" ইত্যাদি বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তাঁহার তনয়গণমধ্যে কেহ কহিল, "আপনি আর রোদন করিবেননা ; রোদন করিলে, নেত্র-জ্যোতিঃ হ্রাস হয়।" ইয়াকুব উত্তর করিলেন, "বৎস! প্রিয়জনের দর্শন সুখ লাভের জন্য লোচন যুগলের আবশ্যকতা ; পরন্তু, সেই প্রিয়জন নয়নান্তরাল হইলে, তাদৃশ নেত্রে কি হর্ষোৎপন্ন হইতে পারে?" তৎপর পুনরায় তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, "তোমাদের নিকট নিষ্কৃতিলাভের উপায় নাই। যদি তোমরা ইউসফের রক্ষণাবেক্ষণে অসমর্থ হইবে, তবে কেন তাঁহাকে আমার নিকট হইতে লইয়া গেলে? জানিনা—তোমরা তাঁহাকে একাকী রাখিয়া কোথায় গমন করিয়া শিবা-কবলিত করিলে। আমি তোমাদের কি দোষ অনুসন্ধান করিব? বরং, আমারই দোষ! আমি কেন তাঁহাকে তোমাদের হস্তে অর্পণ করিয়া, আপনা-আপনিই বিষ ভক্ষণ করিলাম?" অনন্তর ইয়াকুব সেই কৃত্রিম-শোণিতরঞ্জিত বস্ত্র স্বহস্তে ধারণ করিয়া, পুনঃপুনঃ দর্শন করিতে-লাগিলেন ; কিন্তু, ঐ বস্ত্রের কোনস্থান বিদীর্ণ দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে যদিও তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে মৌক্তিকরূপ অশ্রু ফোঁটা বর্ষিত হইতেছিল,

তথাপি কথঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "কি প্রকারে ইউসফ্‌কে শৃগালে ভক্ষণ করিল? তাঁহাকে ভক্ষণ করিল, আর তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রের কোন অংশ বিদীর্ণ করিল না? এবম্প্রকার ইউসফের বিরহ-করবালে আমার দ্বিধাখণ্ডিত হওয়া কি আশ্চর্য্য জনক নহে? যেহেতু ইউসফ্‌ দ্বিধাখণ্ডিত হইলে, তাঁহার অঙ্গাচ্ছাদনও বিদীর্ণ হইত। আমার বিশ্বাস এই যে, ইউসফ্‌ শৃগাল-কবলিত হন নাই; জীবিত আছেন। তোমরা কোন প্রকারে তাঁহার অনিষ্ট সাধন করিয়াছ। অতএব, তোমাদের কথা অলীক; উহার কোন অংশই সত্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।" সত্য, যখন বিজ্ঞজন কোন বিষয়ের সামান্য চিহ্ন দর্শন করেন, তখন তাহাহইতেই যাবতীয় রহস্য ভেদ করিয়া উঠেন। যখন কোন সুযন্ত্রী সিতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে অঙ্গুলি স্থাপন করেন, তখন কোন্ তারে কোন্ স্বর নির্গত হইবে, তাহা সম্যকরূপে বুঝিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। যখন সেই কপট শোণিতময় পরিচ্ছদ দর্শন করিয়া ইউসফের পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে ইয়াকুবের আশাদ্বার উদ্ঘাটিত হইল; তখন ঈশ্বরোপাসনায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে-সর্ব্ব-দুঃখ-অপহারিন্! আপনি আমার ইউসফ্‌কে মানব বিদারক শিবা হইতে রক্ষা করুন। আমি তাঁহাকে আপনার হস্তে অর্পণ করিলাম।" এই সময় হইতে ইয়াকুব ইউসফের বিরহে অহরহ রোদন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে করিতে তাঁহার নেত্র-মণি বহির্গত এবং প্রিয়-পুত্রের বিরহ শোকে তাঁহার সরলাঙ্গ কুব্জ হইয়া গেল। কখন ইউসফ্‌কে পাইবেন না মনে করিয়া "হা-হতোস্মি" বলিতে লাগিলেন এবং কখন পুনঃপ্রাপ্তির আশায় আশ্বাসিত হইতে লাগিলেন। হে-জামি! তুমি কখন জগৎপিতার নিকট কোন বিষয়ে হতাশ হইওনা; তাঁহার করুণা হইতে হতাশ হওয়া নীতি বিরুদ্ধ। যদিও তাঁহার নিকট অসংখ্য পাপকার্য্য সাধন করিয়াছ, তথাপি তাঁহার কৃপা নেত্রের প্রতি আশা করা সর্ব্ব-প্রকারে কর্ত্তব্য।

এদিকে ইউসফ্‌ কূপমধ্যে তিনদিন তিনরাত্রি অবস্থান করিলেন। চতুর্থ দিবসে কতিপয় বণিক মদিন নগর হইতে বাণিজ্যহেতু মিসর নগরে গমন করিতে করিতে দৈব দুর্ব্বিপাকবশত, পথভ্রান্ত হইয়া সেই কূপ সমীপে সমাগত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি তৃষ্ণাতুর হইয়া জল

আনয়ন জন্য কূপ সমীপে গমন করিয়া জলপাত্রে রজ্জু বন্ধন পূর্ব্বক তন্মধ্যে ক্ষেপণ করিলেন। এই সময়ে ইউসফের রক্ষকদেব সাতিশয় অহ্লাদিত হইয়া কহিলেন; "হে-ইউসফ্! যামিনী সমাগমে সূর্য্যমণ্ডল কনকাচলগামী হইলে ধরণী যেরূপ অন্ধকারময় হয়, অন্ধকার-প্রাদুর্ভাবে জগন্মণ্ডল যেরূপ নিরানন্দময় হয়, তোমার অন্তর্ধানেও মহীমণ্ডল সেইরূপ দুরবস্থাপন্ন হইয়াছে। অতএব, তুমি এই জলপাত্রে আসীন হইয়া, রজনীসম তমসাচ্ছন্ন কূপ হইতে বহির্গত হও এবং স্বীয় অরুণানন প্রভায় ধরাতলকে প্রাতঃকালরূপে পরিণত ও অমৃতায়মান বচন প্রভাবে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির তৃষিত হৃদয় শীতল কর।" দেবতার বাক্যশ্রবণে ইউসফ্ হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কূপস্থিত প্রস্তর হইতে উত্থিত হইয়া, জলপাত্রের উপর উপবেশন করিলেন। জল অন্বেষণকারী জলপাত্র উত্তোলন জন্য রজ্জু ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া জানিলেন, তাহা সলিলাপেক্ষা অধিক ভার সংযুক্ত; সুতরাং, "অদ্য আমার জলপাত্র সমধিক ভার সংযুক্ত; বোধ হয় ইহাতে সলিল ব্যতিরেকে অপর কোন বস্তু নিঃসন্দেহই আছে;" মনে মনে এইরূপ উক্তি করিতে করিতে জলপাত্র উত্তোলন করিলেন। কিন্তু, সলিল-বিনিময়ে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কূপ হইতে শশধরনিন্দিত অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্ন সেই সুকুমার যাজককুমার ইউসফ্ নির্গত হইলেন। তাঁহার অলৌকিক রূপ-রাশি দেখিবামাত্র বণিক অতিশয় প্রফুল্লিত হইলেন এবং তাঁহাকে নিজ স্কন্ধাবারে লইয়া গিয়া সঙ্গিগণ হইতে গুপ্তভাবে রক্ষা করিলেন। সত্য, যদি কোন ব্যক্তি কোন মহামূল্য রত্ন পাইয়া তাহা গুপ্তভাবে রক্ষা না করেন, তাহা-হইলে তিনি সেই রত্ন-ধনের জন্য নানাপকার বিপদগ্রস্ত হন। ইউসফের শত্রুপক্ষগণ (তিনি জীবিত আছেন কিনা দেখিবার জন্য) প্রত্যহ কূপ সমীপে আগমন করিয়া, তাঁহাকে অহ্বান করিত এবং তিনি তাহাদিগকে উত্তর প্রদান করিতেন। ফলত, তাহারা সে দিবস বণিকগণের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও ইউসফের তথানুসন্ধান জন্য কূপ সমীপে আগত হইয়া প্রথমত, "ইউসফ্ ইউসফ্" বলিয়া আহ্বান করিল। কিন্তু, প্রতিধ্বনি ব্যতীত কোন উত্তর পাইলনা। তখন বণিকেরা তাঁহাকে লইয়া গিয়া থাকিবে এইরূপ সন্দেহ করিয়া, বণিকগণের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "হে-বণিকগণ! অদ্য তোমরা যাহাকে কূপ হইতে উঠাইয়া লইয়া আসিয়াছ, সে

আমাদের ক্রীতদাস। আমাদের আদেশ অবজ্ঞা করিয়া পলায়ন করিতে থাকায়, আমরা তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য কূপ মধ্যে ক্ষেপণ করিয়াছিলাম। অতএব, সে যখন আমাদের বশবর্ত্তী নহে, তখন আর আমরা তাহাকে গ্রহণ করিবনা। যদি তোমরা তাহাকে ক্রয় কর, তাহাহইলে মূল্য গ্রহণে তোমাদিকে বিক্রয় করিতে পারি।” যে ব্যক্তি ইউসফ্‌কে কূপ হইতে উঠাইয়াছিলেন, তাঁহার নাম মালেক্। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে কিঞ্চিন্মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক ইউসফ্‌কে ক্রয় করিয়া স্বীয় আয়ত্তাধীনে আনিলেন এবং ক্ষণবিলম্বে বণিকসকলে একত্র ও দলবদ্ধ হইয়া মিসর নগরে গমন করিতে লাগিলেন। মালেক্ সেই যাত্রায় ইউসফ্‌রূপ মহামূল্য রত্ন সামান্য পণে ক্রয় করিলেন ভাবিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইউসফ্‌কে মিসরনগরে বিক্রয় করিয়া অতুলৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন এই আশায় দুই দিবসের পথ একদিবসে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মিসরনগরে প্রবিষ্ট হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে তথায় এইরূপ ঘোষণা হইতে লাগিল ; যথা—

“মালেক্ এবার এক কিঙ্কর সমভিব্যাহারে মিসরনগরে আসিতেছে। আহা—সেই কিঙ্করের কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুর্য্য, কি সৌকুমার্য্য, কি অঙ্গ সৌষ্ঠব ! মনুষ্য-কুল মধ্যে এরূপ সুন্দর পুরুষ কখন পরিলক্ষিত হয় না। কেবল মনুষ্য কেন ? আকাশমণ্ডলের নক্ষত্র রূপ অগণিত লোচন স্বত্বেও সে কখন এই প্রতিমাগার সংসার মণ্ডলে এরূপ সৌন্দর্য্যের সমাবেশ নিরীক্ষণ করে নাই। মনুষ্য কি প্রকারে দেখিবে ?” মিসররাজ এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, “মিসরনগর রূপ লাবণ্যের উপবন স্বরূপ ; পৃথিবীর অন্যান্য নগরাপেক্ষা এই নগর সৌন্দর্য্যের জন্য বিখ্যাত। এ নগরের স্ত্রী পুরুষগণকে বিধাতা এরূপ সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছেন যে, তাহাদের তুলনায় স্বর্গেও কোন অপ্সর-অপ্সরা দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং, স্বর্গীয় অপ্সর-অপ্সরাগণ এ নগরে উত্তীর্ণ হইলে, তাঁহারা অত্রত্য সুন্দর সুন্দরীগণের রূপ সন্দর্শনে বিমোহিত হন।” অতঃপর রাজা আজিজ্‌মিসরকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, “মন্ত্রিন্! তুমি আগন্তুক বণিকগণ সমীপে গমন করিয়া, যে কিঙ্করের রূপ প্রশংসায় মিসরনগর কোলাহলময় হইয়াছে, তাহাকে মৎসমীপে আনয়ন কর। আমি একবার তাহাকে স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিব।” নরপতির বাক্যশ্রবণে

মন্ত্রিবর বণিকগণ সমীপে গমন পূর্ব্বক পূর্ণ-শশধর নিন্দিত ইউসফের মুখমণ্ডল দেখিবামাত্র একবারে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া গেলেন এবং দেবতাভ্রমে সসম্ভ্রমে সেই মহাপুরুষকে প্রণিপাত করিলেন। ইউসফ্ আজিজ্‌মিসরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া তদীয় মস্তক স্বহস্তে ভূতল হইতে উত্থান করিয়া দিয়া বলিলেন, "মহাশয়! যে জগদীশ্বর আপনাকে সৃজন করিয়াছেন এবং যে সর্ব্বনিয়ন্তা প্রণিপাত করিবার জন্ত শিরঃপ্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাত করা যুক্তিযুক্ত নহে; বরঞ্চ, শাস্ত্রিক নিষিদ্ধ। অতএব, তদ্ব্যতীত আপনি অন্য কাহাকেও এরূপে প্রণিপাত করিবেন না।"

আজিজ্‌মিসর একে তাঁহার অলৌকিক রূপ সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়াছিলেন, আবার এক্ষণে তদীয় অমৃতায়মান বচন শ্রবণ ও সদাচার নিরীক্ষণ করিয়া মহানন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তাঁহাকে মালেকের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজসভায় গমন করিতে অভিলাষী হইয়া, সেই বিষয় মালেকের গোচর করিলেন। তচ্ছ্রবণে মালেক্ কহিলেন, "মহাশয়! আমি একমাত্র আপনাদের অনুগ্রহ প্রত্যাশী; অতএব, অনুগ্রহ করিয়া এক্ষণে আমাকে ক্ষমা প্রদান করুন। পথিমধ্যে নানাপ্রকার ক্লেশ ও যাতনা সহ্য করিয়া, গত রজনীতে এখানে আসিয়াছি; সুতরাং, কিছুকাল বিশ্রাম না করিয়া সহসা রাজসভায় গমন করিতে সমর্থ হইব না।" বণিকের উক্তি শ্রবণে আজিজ্‌মিসর তাঁহাকে চারিদিনের অবকাশ প্রদান পূর্ব্বক রাজধানীতে পুনরাবৃত্ত হইলেন এবং ইউসফের অতুল-রূপ-রাশি সম্বন্ধে রাজার নিকট যৎসামান্ত বর্ণনা করিলেন। মন্ত্রি-প্রমুখাৎ বৃত্তান্ত শুনিয়া নৃপতি নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "যৎকালে ইউসফ্ নগর মধ্যে আনীত হইবে, তৎকালে নগরস্থ সহস্র সহস্র পরমসুন্দর যুবকগণকে নানাবিধ মনোহর মহামূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জীভূত করিয়া, ক্রেতাগণ লইয়া তাহাদের তুলনায়, ইউসফের মূল্য নির্ণয় করিতে হইবে। যদি ইউসফ্ তাহাদের সমতুল মূল্যবান্ হয়, তাহাহইলে মিসরনগর হইতেও উৎকৃষ্ট সুন্দর ধরাতলে সৃজিত হয় বলিয়া আমার প্রত্যয় হইবে এবং আমি তাহাকে ক্রয় করিব।"

অনন্তর অঙ্গীকৃত চারিদিবস অতীত হইলে, রাজা ইউসফ্‌কে রাজসভায় আনয়ন জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। রাজার আদেশ শ্রবণে মালেক্

ইউসফ্‌কে কহিলেন, "বৎস! তুমি স্নানার্থ নীল সাগর মধ্যে গমন করিয়া পথধুলি হইতে পরিচ্ছন্ন হও এবং স্বীয় অঙ্গরেণুতে নীল সাগরকে শোভিত কর।" বণিকের আদেশ ক্রমে ইউসফ্‌ নীলসাগরদিকে ধাবমান হইলেন এবং নীলবর্ণ বস্ত্র বিনির্ম্মিত পাজামা পরিধান করিয়া সাগরগর্ভে অবতরণ করিলেন। সেই অনুপম রূপলাবণ্য সম্পন্ন তাপসকুমার সাগর মধ্যে দণ্ডায়মান হওয়ায়, অনুমিত হইল যেন তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শনে বেগগামী তরঙ্গ নিচয় অবিচলিত ভাব ধারণ করিল এবং নীলিমা রঞ্জিত তদীয় পরিধেয় বস্ত্র নীল-সাগর-সলিলে প্রতিফলিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে তিনি অঙ্গুলিদ্বারা স্বীয় বেণী গ্রন্থন স্খলিত করিতে আরম্ভ করায়, বোধ হইল যেন তাঁহার কুঞ্চিত কেশের চিক্কণতা সন্দর্শনেই নীলসাগর-সলিল চিকণতা ধারণ করিল। ইউসফ্‌ করাঞ্জলিদ্বারা শিরোদেশে জল সেচন করায় এবং নক্ষত্র সমতুল জলবিন্দু তাঁহার শরীরাবাসে পতিত হওয়ায়, তারকা বেষ্টিত নিশাপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। এবম্বিধ অবস্থায় স্নাত হইয়া, চিত্রাঙ্কিত পট্টবস্ত্রে বিভূষিত হইলেন এবং সুরঞ্জিত মরকত খচিত কটিবন্ধনে কটিদেশ বন্ধন করিলেন। ইউসফের তৎকালীন সেই ভাব দেখিয়া অংশুমালীর কিরণমালা মলিনা হইয়া গেল। বেণীযুগল অধোমুখে লম্বমান করায়, তৎ-সৌরভে মিসর-সমীর সুগন্ধিপ্রবাহী হইয়া উঠিল।

ইউসফ্‌ ঐরূপে সজ্জীভূত হইলে, মালেক্‌ রাজসভায় যাইতেছেন এই সংবাদ রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। রাজা তদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া স্বীয় সভার অনতিদূরে পূর্ব্বনিশ্চয়কৃত যুবকগণ সমভিব্যাহারে, ইউসফ দর্শনে আগমন করিলেন। মালেক্‌ও বস্ত্র বিনির্ম্মিত হর্ম্ম্য মধ্যে ইউসফ্‌কে আবৃত করিয়া তথায় উপনীত হইলেন! মালেকের শুভাদৃষ্টক্রমে ঈশ্বরাদেশে সে দিবস নভোমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় সমগ্রধরণী দিবাকর-করে বঞ্চিত ছিল। তাহা দেখিয়া মালেক্‌ স্বীয় অদৃষ্টকে প্রসন্ন মনে করিয়া ইউসফ্‌কে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "বৎস! তুমি হর্ম্ম্য হইতে বহির্গত হইয়া, স্বীয় অরুণনিন্দিত মুখজ্যোতিতে ধরাতলকে উজ্জ্বল কর।" বণিকের বাক্যশ্রবণে ইউসফ্‌ হর্ম্ম্য হইতে বহির্গত হইলে, তাঁহার রূপ প্রভায় জগন্মণ্ডল আলোকিত হইল এবং সৌন্দর্য্য প্রতিভা মানবনেত্রে প্রতিফলিত হইল। রাজা ও তাঁহার পারিষদ-

স্বর্গ সেই সভায় উপবিষ্ট থাকিয়া অনুমান করিলেন যে, দিবাকরের কিরণ প্রভাবে ধরণীমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইয়াছে। কিন্তু, অন্তরীক্ষ দিকে নয়ন নিক্ষেপ করায় তাঁহাদের সে বিশ্বাস ভ্রমমূলক হইল; দেখিলেন এ পর্য্যন্ত নভোমণ্ডল মেঘমালায় আবৃত রহিয়াছে। তখন তাঁহারা সকলে জানিলেন যে, ইউসফের রূপ প্রতিভায় ভুবনমণ্ডল জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়াছে। অনন্তর সকলে ইউসফেরদিকে অনেকক্ষণ দৃক্‌পাত করিয়া রহিলেন এবং ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়—নিমগ্ন হইয়া স্ব স্ব দশনে করাঙ্গুলিচ্ছেদন পূর্ব্বক, "হে জগদীশ্বর! ইনি কোন্ সৌভাগ্যশালী মনুষ্য যে, ইঁহারদর্শনে সহস্রাংশুও লজ্জিত হইতেছেন?" এই বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিলেন। রাজার আনীত যুবকগণ ইউসফ্‌কে দর্শন করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইল এবং আপনাদিগকে লজ্জায় নিহত জ্ঞান করিতে লাগিল। সত্য, দিবাকরের কিরণপ্রতিভা বিকাশমান হইলে কি নক্ষত্রপ্রভা প্রকাশ পাইয়া থাকে? স্বর্গীয় কুমারের বিদ্যমানে কি নরকুমার আদৃত হইতে পারে?

জেলেখা।

তৃতীয় প্রস্তাব।

এদিকে জেলেখা সেই স্বপ্নপ্রাপ্ত অতুল-রূপ-রাশি সম্পন্ন যুবাপুরুষের অন্বেষণে দিনে দিনে ক্ষীণা হইতে লাগিলেন। ক্রমে বাসভবন তাঁহাকে শূন্য বলিয়া অনুমিত হওয়ায়, সর্ব্বদা কান্তারে কান্তারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা তাঁহার অন্তরযাতনা সম্পূর্ণরূপে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, কিয়দ্দিবস উদ্যানে বাস করিলে, মনোযাতনা সংযত হইবে ভাবিয়া ধাত্রী-সমভিব্যাহারে উদ্যান ভ্রমণে গমন করিলেন। তথায় বহু কষ্টে কিছুদিন বাস করিলেন, কিন্তু, তাঁহার অন্তর-যাতনা মৃন্দীভূত হইল না। অতএব, আর উপবনে বাস করা বৃথা ভাবিয়া গৃহাভিমুখে পুনরাগমন করিতে অভিলাষিণী হইলেন এবং অশ্ব-পৃষ্ঠস্থিত বস্ত্রবিনির্ম্মিত হর্ম্ম্য মধ্যে আরোহণ করিলেন। এদিকে ইউসফের রূপ লাবণ্য প্রশংসায় নগর কোলাহলময়, চতুর্দ্দিক্ লোকারণ্যময় এবং জন-সমাজ উৎসবময় হইয়া উঠিল। বনবিহারিণী রাজনন্দিনী গৃহ প্রত্যাগমন করিতে করিতে ঐ কোলাহল-ধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া সম্মুখাগত এক ব্যক্তিকে কোলাহলের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে উত্তর করিল, "এই স্থানে একটি কেনানুনগরীয় কিঙ্কর আনীত হইয়াছে; আহা—সে কিঙ্কর নহে বরং তাহার রূপলাবণ্য সন্দর্শনে সুধাকর-করও মলিন হইয়া থাকে।" জেলেখা তাহার উত্তর শুনিয়া হর্ম্ম্যদ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক কিঙ্করের দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়াই একবারে সংজ্ঞা রহিতা হইলেন। এতদ্দর্শনে সমীপস্থা ধাত্রী, তাঁহাকে স্বীয় ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক অঞ্চল বসন দ্বারা বীজন ও তদীয় কুসুমাঙ্গে গোলাপ সলিল সেচন করিতেলাগিল। এই সময়ে অশ্বপরিচালক সবেগে অশ্বচালনাপূর্ব্বক জেলেখাকে অন্তঃপুরে হইয়া গেলে, তিনি ক্ষণ বিলম্বে চেতনালাভ করিলেন। ধাত্রী

তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "বৎসে! কেন কিঙ্কর দেখিয়া রোদন করিলে? এবং কেনই বা তথায় সংজ্ঞা রক্ষায় অসমর্থা হইলে?" জেলেখা উত্তর করিলেন, "মাতঃ! আমি এক্ষণে সম্পূর্ণ বিপদ্‌গ্রস্ত হইলাম। জননি! তুমি সেই সভায়, যে কিঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলে, সমগ্র মিসরনগরে যাঁহার রূপগুণ প্রশংসা শ্রবণ করিলে, তিনিই আমার জীবিতেশ্বর ও জীবন সর্ব্বস্ব। আমি স্বপ্নযোগে তাঁহারই লাবণ্যচ্ছটা দর্শন করিয়া পিতৃভবন হইতে বহির্গত এবং পিতা মাতা ও আর আর স্বজনবর্গ হইতে দূরীভূত হইয়াছি। তাঁহারই প্রেমে অভিভূত হইয়া এই মিসরনগরে উপনীত হইয়াছি এবং অহরহ অনশনে ও দীননয়নে রোদন করিতেছি। কোমল লতিকার উপর পর্ব্বত-ভার পতিত হইলে যেরূপ তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়, সেইরূপ এক্ষণে আমার হৃদয় চূর্ণীভূত হইতেছে। জানিনা—কি প্রকারে আমার মনোবাসনা সফল হইবে। মাতঃ-সর্ব্বদুঃখনাশিনি! মনোদুঃখ মোচন কারিণি! অনুগ্রহ করিয়া আমার তাপিত হৃদয় শীতল কর। আমার সেই হৃদয়চন্দ্র কাহার অট্টালিকায় সমুদিত হইয়া তাহার অন্ধকারময় গৃহ উজ্জ্বল করিবেন? কাহার অন্ধ চক্ষু প্রদীপ্ত করিবেন? কাহার গৃহোপবনের পুষ্পরূপে, তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ করিবেন? কে তাঁহার মৃতকল্পে জীবন প্রদায়ক অধরোষ্ঠ হইতে সুধা পান করিবে? কে তাঁহার সুচিকণ বেণীযুগল গ্রন্থন করিবে? কে তাঁহার সুঠাম অঙ্গের প্রশংসায় প্রবৃত্ত হইবে? কে তাঁহার হৃদয় ক্ষেত্রে কামনা-বীজ বপন করিবে? এবং কেই বা তাঁহার পদধূলি অঞ্জন স্বরূপে নয়নযুগলে ধারণ করিবে? আমার এই অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া তাদৃশ ধন রত্নে আমার হৃদয় প্রফুল্ল হইবে কি না?" ধাত্রী কহিল, "অয়ি সুধাংশুরূপিণি! যদি ঐ কিঙ্করই তোমার হৃদয়নিধি হন, তাহাহইলে যে কোন প্রকারেই হউক আমি তোমাকে তাঁহার সহিত মিলিত করিয়া দিব। বৎসে! তুমি বহুকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ; অতএব, এক্ষণে ধৈর্য্যহীনা হইয়া যুথ বিরহিতা হরিণীর ন্যায় চঞ্চলা হইও না। ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, তোমার আশালতা ফলবতী হইবে ও তোমার হৃদয়ের হতাশরূপ নীরদাবরণ ভেদ করিয়া সুখারুণ সমুদিত হইবে।" ধাত্রীর উপদেশ শ্রবণ করিয়া, জেলেখা ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কি প্রকারে সেই অনঙ্গোপম অতিথিকে প্রাপ্ত হইবেন, অহরহ সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে যখন ইউসফের রূপ প্রশংসায় চতুর্দ্দিক্ কোলাহলময় হইল, তখন মিসরস্থ ব্যক্তিসকলে তাঁহাকে ক্রয় করিতে উৎসুক হইলেন। যাঁহার যে কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই তাঁহাকে ক্রয় করিতে আসিলেন। আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, এক কার্পাসসূত্র নির্ম্মাণকারিণী বৃদ্ধা রমণীও কিয়ৎপরিমাণ-সূত্র সংগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে ক্রয় করিতে আসিয়াছিল। অনন্তর ক্রেতাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া উপবিষ্ট হইলে, তাঁহাদের বামদক্ষিণে, "কে অসামান্য লাবণ্য-সম্পন্ন ইব্রাণী (ইব্রাণ দেশীয়) কিঙ্কর ক্রয় করিবে? তাহার ওষ্ঠাধর মুক্তামালার ন্যায় প্রতিভা বিশিষ্ট, বদনমণ্ডল প্রাতঃকালোদিত বিভাবসুর ন্যায় শোভিত এবং হৃদয়াবাস ঈশ্বর-মহত্বে পরিপূরিত। কখন তদীয় রসনায় সত্য ব্যতীত মিথ্যা বাক্য উচ্চারিত হয় না;" এইবলিয়া সংবাদদাতাগণ অনবরত ঘোষণা প্রচার করিতে লাগিল। ক্রেতাগণ মধ্যে প্রথমত, এক ব্যক্তি এক সহস্র স্বুবর্ণ মুদ্রা পণে ইউসফ্ কে ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে অপরাপর ক্রেতাগণ ইউসফের ভ্রমণপথে লক্ষলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। তদপেক্ষা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত তুলনা করিয়া যত কস্তুরী হইবে, তাহা দিয়া ক্রয়াভিলাষী হইলেন। তাঁহাদের উপর ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া আর একজন ইউসফের সমতুল মহামূল্য মুক্তামালা, দান করিতে চেষ্টিত হইলেন। এবম্প্রকারে উত্তরোত্তর তাঁহার মূল্য বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

রাজতনয়া জেলেখা ইউসফের বিক্রয় সংবাদ জানিতে পারিয়া যে যত মূল্য নিরূপণ করিবে একবারে তাহার দ্বিগুণ মূল্য স্থিরতর করিয়া মালেক্ সমীপে সংবাদ প্রেরণ করিলেন। শুনিবামাত্র অপরাপর ক্রেতাগণ ইউসফের মূল্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া, বিক্রীত বস্তুতে হতাশ হইলেন। ফলত, জেলেখাই ইউসফ্কে ক্রয় করিবার অধিকারিণী হইলেন এবং তদনুযায়ী মূল্য প্রদানে তাঁহাকে ক্রয় করিবার জন্য আজিজ্ মিসরের প্রতি অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। আজিজ্ মিসর বলিলেন, "চন্দ্রাননে! আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহাতে কিঙ্করের অর্দ্ধমূল্যও সম্পন্ন হইবে না; তবে আমি তাহাকে কিপ্রকারে ক্রয় করিব?" তখন জেলেখা একটি রত্নপরিপূর্ণ সিন্দুক আনয়ন করিয়া, আজিজ মিসরকে দর্শন করাইলেন। তাহার একৈক মুক্তা-বিনিময়ে মিসর-

নগরের বার্ষিকোৎপন্ন রাজকর প্রদান করিলেও, তত্তুল্য মূল্যের সমান হইতে পারে না। জেলেখা ঐ সকল ধনরত্ন আজিজ্ মিসরকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "এই সকল ধনরত্ন প্রদান করিয়া, সেই পরমরূপবান্ কিঙ্করকে ক্রয় করুন।" আজিজ্ মিসর এতাদৃশ মুক্তারাশি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "নিতম্বিনি! তুমি যে ধনরত্ন প্রদান করিতেছ, ইহাতে কিঙ্করকে ক্রয় করিতে পারি; কিন্তু, কি করিব, স্বয়ং নরপতি তাহাকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।" জেলেখা উত্তর করিলেন, "স্বামিন্! আপনি রাজ-সমাজে গমন পূর্ব্বক, 'আমার কোন সন্তান সন্ততি নাই, এই কিঙ্কর আমার তনয়রূপে পরিগণিত হইবে; অতএব, এই কিঙ্করকে ক্রয় করিবার জন্য সম্মতি প্রদান করিয়া আমাকে অনুগ্রহ-পাশে আবদ্ধ করুন;' এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাজা অবশ্যই আপনার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া কিঙ্কর ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করিবেন।" জেলেখার অনুমতিক্রমে আজিজ্ মিসর রাজসভায় গমন করিয়া, প্রস্তাবিত মন্ত্রণা প্রকাশ করিলেন। মহীপতি আজিজ্ মিসরের ঈদৃশ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, কিঙ্কর ক্রয় করিতে তাঁহার প্রতি কোন প্রকার বাধা প্রদান করিলেন না; বরং, শীঘ্র ক্রয় করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ প্রদান করিলেন।

অতঃপর আজিজ্ মিসর ইউসফ্‌কে ক্রয় করিয়া স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিলে, জেলেখা একবারে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং মানসিক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন। এইসময়ে রাজকুমারী জেলেখা নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু বর্ষণ ও তথায় করমর্দ্দন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে জগদীশ! আমি যে, প্রাণকান্তের নিকট মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিব আশা করিতেছি ইহা স্বপ্ন-কল্পিত কি সত্য? এই হৃদয়-নিধি আমার দুঃখ যামিনীর অবসান করিয়া, যাতনা দূরীভূত করিবেন. ইহা প্রকৃত কি ভ্রমমূলক? আমি এক্ষণে সবান্ধবে পরিবৃত হইয়া চিরসুখী হইলাম; সুতরাং, আমার উচিত যে, পুলকিত স্বরে গগনমণ্ডলকে প্রতিধ্বনিত করি। এক্ষণে এই শ্রমপূর্ণ ক্ষিতিতলে আমার ন্যায় যন্ত্রণা-বিহীনা কে আছে? বহু যাতনা সহ্য করিয়া, আমার ন্যায় প্রফুল্লিতা কে আছে? আমি ক্ষুদ্র মৎসীর ন্যায় জলাভাবে বালুকা রাশির উপর পতিত হইয়া লম্ফঝম্প-প্রদান করিতেছিলাম; এমত সময়ে করুণাময় জগদীশ্বরের মহত্ব-জলদের বারি বর্ষিত হইয়া আমাকে প্রবাহিনী-তরঙ্গে লইয়াগেল। আমি

যেন অমারজনীর ঘোরান্ধকারে পথভ্রান্ত হওয়ায়, আমার প্রাণান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল ; সেইসময়ে তিমিরাবরণ ভেদ পূর্ব্বক নিশানাথ সমুদিত হইয়া, আমার গন্তব্য পথ প্রদর্শন করাইয়াদিলেন। আমি আত্ম-জীবনে হতাশ হইয়া মৃত শয্যায় পতিত ছিলাম ; এমন সময়ে যেন 'খেজর' ধর্ম্মযাজক সহসা আমার দ্বারদেশে সমাগত হইয়া আমার আয়ু বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।* আমি জগদীশ্বরের শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি যে, ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সংসারিক যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলাম। যিনি এই লোকাতীত অনির্ব্বচনীয় অমূল্য দ্রব্য মিসর-বিপণিতে আনয়ন করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার প্রতি শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আমার অন্তরাত্মাকে সুখী করিব। যদিও আমি ইঁহার ক্রয়ে মুক্তাগার শূন্য করিয়াছি, তথাপি আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণাত্মা নহি ; যেহেতু আমি সেই সকল মুক্তার বিনিময়ে জীবনসর্ব্বস্বকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আহা! প্রাণেশ্বরের তুলনায় কি মুক্তামালার মূল্য হইতে পারে?" অহরহ এইভাবে যাপন করিতে লাগিলেন।

এদিকে মিসর নগরে এক পরমা সুন্দরী আদি কুমারী ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ শিল্পকার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করায় তাঁহারা আদনামে খ্যাত ছিলেন। সেই আদবংশসম্ভূত আদিবালার রূপলাবণ্যে মিসরনগরস্থ ব্যক্তিগণ বিমোহিত ছিলেন। সেই আদিরমণী এরূপ সৌন্দর্য্যশালিনী ছিলেন যে, তন্নগরস্থ অন্য কোন ললনা তত্তুল্য রূপবতী ছিলেন না। সুতরাং তিনিই মিসর নগরের মধ্যে অদ্বিতীয়া রূপবতী ছিলেন। এজন্য মিসরস্থ রূপবান্ ও সম্ভ্রান্ত যুবকগণ তাঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষ করিতেন ; কিন্তু, তিনি সাতিশয় রূপগুণসম্পন্না, মহামান্যা ও অতুলৈশ্বর্য্যশালিনী থাকায় কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দান করিতেন না। সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আদিকুমারী ইউসফের অতুল-রূপরাশির প্রশংসা শ্রবণ করিয়া একবারে মদনবাণে আহত হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া, তাঁহাকে ক্রয় করিতে অভিলাষিণী হইলেন। ইউসফ্‌কে ক্রয় করিবার জন্য মনে মনে তাঁহার মূল্য নির্দ্ধারণ

---

* খেজর নামক ধর্ম্মযাজকের উপর জগদীশ্বর যাবতীয় জীবজন্তুর রক্ষণাবেক্ষণ ভার অর্পণ করিয়াছেন।

করিয়া সহস্র সহস্র উষ্ট্রোপরি সুপরিচ্ছন্ন মুক্তামালা, পট্টবস্ত্র, মৃগনাভি ও স্বর্ণ মুদ্রা স্থাপন করিলেন।

সত্য, কোন বিষয়ের সামান্য অংশ শ্রবণ করিলে, তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব ভেদ-করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রিয়পাঠক! প্রেমিক-প্রণয়ী পরস্পরের দর্শন নাহইলে, অনন্ত প্রেম উদ্ভব হয় না একথা ভ্রমমূলক; প্রেম অনেকানেক স্থানে কেবল শ্রবণমাত্রেই মনোমধ্যে উদ্গত হয় এবং সে প্রেমে দূত-দূতিরও অনাবশ্যকতা হইয়াপড়ে। কারণ, সেই আদিকুমারী যেরূপ রূপাতিশয়সম্পন্না ছিলেন, যদি ঐরূপ ভাব নাহইত, তাহাহইলে কেবল শ্রবণদ্বারা তাঁহার মনে ইউসফের প্রেমাসক্তি-চিহ্ন তাদৃশ খোদিত হইত না।

অতঃপর আদিকুমারী পূর্ব্বকথিত দ্রব্যজাত ও অসংখ্য সৈন্য-সমভিব্যাহারে বাটীর বহির্গত হইয়া, ইউসফের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন নগর কোলাহলময়, রাজপথ সৈন্যময় এবং মুক্তামালার প্রতিভা প্রযুক্ত দিঙ্মণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইল। আদিবালা ক্রমে সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করিয়া জেলেখার গৃহে উপস্থিত হইয়া, সেই অলোকসামান্য পরম রূপবান্ যুবককে নিরীক্ষণ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তাদৃশ সৌন্দর্য্যশালী যুবাপুরুষ কখন তাঁহার নয়নপথে নিপতিত হয় নাই এবং সেরূপ অনুপম লাবণ্যের উপমাও কখন শ্রবণ করিয়া থাকেন নাই। আদিবালা তাঁহার দর্শনমাত্রেই মূর্চ্ছাপন্না হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইলেন। পরে কিয়দ্বিলম্বে সংজ্ঞালাভ করিয়া ইউসফ্‌কে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হে কন্দর্পোপম-অতিথি! এবম্প্রকারে কে তোমার সৌন্দর্য্যরাশি সৃজন করিয়াছে? কে তোমার অরুণবিনিন্দিত উজ্জ্বল ললাট স্থাপন করিয়াছে? কোন্ সুলেখক তোমার এবম্বিধ চিত্র অঙ্কন করিয়াছে? কোন্ শিল্পকর সরল বৃক্ষসদৃশ তোমার মনোহর কলেবর গঠিত করিয়াছে? কে তোমার ভ্রূদ্বয় রামধনুর ন্যায় টঙ্কার দিয়া রাখিয়াছে? কে তোমার বেণীযুগল গ্রথিত করিয়াছে? তোমার গোলাপ-কুসুমসম গণ্ড-যুগল কাহাদ্বারা সিক্ত হইয়াছে? কে মুখমণ্ডল হইতে মধুর বাক্য উচ্চারণ করাইতেছে? তরুণ অরুণোপম তোমার মুখ-জ্যোতিঃ কাহার করুণাকণায় সম্পন্ন হইয়াছে? কোন্ তীক্ষ্ণ-দর্শক ইন্দীবরকে তোমার নয়ন-যুগলে রক্ষা করিয়াছে? কে তোমার প্রবালোপম দশনপঙ্ক্তির সৃজন করিয়াছে? কে তোমার দুই চিবুকের সন্ধিস্থলকে ক্ষুদ্র কূপস্বরূপে খনন করিয়াছে?"

ইউসফ তাঁহার এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "অয়ি আদিবালে ! আমি জগদীশ্বরের শিল্পতায় এই সংসারাশ্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আকাশমণ্ডল যাঁহার মহত্ত্ব-লেখনীর বিন্দু তুল্য ; অবনীমণ্ডল যাঁহার সৌন্দর্য্য-উদ্যানের কলিকা তুল্য ; আমি তাঁহারই লাবণ্য-সাগরের একটি জলবিম্ব-স্বরূপ। তাঁহারই শিল্পতাপ্রভাবে অংশুমালী কিরণ বিস্তার করিতেছেন। তাঁহার রূপজ্যোতিঃ সমুদায় কলঙ্ক হইতে পরিষ্কৃত এবং তিনি পবিত্রতার সহিত অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিতেছেন। সেই বিভুই স্বীয় বালুকা-কণার জ্যোতিঃ প্রদান করায়, অবনীমণ্ডল দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়াছে। তুমি এক্ষণে যে বস্তু সতৃষ্ণনয়নে পুনঃ পুনঃ দেখিতেছ, সে বস্তু তাঁহার মহত্ত্ব-জ্যোতির প্রতিভা-মাত্র। অতএব, যখন তুমি প্রতিবিম্বের দিকে দৃকপাত করিতেছ, তখন সত্বর তাহার মূল বস্তুর দিকে নয়ন নিক্ষেপ কর ; প্রকৃত বস্তুর নিকট তাহার ছায়া কোন কার্য্যকরী হইতে পারে না। আমি জগদীশ্বরের শপথপূর্ব্বক বলিতেছি যে, যদি তুমি মূলবস্তু হইতে দূরীকৃত হও, তাহাহইলে প্রতিবিম্ববৎ অস্তিত্ব বিহীনা ও অন্ধ ব্যক্তির ন্যায় জ্যোতির্ব্বিহীনা হইবে। যেমন কুসুম-বর্ণের স্থায়িত্ব চিরকাল থাকে না, তেমনি মানবজীবনেও কখন চির অস্তিত্ব সম্ভব হয় না। যদি তুমি স্থায়িত্ব অন্বেষণ কর, তবে মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করিতে যত্নবতী হও।"

বুদ্ধিমতী আদিকুমারী ইউসফের উপদেশ বাক্য শ্রবণান্তর প্রেমাসক্তিভাব অন্তর্হিত করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে মহাত্মন্ ! যখন প্রথমতঃ আমি তোমার রূপ প্রশংসা শ্রবণ করিয়াছিলাম, তখন তোমার প্রেমচিহ্ন মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া তোমারই সহিত মিলিত হইবার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টিত হইয়াছিলাম। তোমার বদনকমল নিরীক্ষণে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, তোমারই পদতলে স্বীয়জীবনের অবশিষ্টকাল হরণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু, তুমি আমার নিকট গুপ্তরহস্য প্রকাশ করিয়া, সেই সর্ব্বোপাস্য পরমবিধাতার বিষয় বর্ণন করিলে এবং স্বীয় বাক্য-চিরুণীতে কৃষ্ণকেশোপম আমার হৃদয়াবাসকে সুচিক্কণ করিয়া আপন প্রেমাসক্তি হইতে আমাকে ক্ষান্ত করিলে। আমার আশা-মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক, এই বালুকাকণাস্বরূপিণী রমণীকে অরুণপ্রতিভারূপ ঈশ্বর-জ্যোতিতে মিলিত করিয়া দিলে। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই গুপ্তরহস্য-

দ্বার উদ্ঘাটিত হওয়ায় তোমার আসক্তি আমাকে অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। আমি প্রথমে অন্ধা ছিলাম; এক্ষণে পরম কারুণিক সর্ব্বনিয়ন্তাকে স্মরণ করিয়া বলিতেছি যে, তুমি আমাকে নেত্ররত্ন দান করিয়া, জীবনরক্ষকের সহিত আমার জীবাত্মা সংযোগ করিয়া দিলে। আহা—যদ্যপি আমার সমুদায় লোম-কূপে এক একটি মুখ হয়, তথাপি তোমার অসাধারণ গুণের একাংশও বর্ণনা করিতে সমর্থ হইব না।"

অনন্তর আদিকুমারী তথা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক (ইউসফ্‌কে পরিত্যাগ করিয়া) স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরে কিয়দ্দিবস মধ্যে নীলসাগরকূলে, এক উপাসনা-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, স্বীয় যাবতীয় ধনসম্পত্তি ঈশ্বরের পথে লুণ্ঠন করাইয়া দিলেন; এমন কি একরাত্রিরও তাঁহার আহার্য্য সঞ্চয় রহিলনা। শিরোদেশে সুবর্ণোষ্ণীষ স্থলে, সামান্য জীর্ণবস্ত্র ধারণ করিলেন। শরীরাবাস হইতে সুসজ্জবস্ত্র উন্মোচন এবং কোমল করের মরকতখচিত কঙ্কণ সকল মৃণ্ময়পাত্রবৎ জ্ঞান করিয়া দূরে ক্ষেপণ করিলেন। সুকোমল শয্যায় শয়ন স্থলে, কন্টকী শয্যা রচনা করিলেন। তদবধি সেই উপাসনাগারে প্রবিষ্ট হইয়া আজীবনকাল আরাধনা-কার্য্যে বিলিপ্ত রহিলেন। এইরূপে কালক্ষেপ করিতে করিতে, যখন তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত হইল, তখন সেই মন্দিরেই আনন্দ-সহকারে প্রাণত্যাগ করিলেন।

হে-মন! তুমি এই রমণীদ্বারা ঈশ্বর-ভক্তি শিক্ষা কর এবং যদি তোমার কোন যাতনা নাথাকে, তবে প্রেমযন্ত্রণা ভোগ কর।* তুমি নিজ প্রণয়ী-শোকে শোকাকুল থাক, যদি অন্য শোক তোমার দৃষ্টিপথে পতিত না হয়। তুমি বিবেচনা করিওনা যে, সেই আদি ললনা স্বীয় জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন; বরঞ্চ, তিনি প্রাণবল্লভের রূপাতিশয়ের পূর্ণজ্যোতিঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে বাহ্যপ্রেমে তোমার জীবিতকাল নিঃশেষিত হইয়া আসিল, এখনও তুমি বাহ্য চেষ্টা হইতে নিরস্ত হইলেনা। অতএব, সুখভোগ চেষ্টা হইতে বিরহিত ও বিস্তৃত ঈশ্বরপ্রেমে বিমোহিত হইয়া, সেই সর্ব্ব-ফলদাতার নিকট আবাস নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অনন্তসুখ ভোগ কর।

এদিকে নৃপাত্মজা জেলেখা ইউসফ্‌কে গৃহে পাইয়া একবারে প্রফুল্লিত

* ঈশ্বর-প্রেম।

হইলেন এবং যাবতীয় সাংসারিক সুখভোগে বিরত হইয়া তাঁহারই দাসীত্বে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার নিমিত্ত সুবর্ণগ্রন্থিত, পট্টবস্ত্র বিনির্ম্মিত অঙ্গাচ্ছাদন ও মণি-মুক্তা খচিত মনোহর উষ্ণীষ নির্ম্মাণ করিয়া, প্রত্যহ তদীয় অঙ্গে নবনব বস্ত্র পরিধান করাইতে লাগিলেন। প্রাতঃকালে অরুণরূপ সম্রাট সুবর্ণমুকুটে সুসজ্জ হইয়া আকাশরূপ সিংহাসনে আরূঢ় হইলে, ইউসফের মস্তক ও দ্বিতীয় উষ্ণীষে পরিশোভিত এবং নূতন কটিবন্ধন তাঁহার কটিদেশে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। তদীয় অরুণনিন্দিত উজ্জ্বল বদন এক অঙ্গাচ্ছাদন-গ্রীবাদেশে উদ্গাত না হইয়া প্রত্যহ নবনব গাত্রাচ্ছাদনে ও নাগিনী সন্নিভ বেণীযুগল এক উষ্ণীষে আবৃত না হইয়া নবনব শিরোভূষণে বিভূষিত হইতে লাগিল। যে সকল দ্রব্য ইউসফ্ প্রিয় জ্ঞান করেন, জেলেখা সে সকল বস্তুই প্রাণপণ চেষ্টায় তৎসকাশে উপস্থিত করিতে লাগিলেন। রজনী সমাগমে ইউসফ্ দিবাশ্রান্তে সুনিদ্রায়নিমগ্ন হইলে, জেলেখা তাঁহার মনোমুগ্ধকরী কোমল শয্যায় নানাবিধ মনোহর সুগন্ধিপুষ্প বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার শয়নের দ্বিগুণতর শোভা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তৎকালে রাজবালা তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া নানাপ্রকার মনোরঞ্জিনী উপকথা কহিতে লাগিলেন। ইউসফের লোচনদ্বয় নিদ্রানিমীলিত হইলে, রাজতনয়া মদনবেগে প্রদীপের ন্যায় দীপ্তমানা হইয়া তৎসকাশে উপবেশন পূর্ব্বক স্বীয় কুরঙ্গসম চঞ্চল লোচন যুগল সেই নিশাপতির সৌন্দর্য্যোদ্যানে ক্ষেপণ করিয়া, উষাকাল পর্য্যন্ত বিচরণ করাইতে লাগিলেন। কখন তাঁহার ইন্দীবর বিনিন্দিত নয়নযুগলের সহিত কথোপকথন এবং কখন কুসুম-কলিকাবিনিন্দিত মুখমণ্ডলের দিকে দৃক্পাত করিতে লাগিলেন। কখন তাঁহার কোমল কলেবরে হস্তাবর্ত্তন ও কখন কপোলদেশ চুম্বন করিতে লাগিলেন। কখন তাঁহার গোলাপীপ্রভাবিশিষ্ট ওষ্ঠাধরে স্বীয় অধরোষ্ঠ সংযোগ করিয়া অধরসুধা পান ও কখন তদীয় চিবুকের উপর স্বীয় বদন রক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার কখন তাঁহার বেণীদ্বয়ের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন—"হে-সুচিক্কণ বেণীদ্বয়! তোমরা কেমন ইহার কুসুমাঙ্গে জড়িত হইয়া সুখে ক্রীড়া করিতেছ? যে দিনে এই দৈত্যবালা সদৃশী কুৎসিত রূপিণী জেলেখা, অপ্সরযুবা সদৃশ ইউসফের ক্রোড়ে তোমাদের ন্যায় বিলাস-ক্রীড়া আরম্ভ করিবে, সেদিনে আমার নয়নযুগলের অশ্রু তরঙ্গ প্রতিরোধিত

হইবে এবং আমি আপনাকে চিরপরিগৃহীতা জ্ঞান করিয়া সুখার্ণবে নিমজ্জিত হইব।" এইরূপে নৃপতিনন্দিনী দিন যামিনী মনোহারিণী কাহিনী শুনাইয়া ইউসফের মনোরঞ্জন এবং নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া তাঁহাকে আত্মবশীভূত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদা জেলেখা ইউসফের পূর্ব্ব বিরহ স্মরণে সাতিশয় কাতরভাবাপন্ন হইয়া পড়িলেন। কোন প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। ইউসফ্ বহির্দ্বারে ছিলেন, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত একবার বহির্দ্বারে আগমন করেন, আবার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হন। ইউসফ্ ব্যতিরেকে গৃহমধ্যেও সুখাবলোকন করেন না এবং লজ্জা বশত, বহির্দ্বারেও অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে পারেন না। সুতরাং নয়নযুগল অশ্রুজলে ভাসমান করিয়া, কখনগৃহাভ্যন্তরে ও কখন বহির্দ্বারে গমনাগমন করিতে লাগিলেন। ধাত্রী তাঁহার এবম্বিধ অবস্থা দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া কহিল, "রে বৎসে জেলেখে! যাহাতে তোমার মনোবাসনা অচিরে সফল হয়, তজ্জন্য আমি তোমাকে নিরন্তর আশীর্ব্বাদ করিতেছি। পরন্তু, আমি জানিতে পারিতেছিনা যে, অদ্য তোমার কি অবস্থা ঘটিতেছে। কেন তোমার অন্তঃকরণ দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত রহিয়াছে? যেমন প্রবল সমীরণ প্রবাহিত হইলে, বৃক্ষপত্র সকল দোলায়মান হয়—যেমন পত্রে পত্রে অনবরত আলিঙ্গন হয়—যেমন তরুগণ কখন অগ্রদিকে ও কখন পশ্চাদ্দিকে পতিত হয়—তদ্রূপ কেন স্পন্দিত হইতেছ? এবং কাহার দ্বারাই বা এরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতেছ—স্বরূপতঃ বর্ণনা কর।" "করুণাময়ি! আমি স্বীয় দুরদৃষ্টতাবশত, এবম্বিধ ব্যাধিগ্রস্ত হইতেছি। আমি দুঃখভার বহন করিতেছি, কিন্তু, উহা কে আমার প্রতি নিক্ষেপ করিতেছে,—কিছুমাত্র অবগত নহি।—শোকাকুলাবস্থায় কালহরণ করিতেছি, কিন্তু, জানিনা—কাহার জন্য আমার এ অবস্থা ঘটিতেছে। এজন্য আমার সুখসম্ভোগ সমুদায় বিলুপ্ত হইতেছে। আমি এক্ষণে কোমল লতিকার ন্যায় ক্ষীণা হইয়াছি; মৎপ্রতি বিরহরূপ প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হওয়ায়, আমার কলেবর চতুর্দ্দিকে কম্পিত হইতেছে। কিন্তু, সেই সমীরণ কোন্ খনি হইতে উত্থিত হইতেছে—কিছুমাত্র অবগত নহি।" জেলেখা এই সমস্ত বলিয়া ধাত্রীর বাক্যের উত্তর প্রদান করিলে, ধাত্রী বিষণ্ণ বদনে তথাহইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর যখন জেলেখা দিবসশর্ব্বরী ইউসফের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন একদা ইউসফ্ কথায় কথায় আপন পরিচয়, বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের অত্যাচার ও কূপে পতন প্রভৃতি বিবরণ সমূহ তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। জেলেখা ইউসফ্-প্রমুখাৎ তাঁহার কূপে পতন বিবরণ শ্রবণ করিয়া একবারে শিহরিয়া উঠিলেন। তখন জেলেখার স্মরণ হইল যে, তিনিও সেই দিবস সাতিশয় উৎকট রোগে আক্রান্ত হইয়া, জীবন্মৃত প্রায় হইয়াছিলেন। সত্য, ইহা জানা আবশ্যক যে, প্রেমিক-প্রেমিকার মনে মনে (প্রণয়ী ও প্রেয়সী সম্বন্ধীয়) একটি গমনাগমন পথ সর্ব্বদা অবারিত থাকে। যদি প্রণয়ী বা প্রণয়িনীর পদতলে কণ্টকী-কণা বিদ্ধ হয়, তাহাহইলে তদ্দারা প্রেমিক-প্রেমিকার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া থাকে; যেমন—মজনু নামক কোন এক রাজকুমার, লয়লানাম্নী এক বণিকতনয়ার প্রেমে অভিভূত হইয়া, তাঁহার দর্শনলাভের ইচ্ছায় কখন সন্ন্যাসিবেশে, কখন দীনবেশে, কখন বা বৈদ্যবেশে ভ্রমণ করিতেন। আবার কখন দর্শনলাভে বঞ্চিত হইয়া, নগরে নগরে— প্রান্তরে প্রান্তরে ও বনে বনে উন্মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় প্রধাবিত হইতেন এবং কখন অরণ্য মধ্যেও বাস করিতেন। একদা মজনু বনে আছেন, এমন সময়ে লয়লা শারীরিক রোগে সাতিশয় পীড়াগ্রস্ত হইয়া জীবন্মৃত প্রায় হইয়া উঠিলেন। কেহ কোন গতিকে তাঁহার ব্যাধি উপশম করিতে পারিল না। অনন্তর সুচিকিৎসকগণ নানাগ্রন্থ অনুশীলন পূর্ব্বক, লয়লার শিরা হইতে শোণিত পাত করাইতে পরামর্শ দান করিলেন এবং শেষে ইহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, লয়লার শিরা ছেদন পূর্ব্বক শোণিত পাত করাইলেন। এই সময়ে বনবাসী মজনুর বোধ হইল যেন, কেহ তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল এবং মজনুর হস্ত দিয়া শোণিত নির্গত হইল। পাঠক! ইহাতে প্রেমিক-প্রেয়সীর মনে মনে যে, একটি গুপ্তদ্বার সতত অবারিত থাকে ইহার আর সন্দেহ কি?

অনন্তর কিছুদিন গত হইলে, ইউসফ্ বনমধ্যে ছাগ মেষ চারণের অভিলাষী হইয়া, তন্নিমিত্ত জেলেখার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ইহার কারণ এই যে, যাজকপুত্রগণ ছাগ-মেষ চারণ না করাইলে, কখন তাঁহারা পিতৃপদে অভিষিক্ত ও ধর্ম্মযাজক মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিতেন না। জেলেখা ইউসফের এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া, প্রস্তর নিক্ষেপ পূর্ব্বক ছাগ-মেষ ফিরাই-

বার জন্য একটি সূত্রগ্রন্থিত প্রস্তর নিক্ষেপক-যন্ত্র নির্ম্মাণ ও তাহা স্বীয় চিকুরগুচ্ছের ন্যায় চিক্কণরূপে বয়ন করিলেন।* মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, "যদি ইহাতে আমার কতিপয় শিরোরুহ সংযুক্ত হয়, তাহাহইলে ইউসফের হস্ত সংঘর্ষণে তাহারা অধিকতর আদরণীয় হইবে।" এই ভাবিয়া কতিপয় কেশ উৎপাটন করিলে, প্রেমোদ্যান হইতে যেন কেহ তাঁহাকে গভীর স্বরে কহিল, "চপলে!—কুপথগামিনী হইয়া, স্বীয় প্রাণবল্লভকে চিকুরভার বহন করাইতে অভিলাষিণী হইতেছ? তুমি কি অবগত নহ যে, প্রণয়ীজনকে, কোনপ্রকারের কোন ভার বহন করান প্রেমিক-দলের বহির্ভূত?" এইরূপে জেলেখার জ্ঞানোদয় হইলে, আর সে যন্ত্রে কেশ সংযুক্ত না করিয়া ইউসফের হস্তে প্রদান করিলেন এবং কতিপয় রক্ষি-সমভিব্যাহারে তাঁহাকে ছাগচারণে গমন জন্য অনুমতি দান করিলেন। জেলেখা-প্রদত্ত প্রস্তর নিক্ষেপযন্ত্র লইয়া ইউসফ বনমধ্যে গমন করিলেন। তিনি যে সকল ছাগ লইয়া বন প্রবেশ করিলেন, উহারা অনুপম এবং খোতন নগরের কুরঙ্গগণের ন্যায় সৌম্বলোদ্যান-বিচরিত। উহাদের গাত্র-লোম বায়স বিহঙ্গম ও পট্টবস্ত্রের ন্যায় চিক্কণ এবং স্থূলকায় 'দোম্বা' সকল গাত্রভরে ধীরগামী।† যে প্রান্তর মধ্যে সেই চিক্কণ লোমাবৃত ছাগ সকল বিচরণ করিতে লাগিল, প্রিয়পাঠক! যদি স্বচক্ষে সেই প্রান্তর নিরীক্ষণ করিতে, তবে নিশ্চয় বলিতে যে, এ প্রান্তর নয় তটিনী; ইহাতে চিক্কণ ছাগদলরূপ তৈল তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। সেই সুশোভিত শ্যামল লোমরাশিমণ্ডিত নীল নীরদমালানিন্দিত ছাগদলে ইউসফ্ ধীরে ধীরে একদিক্ হইতে অন্যদিকে গমন করিতে থাকায়, বোধ হইল যেন প্রাতঃকালে বিভাবসু আকাশপটে সমুদিত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে গমন করিতেছেন।

এদিকে রাজকুমারী দিবস-শর্ব্বরী সেই বনবিহারী ছাগরক্ষকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিবস এইভাবে অবস্থান করিতে করিতে ইউসফ্কে দেখিবার জন্য সাতিশয় ব্যাকুলা হইলেন, না দেখিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করেন, কিছু স্থির করিতে পারিলেন না। মনে মনে কহিতে লাগিলেন,

*প্রস্তর নিক্ষেপ যন্ত্র সূত্র বা রজ্জু সংগ্রথিত। ইহাদ্বারা প্রস্তরাদি অনেক দূরে নিক্ষেপ করিতে পারাযায়।

† দোম্বা এক প্রকার মেষ। আরব দেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

"হায়! আমি যঁাহার জন্ত এরূপ বিহ্বলা হইতেছি, তিনি কে? আমি তাঁহার প্রতি এরূপ অনুরক্ত যে, তাঁহাকে একবারও বিস্মৃত হইতে পারি না। কিন্তু, তিনিত কখন আমার দিকে দৃক্‌পাতও করেন না। বিধাতা তাঁহাকে কি পাষাণরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন?" আবার ভাবিলেন, "অহো—আমি কি নির্ব্বুদ্ধি! আমি কাহাকে আপন প্রণয়ী জ্ঞান করিতেছি। ইউসফ্‌ত আমার যোগ্য নহে। সে সামান্য কিঙ্কর; নীচ ব্যবসায়ী; ছাগ বিচরণকারী; আমি রাজনন্দিনী—রাজমন্ত্রি-পত্নী। ইউসফ্ কি প্রকারে আমার সম্মাননাজানিবে? কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরা কি রত্নের মূল্য জানিতে পারে? সুতরাং ইউসফের প্রেমে অভিভূত হওয়া আমার পক্ষেউচিত নহে।" কিন্তু, হৃদয় একবারপরহস্তগত হইলে, কি আত্মাধিকারে পুনরাগত হয়? জেলেখা যত পর্য্যালোচনা করিলেন সকলই অলীক হইল। ইউসফের মাধুরীময়ী মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার হৃদয়পটে সমুদিত হইতে লাগিল। অনন্তর ইউসফ্ কানন হইতে জেলেখার আবাসে পুনরাগত হইয়া অহরহ তাঁহার নিকট বাস করিতে লাগিলেন। জেলেখা ইউসফ্‌কে ক্রয় করিবার পূর্ব্বে কখন তাঁহাকে দর্শন করেন নাই; কেবলমাত্র স্বপ্ন ও ধ্যান যোগে তাঁহার প্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার দর্শন নিমিত্তই নানাপ্রকার যাতনা ভোগ করিয়া এবং অনশনাবস্থায় কালহরণ করিয়া মিসরনগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। অতঃপর যখন ইউসফের অনির্ব্বচনীয় মনোরম কান্তি দর্শন করিলেন, তখন তদীয় সম্মিলন জন্য সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন ও তাঁহার সহিত গোপনে বিহার করিবার অভিলাষ করিতে লাগিলেন। সত্য, যখন কোন ব্যক্তি উপবন মধ্যে পুষ্প সন্দর্শনার্থ আগমন করেন, তখন প্রথমত, পুষ্প-বর্ণে মুগ্ধ হইয়া পুনঃপুনঃ তৎপ্রতি নয়ন নিক্ষেপ করেন। তদনন্তর পুষ্প দেখিয়া নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইলে, ক্ষণকাল মধ্যেই সে পুষ্প চয়ন করিবার জন্ত কর প্রসারিত করেন।

ক্রমে জেলেখা ইউসফ্ দ্বারা স্বীয় স্পৃহা চরিতার্থ করিতে যত্নবতী হইলেন, কিন্তু, ইউসফ্ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ইউসফ্ জেলেখার মনোরথ পূর্ণ নাকরায় জেলেখা নয়নযুগল হইতে অশ্রুতরঙ্গ প্রবাহিত করিতে লাগিলেন—কিন্তু, ইউসফ্ তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতে লাগিলেন। জেলেখা ইউসফের প্রেমচিহ্ন ধারণ করিতে লাগিলেন—কিন্তু, তিনি তাঁহাহইতে

ক্ষোভযুক্ত হইতে লাগিলেন। জেলেখা সেই সৌন্দর্য্যাকর পরম মনোহর যুবকের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন—কিন্তু, ইউসফ্ স্বীয় পদপৃষ্ঠে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। জেলেখা ইউসফের প্রেমানলে ভস্মীভূত হইতে লাগিলেন—কিন্তু, ইউসফ্ (পাছে জেলেখার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ হয় তজ্জন্য) নয়ন বন্ধন করিতে লাগিলেন। পাপভয়ে তাঁহার মুখাবলোকন করিলেন না। যখন ইউসফ্ কোনরূপে জেলেখার প্রতি অনুরক্ত হইলেন না, তখন, "রে দুশ্চেষ্টিত পিশাচ মদন! আমি তোর্ কি দোষ করিয়াছিলাম। তুই আমাকে ক্রীতদাসের অধীনা করিলি—রে দুরন্ত-কালান্তক্-অন্তক্-মন্মথ! আমাকে পিতৃভবন হইতে দূরীকৃত করিলি—জনক-জননীকে পরিত্যাগ করাইলি—রে-পাপকারিন্—পাপেন্দ্রিয়! তোর্ প্রতাপ প্রভাবে এই রাজকুমারী ও রাজ-সিংহাসনাধীশ্বরী—আমি জর্জ্জরীভূত হইলাম—রে-কুপথগামিন্—মানসহারিন্! আমি যাঁহার প্রণয়ে উন্মাদিনী হইয়া অহর্নিশ যাপন করিতেছি, তিনি ক্ষণকালের জন্য আমার অভিলাষ পূর্ণ করেন না—রে দুরাত্মন্! ইহা কি সামান্য আশ্চর্য্য বার্ত্তা! আমি যদি বেশবিন্যাস সজ্জিত করি, তবে আমার রূপ সন্দর্শনে সুধাকর-করও মলিন হইয়া থাকে; কিন্তু, সেই পাষাণাত্মা ইউসফ্ তথাপি প্রলোভিত হইতেছেন না। মিসরবাসিনী কুলকামিনীগণ যদি আমার এই অবস্থা অবগত হয়, তাহাহইলে তাহারা বিবিধ প্রকারে আমার নিন্দা করিবে এবং দূর হইতে অঙ্গুলি সঙ্কেতে যেরূপ দ্বিতীয়াচন্দ্র নিরীক্ষণ করে, সেইরূপে আমাকে দর্শন করিবে।" এই বলিয়া জেলেখা অহর্যামিনী বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, ইউসফ্কে অন্তর হইতে অন্তর করিতে ও বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। প্রকৃত, যখন কোন প্রিয়বান্ধব আত্মার সহিত মিলিত হন, তখন জীবাত্মা কোনপ্রকারে তাঁহার সম্মিলনচ্যুত করিতে পারেনা।

জেলেখার এবম্প্রকার ভাব দেখিয়া ধাত্রী নয়নজল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "তনয়ে! তোমার চন্দ্রানন-প্রভায় আমার লোচন দ্বয় প্রদীপ্ত এবং মনঃপ্রাণ প্রফুল্লিত। বালে! তোমার অন্তঃকরণ ব্যথিত থাকায়, আমি জানিতে পারিতেছিনা যে, অদ্য তোমার কি অবস্থা হইতেছে। কেন তোমার প্রফুল্লভাব দূর হইয়াছে? কেন তুমি চিররোগীর ন্যায় ক্ষীণা হইতেছ? যে সময়ে ইউসফ্ হইতে দূরবর্ত্তিনী ছিলে, তাঁহার সম্মিলনে অসমর্থ ছিলে, সে সময়ে

যে, তাঁহার বিরহে ভস্মীভূত হইতে, তাহা তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল। কোন্ প্রেমিক তোমার ন্যায় সুযোগ পাইয়াছে যে, তাহার নিকট তৎপ্রণয়ী কার্য্যাবনত হইয়া রহিয়াছে? তোমার সৌভাগ্যারুণ সমুদিত হইয়াছে এবং তোমার প্রণয়ী তোমার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন। মহীপতিযোগ্য প্রিয়তম তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াছেন; তুমি তদপেক্ষা আর কি অভিলাষ করিতেছ? এক্ষণে তাঁহারই নিকট সন্তুষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিয়া যাতনা-বিমুক্ত হও এবং স্বীয় কামনা পূর্ণকর। তাঁহার ওষ্ঠাধর চুম্বনে স্বীয় হৃদয় পরিতৃপ্ত ও তদীয় প্রণয় সুধা পান কর।" ধাত্রীর কথা শুনিয়া জেলেখা বলিলেন, "হা-মাতঃ! তুমি কি আমার অবস্থা জ্ঞাত নহ? তুমি কি অবগত নহ যে, আমি সেই জীবন-সর্ব্বস্বের নিকট কি প্রকারে স্বীয় স্পৃহা চরিতার্থ করিতেছি? তিনি আমার ক্রীত কিঙ্কর; কিন্তু, কখন আমার বাসনাপূর্ণ করেন না। তিনি কখন আমা হইতে অন্তর্হিত হননা, অথচ কখন আমার দিকে নয়ন নিক্ষেপও করেন না। মাতঃ! যে তৃষ্ণা জীবী সম্মুখে জল থাকা স্বত্বেও পান করিতে পারে না, সে তৃষ্ণা জীবীর পিপাসা কি প্রকারে শান্তি হইতে পারে? জননি! আমি ইউসফের দোষ বলিতেছিনা— বরং আমার অদৃষ্টেরই দোষ! আমি তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিলে, তিনি মস্তকাবনত করেন। যখন আমার মুখমণ্ডল হইতে সৌন্দর্য্য-দীপ প্রজ্বলিত হয়, তখন তিনি অধোমুখ হইয়া চক্ষুঃবন্ধন করেন অথবা চরণে দৃষ্টি রাখেন। ফলত, তাঁহার পদযুগল কি আমার মুখাপেক্ষা সুন্দর? তিনি যে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না তজ্জন্য, আর তাঁহাকে তিরস্কার করা বৃথা। এমনি তাঁহার সহিত আমার কার্য্যে বাধা পড়িয়াছে যে, তাঁহারদিকে দৃক্‌পাত করা আমার সুকঠিন। তদীয় অধরোষ্ঠ রসে আমার রসনাসিক্ত হইবে কোথা—না— আমারই শোণিত সকল বারি স্বরূপে পরিণত হইয়া নেত্রদ্বয় হইতে বর্ষিত হইতেছে।—তাঁহার সরলাঙ্গকে স্বীয় আশাবৃক্ষ বলিয়া মনে করি, কিন্তু, তিনি ক্ষণকালের জন্যও মৎপ্রতি ছায়া বিস্তার করেন না। আমি যখন ঐ বৃক্ষ হইতে আশাফল চয়ন করিতে অভিলাষিণী হই, তখন ঐ বৃক্ষদিকে করপ্রসারণ করিতে না করিতেই বিবিধ কষ্টভোগ করি। মাতঃ! আমি ইউসফের হস্ত ধারণ করিতে কি প্রকারে সমর্থ হইব? তিনি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইয়া, আপন করযুগল বাহুমূলের সহিত মিলিত করিয়া রাখিয়াছেন।" ধাত্রী জেলেখার

কথা শুনিয়া, রোদন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "বৎসে! এতদূর কষ্টপ্রাণা হইয়া জীবন রক্ষা করা সম্পূর্ণ শঙ্কট। যদি কোন কারণ বশত, প্রিয়বান্ধব প্রেমিকা হইতে অন্তর হয়, তবে সে প্রিয়বান্ধবও এমন নিকটবাসী প্রণয়ীজন হইতে উত্তম। বিরহযন্ত্রণা একই দুঃখমাত্র; কিন্তু, এরূপ নিকটবর্ত্তী প্রণয়ীজন দিনে দিনে শত শত যন্ত্রণা প্রদান করেন।"

ধাত্রী-কথিত বাক্যশ্রবণে জেলেখা পুনরায় যুক্তকরে বিনীত বচনে কহিলেন, "অয়ি জীবন রক্ষিণি! আমি আজীবনকাল তোমার সহবাসিনী এবং তুমিই পূর্ব্বাপর আমার সহযোগিনী ও সহায়তাকারিণী। এক্ষণে তুমি আর একবার আমার প্রতি স্বীয় অনুগ্রহ বিস্তার কর। আমাকে যাতনা ভোগ করিতে দেখিতেছ; অতএব, কিঞ্চিন্মাত্রায় মমকষ্টে সমব্যথিত হও এবং একবার ইউসফের নিকট গমন করিয়া, আমার অবস্থা তাঁহার গোচর কর।" তচ্ছ্রবণে ধাত্রী তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ইউসফের নিকট গমন করিল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, "মহাশয়! ভবাদৃশ রূপলাবণ্য-সম্পন্ন যুবা পুরুষ মনুষ্যকুলে এপর্য্যন্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। আমার বোধ হয় আপনার শরীরাবাস জলকর্দ্দম ইত্যাদি হইতে গঠিত না হইয়া, ঈশ্বর-জ্যোতিঃ হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎপ্রযুক্ত যখন আপনি ধরাতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন হইতেই পৃথিবীর মনুষ্য সকলে আপনার সৌকুমার্য্যো-পাখ্যান পাঠ করিতেছে। ধরাতলে যে সমস্ত সুন্দর-সুন্দরীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও আপনার ন্যায় রূপলাবণ্যসম্পন্ন পরি-লক্ষিত হয় না। আপনার ন্যায় সৌন্দর্য্যাকর-তনয় জন্মগ্রহণ করায়, আদমের চক্ষুঃ প্রদীপ্ত এবং সমগ্র ধরণী বসন্তকালীন কুসুমোদ্যানবৎ শোভিত হইয়াছে। আপনার রূপলাবণ্য মানবকুলের বহির্ভূত থাকায়, উহার শোভা সন্দর্শনে অপ্সরাগণের চক্ষেও পীড়া জন্মিয়া থাকে। যদি অপ্সরাগণ আপনার রূপ-দর্শনে লজ্জিত না হইতেন, তাহাহইলে ধরিত্রীতলে আপনার সৌন্দর্য্য এতাধিক বিখ্যাত হইত না। যদিও অমরগণ আকাশমার্গে বাস করেন, তথাপি তাঁহারা আপনার রূপলাবণ্যে লজ্জিত হইয়া মস্তকাবনত করেন। রাজনন্দিনী যদিও নক্ষত্র-রূপিণী ও মনোহারিণী বটেন, তথাপি তিনি কখন আপনার সৌন্দর্য্যের সমতুল হইবার যোগ্যা নহেন। তিনি শৈশবকালে আপন পিতৃভবনে আপনাকে

স্বপ্ন-যোগে দর্শন করিয়া, এপর্য্যন্ত প্রেমোন্মাদিনী হইয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে যদিও তিনি আপনার বিরহ রোগে আক্রান্ত হইয়া সূক্ষ্ম-কেশের ন্যায় ক্ষীণা হইয়াছেন, তথাপি মনঃক্ষেত্রে আপনার আশা-বীজ বপন করিতেছেন এবং আপনারই জন্য স্বীয় অর্জ্জিত ধনসম্পত্তি পর্য্যবসিত করিতেছেন। অতএব, আপনি তৎপ্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আপনি অনুমতি প্রদান করুন, তাহাহইলে তিনি আপনার অধরচুম্বনে কামনাপূর্ণ ও বিরহানল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। আপনার সঞ্জীবন-সলিলপূর্ণ অধরোষ্ঠ হইতে যদি তিনি কামনাপূর্ণ করিতে সমর্থ হন, তাহাহইলে উত্তম হয়। তিনি আপনার প্রণয়িনী হইবার বাসনা করেন না, বরঞ্চ, আপনি তাঁহাকে দাসীত্বে গ্রহণ করিলে চরিতার্থা হইবেন।" ধাত্রীর এই মায়াপূর্ণ ও নীতিশূন্য বাক্যশ্রবণ করিয়া, ইউসফ্ কহিতে লাগিলেন, "ধাত্রি! তুমি সকল বিষয়ে সুনিপুণা; অতএব, আমার নিকট এবম্প্রকার তঞ্চকপূর্ণ উপাখ্যান বিবৃত করিয়া, আমাকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করিওনা। দেখ, আমি জেলেখার ক্রীতদাস এবং তাঁহার অনন্ত অনুগ্রহে প্রতিপালিত ও নানাপ্রকারে সুরক্ষিত হইতেছি। তৎকৃতজ্ঞতা স্বরূপ যদি আমি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গুণানুবাদ করি, তাহাহইলেও শেষ হয় না। যখন আমি তাঁহার ক্রীতকিঙ্কর, তখন তাঁহার আদেশ পালনে সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত আছি; কিন্তু, আমার সহিত এই লোক-বিগর্হিত ও ঈশ্বর-বিগর্হিত ব্যবহার করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিও। আমি কি প্রকারে ঈশ্বরাদেশ অবহেলন করিয়া, অন্ধকারাবৃত পাপকক্ষে নিহিত হইব? আজিজ্-মিসর আমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে লালনপালন করিয়া, অন্তঃপুররক্ষক বলিয়া গণনা করিয়াছেন; আমি তাঁহার অন্নপ্রতিপালিত হইয়া কি প্রকারে আবার তাঁহারই অনিষ্ট-সাধন করিব? তাহাহইলে সর্ব্বশক্তিমান জগন্নিয়ন্তা আমাকে কুলধর্ম্মচ্যুত করিবেন। ধাত্রি, তুমি বর্ষীয়সী।—বিবেচনা কর পরদার-হরণকারীর পুত্রই পরদারী হয়। যেমন মানুষী-গর্ভে কুক্কুর ও কুক্কুরীগর্ভে মনুষ্য প্রসব হয় না, যেমন গোধূম বীজ বপন করিলে যব এবং যব বীজ বপন করিলে গোধূম উৎপন্ন হয় না, তেমনি পবিত্রাত্মাগণ দ্বারাও কখন অন্যায় ও পাপকার্য্য সাধিত হয় না। আমি স্বহৃদয়ে ইস্রাইলের রহস্য রক্ষা করি-তেছি এবং সপ্তমাকাশাধ্যক্ষ 'জিব্রিল' দেব দ্বারা বিবেচনা-শক্তি প্রাপ্ত হইয়া

ধর্ম্মযাজক নামে অভিহিত হইয়াছি।* এক্ষণে নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে চেষ্টা করা আমার অকর্ত্তব্য এবং আমার বংশে কেহ কখন পরদারহরণ করিয়া থাকেন নাই। মনে কর আমার বংশ গোলাপ কুসুম-কলিকার ন্যায় সুকোমল পদার্থ ; ঐ কলিকা আমার প্রপিতামহ এব্রাহিমের সময় হইতে বিকশিত হইয়া আসিতেছে। সেই সময় হইতে লোকের পাপ-কলুষিত হৃদয় আমাদেরদ্বারা সুরভি সংযুক্ত হইয়া আসিতেছে। আমি সতত সর্ব্ব-নিয়ন্তার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যেন, তিনি আমাকে পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত রাখেন। আমি সেই পবিত্র-ব্রহ্মের অসীম অনুকম্পা-প্রত্যাশায় এবং দুরাচার রিপুগণের আশঙ্কায়, স্বহৃদয়ে পবিত্রবীজ বপন করিতেছি।"

ধাত্রী ইউসফের এই উক্তি শ্রবণ করিয়া, তথাহইতে প্রত্যাগত হইয়া তৎ-কথিত তাবদ্‌ বৃত্তান্ত জেলেখার নিকট বর্ণনা করিল। তচ্ছ্রবণে জেলেখা চঞ্চল-চিত্ত হইয়া, লোচনযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ক্ষণবিলম্বে একবারে উন্মত্তার ন্যায় চঞ্চলা হইয়া ইউসফের নিকট গমন করিয়া, "হে-জীবিতেশ্বর! আমি তোমার প্রণয়ে এরূপ ভস্মীভূত হইয়াছি যে, আমার গাত্রলোম সকল দগ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং তাহারাও তোমার আসক্তিশূন্য নহে। তোমার ধ্যান করিয়া, আমার জীবাত্মা শরীরাবাসে অবস্থান করিতেছে। তোমার বেণীযুগল আমার কণ্ঠদাম স্বরূপে পরিণত হইয়াছে। মদীয় জীবাত্মা তোমার প্রণয়-সুধা পান করিবার জন্য চঞ্চল ও শরীরাবাস তোমারই বিরহশোকে বিকল হইয়াছে। তোমার প্রণয়-পাথারে এরূপ নিমজ্জিত হইয়াছি যে, বহুপরিশ্রমেও কূলপ্রাপ্ত হইতেছিনা ; অতএব, তুমি করুণা প্রকাশ করিয়া আমার যৌবন-তরণী আরোহণপূর্ব্বক আমাকে অকূল-সাগর হইতে কূল প্রদান কর। যদি কোন অস্ত্রকারী আমার শিরা মধ্যে অস্ত্রবিদ্ধ করে, তাহাহইলে আমার সর্ব্বাঙ্গ হইতে তোমার বিরহ-শোণিত নির্গত হইবে ;" এইরূপে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন।

ইউসফ তাঁহার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়াই রোদন করিয়া উঠিলেন।

---

* ইউসফের পিতামহ এস্‌হাকের সময় হইতে যীশুখৃষ্ট পর্য্যন্ত যাজকগণ 'বনি ইস্‌রাইল' নামে খ্যাত ছিলেন।

তদ্দর্শনে জেলেখা নিতান্ত ক্ষোভযুক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হৃদয়নিধি! তুমি কেন আমার বাক্যশ্রবণে রোদন করিলে? আমি তোমার নিকট আগমন করিয়া চিত্ত প্রফুল্ল করিব মনে করিতেছিলাম; কিন্তু, সহসা তোমার রোদনে একবারে বিচলিত হইয়া উঠিলাম। তুমি নেত্রদ্বয় হইতে সামান্য অশ্রু বর্ষণ করায়, সেই অশ্রু আমার হৃদয়ে শাণিত শর স্বরূপে বিদ্ধ হইল। আমি তোমার প্রফুল্লভাব নিরীক্ষণ করিলে, আনন্দার্ণবে নিমজ্জিত হই এবং তোমার বিষণ্ণভাব দর্শন করিলে, আমাকে মর্ম্মাহত হইতে হয়।" ইউসফ্ বলিলেন, "ঠাকুরাণি! যদি আমার রোদন বিবরণ শ্রবণ করিতে আপনার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াথাকে, তবে শ্রবণ করুন।

প্রথমত, পিতৃস্বসা আমার প্রতিপালনকারিণী হইয়া, শেষে আমার চৌর্য্যাপরাধে সমগ্রজগতে আমার দুর্নাম করিয়াছিলেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ অপেক্ষায় পিতা আমাকে প্রিয়তম জ্ঞান করায়, তাহারা আমার বিদ্বেষ-বৃক্ষ স্ব স্ব হৃদয়-ক্ষেত্রে রোপণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার ছলনা ও প্রলোভন দ্বারা আমাকে পিতা হইতে অন্তর্হিত করিয়া, দীনাবস্থায় এই মিসরনগরে বিতাড়িত করিয়াছে। আমি তজ্জন্য, সতত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি। তৎপ্রযুক্ত আমি সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের নিকট সতত প্রার্থনা করিতেছি যে, যেন আমার প্রতি কাহারও স্নেহ না হয়। প্রভুপত্নি! মাদৃশ হতভাগ্য পুরুষ জগতে অতি বিরল; কারণ, যাঁহারা আমাকে প্রিয়তম জ্ঞান করিলেন, তাঁহাদের নিকট হইতে আমি দূরীকৃত হইলাম। তজ্জন্য, আমি রোদন করিতেছি। আমার দুর্ভাগ্যবশত, আমি যাঁহার শরণাপন্ন হইয়াছি, তিনিই আমাকে যাতনাসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। এমতস্থলে আমি-যে আপনার প্রীতিভাজন হইব, তাহা কি প্রকারে আমার প্রতীতি হইবে? বিশেষত, আপনি আমার প্রভুপত্নী; আমাকে সহজেই কষ্ট দিতে পারেন। আরও বিবেচনা করুন, জগৎপতি ব্যতীত অপর কাহারও প্রেমাবদ্ধ হওয়া উচিত নহে; যেহেতু তদ্ব্যতীত কাহারও প্রেমের স্থায়িত্ব নাই। আমি আপনাকে তাহার উদাহরণ দিতেছি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন; যেমন—

যদ্যপি কোন বৃক্ষ তাদৃশ উন্নত হয় যে, তাহার শাখা পল্লব সকল আকাশ-মার্গে সংঘর্ষিত হইয়াথাকে, তথাপি তাহার স্থায়িত্ব কোথায়? নিশ্চয় একদিন মূলোচ্ছেদিত হইয়া ভূমিসাৎ হয়। দিবা দুইপ্রহরকালে অংশুমালী আকাশো-

পরি এরূপ প্রখর কিরণ বিস্তার করেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় মনুষ্য ও অন্যান্য জীবসমূহ অতিশয় ক্লান্ত হয় ; কিন্তু, আবার ক্ষণবিলম্বেই পশ্চিমাভিমুখে কুজরূপ ধারণ করিয়া ক্রমে সন্ধ্যাকালে পশ্চিমাচলে অস্তমিত হন। যখন শুক্লপক্ষের নিশাপতি ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হন, তখন পশ্চাৎ আবার কৃষ্ণপক্ষে তাঁহাকে ক্ষীণ ও মলিন হইতে হয়।" এতচ্ছ্রবণে জেলেখা উত্তর করিলেন, "হে মনোবাসনা সফল কারিন্! আমি তোমার প্রণয়িনী হইবার বাসনা মনোমধ্যে জাগরূক করিনা; বরং, আমি তোমার দাসী হইতেও নিকৃষ্টা। যদি তুমি এই অনঙ্গজর্জ্জরিতা, বিরহপ্রপীড়িতা কিঙ্করীকে স্বীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর, তাহাহইলে উত্তম হয়। এই সামান্যা দাসী হইতে তোমার চরণসেবা ভিন্ন আর কোন অপরাধ হইবেনা। আমি যখন আত্মাপেক্ষা তোমাকে অধিকতর ভালবাসি, তখন আমাকে শত্রুবৎ জ্ঞান করিবার প্রয়োজন কি? যখন কেহ কখন আত্মার অনিষ্টসাধনে ব্রতী হইতে পারে না, তখন তুমি আমার ভয়ে কেন ভীত হইতেছ? আমি তোমার বিরহে একবারে মরণোন্মুখী হইয়াছি; অতএব, তুমি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় অধর রূপ জীবনপ্রদায়ক সুধা দ্বারা আমাকে পুনর্জ্জীবন প্রদান কর। তুমি ক্ষণকালের জন্য সুখভোগী হও এবং আমাকেও চিরসুখী কর।" "অয়ি প্রতাপান্বিতে! আমি আপনার পারিচর্য্য-শৃঙ্খলে সতত আবদ্ধ; আমি আপনার দাসত্ব ব্যতীত অপর কার্য্যে বাসনা রাখিনা এবং আপনিও স্বীয় কিঙ্করদ্বারা আধিপত্য অন্বেষণ করিয়া আমাকে লজ্জিত করিবেন না। মত্তুল্য সামান্য ব্যক্তি আপনার সহবাসী হইতে বা আজিজ মিসরের আসনে আহারোপবেশন করিতে পারেনা। যাদৃশ কিঙ্কর প্রভুর সহিতএকই পাত্রে ভোজন করিতে অভিলাষ করে, প্রভু তাদৃশ কিঙ্করের শিরশ্ছেদন করেন। অতএব, আমি কোন প্রকারে আপনার কথায় সম্মত হইতে পারিনা। আমি প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনি আমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করুন; আমি তথায় স্বীয় জীবনের অবশিষ্টকাল হরণ করিব।—আপনার কার্য্যে কোনপ্রকারে ত্রুটি করিব না। শত শত পরিশ্রম সহকারে ও প্রাণপণ চেষ্টায় কার্য্য সম্পন্ন করিব। উত্তম কার্য্যে প্রভুর মনস্তুষ্টি হয় এবং ন্যায়বান্ কিঙ্করকে প্রভু মুক্তি দেন; আর অন্যায় ও অপচয়কারী-ভৃত্য কখন মুক্ত হয় না;" এই বলিয়া ইউসফ জেলেখার বাক্যের উত্তর প্রদান করিলেন।

জেলেখা কহিলেন, "মহাভাগ! যখন আমি তোমার দাসী হইতেও নিকৃষ্টা বলিয়াছি, তখন আবার কি প্রকারে তোমার উপর আদেশ প্রচার করিব? আমার কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে, পাঁচশত শিল্পকর নিযুক্ত হয়; এমতাবস্থায় আমি তোমাকে কেন কার্য্যে নিযুক্ত করিব?" জেলেখার বাক্যাবসানে পুনরায় ইউসফ্ কহিলেন, "অয়ি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণি! যদি আপনি আমার প্রেমে অভিভূত হইয়া থাকেন, তবে মৎকৃতসংকল্পে মতভেদ প্রকাশ করিবেননা। যখন আপনার কার্য্য করিতে আমার সম্পূর্ণ স্পৃহা, তখন আমার মতের বিপরীত ভাব অনুষ্ঠান করা আপনার কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি কোন প্রিয়জন-প্রেমে উন্মাদগ্রস্ত হয়, সে ব্যক্তি সেই প্রণয়ীরই ইচ্ছানুযায়ী কার্য্যানুবর্ত্তী হয়;" এই বলিয়া জেলেখার নিকট হইতে দূরীভূত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চির-জাজ্জ্বল্যমান অগ্নিকুণ্ড সমীপ হইতে কার্পাস-তূলা অন্তর্হিত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; নচেৎ অনল বিস্তৃত হইয়া তূলাকে ভস্মীভূত করে।

জেলেখা।

চতুর্থ প্রস্তাব।

এদিকে সেই চিরবিলাসবতী, সুকুমারমতী জেলেখার এক পরম শোভিত উপবন ছিল। সেই অপূর্ব্ব উদ্যানের শোভা সন্দর্শনে পারিজাত শোভিত দেবোদ্যান নন্দনবন বলিয়া ভ্রম জন্মিয়া থাকে। উহার চতুর্দ্দিকের অট্টালিকা সকল নিরীক্ষণ করিলে, অমরাবতী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। প্রাচীর সকল বিবিধ প্রকার মনোহারিণী লতায় মণ্ডিত এবং নানাবিধ পুষ্পে পরিশোভিত। উহার মধ্যস্থিত তরুরাজি পরস্পর ক্রোড়ে ক্রোড়ে মিলিত হইয়া যেন আলিঙ্গনোদ্যত হইয়া রহিয়াছে। যেমন প্রেমিক-প্রেয়সী নিভৃত মন্দিরে উভয়ে বিজড়িত হইয়া থাকে, তেমনি ভাবে এ উদ্যানস্থ "চনার ও সরবে" বৃক্ষ একত্র উদ্গত ও মিলিত হইয়া রহিয়াছে।* দাড়িম্ব শাখী সকল ফল-ফুলে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে; সহসা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বোধ হয় যেন পুষ্প সকল কলিকার উপর উপবিষ্ট হইয়াছে ও ফল সকল তাহাদের উপর ছত্র রূপে সংস্থাপিত হইয়াছে; ঐ সকল বৃক্ষ সতত বায়ু-ভরে মদিরাপায়িগণের ন্যায় দোলায়মান হইয়া কখন অগ্রাভিমুখে ও কখন পশ্চাদভিমুখে পতিত হইতেছে। খর্জ্জুরী সকল আপন আপন সুলম্বিত পল্লব রাশি বিস্তার করায় মুক্ত-কুন্তলা কামিনীগণের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সুশোভিত, সুমধুর-রস-পূরিত, সুপক্ক অঞ্জীরে অঞ্জীর বৃক্ষ সকল পীযুষ-পয়োধরা প্রসূতিরূপে শোভিত হইয়া রহিয়াছে; জননী-ক্রোড়ে শিশু-স্তন-পান বৎ পক্ষিগণ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া অঞ্জীর রস পান করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে এরূপ সঙ্গীত-মধুর ধ্বনি করিতেছে যে, তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিক্ আমোদিত ও মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইতেছে। কুসুম-পত্র

* "চনার ও সরবে" বৃক্ষ বিশেষ।

সকল মন্দ মন্দ সমীরণ-হিল্লোলে এরূপে কম্পিত হইতেছে যে, দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন, তাহারা পক্ষি-কুলের মধুর সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া বিশুদ্ধ তাললয় যোগে নৃত্য করিতেছে। ঘন ও সুগোল-শ্রেণীবদ্ধ মহীরুহ সকলে নানাবিধ মনোহারিণী কুসুমিত লতা সকল বিজড়িত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন উদ্যানের স্থানে স্থানে সুচারু গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। সরসীপার্শ্বে ঝাউবৃক্ষ সকল শ্রেণী-বদ্ধ রূপে সজ্জিত থাকায়, উহাদের প্রতিবিম্ব সকল সলিলে পতিত হইতেছে এবং প্রতিবিম্ব সকল সমীরোত্থিত সরসী-তরঙ্গ-হিল্লোলে কম্পিত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন অগণিত মৎস্যনিচয় জলে ক্রীড়া করিতেছে। সরোবরে কোথাও রক্তোৎপল, কোথাও শ্বেতুৎপল ও কোথাও নীলোৎপল শোভা পাইতেছে। ভ্রমর সকল উহাদের শোভা দেখিয়া কখন উহাদের অধর সুধা পান করিতেছে এবং কখন মধুলোভে অন্ধ হইয়া গুন্‌গুন্ স্বরে ভ্রমণ করিতেছে। কমল দল মধ্যে কলহংস ও সারসাদি বিবিধ প্রকার জলচর পক্ষী সন্তরণ করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে কলরব করিয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতেছে। উপবনস্থ রক্তকুসুম সকল সৌন্দর্য্য সম্পন্না প্রেয়সীর গণ্ডস্থলের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং হরিদ্বর্ণের পুষ্প সকল প্রেমিকের বদনের ন্যায় (হরিদ্বর্ণে) পরিণত হইয়াছে। ঐ দুই পুষ্প একত্রে সংযোজিত হওয়ায় অনুমিত হইতেছে যেন বিরহী প্রেয়সীর গণ্ডস্থল চুম্বন করিতেছে। অপরাপর নানা-জাতি পুষ্প সকল ঋতুতেই প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে; বোধ হইতেছে যেন বসন্ত সর্ব্বদা তথায় বিরাজ করিতেছে।

সেই উপবন সর্ব্বতোভাবে শঙ্কা শূন্য এবং শান্তি পূর্ণ। মধ্যাহ্নকালে নীলবর্ণ বৃক্ষ প্রতিবিম্বোপরি অংশুমালীর কিরণ মালা পতিত হওয়ায় কানন-ভূমি পিঞ্জরের ন্যায় শোভা পাইতেছে; কিম্বা স্বর্ণ-জল-চিত্রিত নীলাম্বর পরিধানা ললনার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে; অথবা বোধ হইতেছে যেন নীলকান্তমণি ফলকে স্বর্ণাক্ষরে রচিত হইয়াছে। তরুশাখা ও পল্লব সকল ফলভরে অবনত হইয়া ভূমি-সংলগ্ন হইয়াছে এবং তাহারা বায়ুভরে আলোড়িত হওয়ায় তাহাদের সংঘর্ষণে ভূমিতল পরিচ্ছন্ন হইতেছে। বোধ হয় যেন কেহ সম্মার্জ্জনী সহকারে সেই স্থান পরিষ্কার করিতেছে।

ঐ উদ্যানের অপর প্রান্তে সুন্দর-কারুকার্য্য বিশিষ্ট, মর্ম্মর ও বেল্লর গ্রথিত,

পরম শোভিত দুইটি হর্ম্ম্য (হৌজ বা জলের ঘর) বিদ্যমান ছিল।* ঐ হর্ম্ম্যদ্বয় পরস্পর অসংযোজিত ; যেস্থানে দুইটি হর্ম্ম্য পরস্পর সংযোগাশয়ী হইয়াও একত্র হয় নাই, সেই স্থান প্রশস্ত কুন্তলা ললনাদিগের সীমন্তের ন্যায় সরল, সূক্ষ্ম, সুপরিচ্ছন্ন ও সুশোভিত। ঐ হর্ম্ম্যযুগল-গ্রথিত প্রস্তর সকল এরূপ নিটোল ও পরিষ্কার যে, দেখিবামাত্র বোধ হয় যেন কোন অস্ত্র সহকারে ছেদিত হয় নাই। প্রস্তর সকলের সন্ধিস্থল এরূপভাবে সংযোজিত ও সম্মিলিত যে, কোন স্থানে কোন চিহ্ন কিছুমাত্র লক্ষিত বা অনুমিত হয় না। ঐ দুই হর্ম্ম্যের একটি দুগ্ধে ও অপরটি সুধায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকিত। রাজনন্দিনী জেলেখার পরিচারিকারা সতত ঐ হর্ম্ম্যদ্বয় হইতে দুগ্ধ ও সুধা পান করিত। জেলেখাও কখন কখন আপন অন্তঃকরণের প্রফুল্লতা সাধন নিমিত্ত তথায় ভ্রমণ করিতে যাইতেন।

একদা সেই চিরবিরহিণী নৃপতিনন্দিনী জেলেখা ঐ পরমশোভিত হর্ম্ম্য যুগলের মধ্যস্থলে একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনোহর পর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়া গৃহ-প্রত্যাগমন করিলেন এবং ইউসফ্‌কে সঙ্গে লইয়া সেই উদ্যানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে তথায় অবস্থিতি করিতে আদেশ দিলেন। এই সময়ে সেই উদ্যানে পক্ষিগণ কলরব করিয়া যেন, উপদেশচ্ছলে জেলেখাকে বলিতে লাগিল, "অয়ি রাজনন্দিনি! স্বর্গীয় উদ্যানাধিকারীর অবস্থানে দেবোদ্যান যেরূপ অনুপম শোভা ধারণ করে, ইউসফের সমাগমে আপনার উদ্যানও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল। এক্ষণে সুরাঙ্গনাগণ সদৃশী রূপশালিনী রমণীগণের এস্থলে সমাগম হইলে, সুরোদ্যানের তুলনায় ইহার কিছুমাত্র ন্যূনতা থাকে না।" জেলেখা ঐ কথাগুলির মর্ম্মাবগত হইয়াই যেন মুক্তারূপা, কমনীয় কান্তিবিশিষ্টা শত শত তরুণীগণকে ইউসফের পরিচর্য্যার্থ তথায় প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর ইউসফের নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হে যাজক কুমার! তুমি আমার সহবাসে বিরক্তি প্রকাশ করায়, তোমার মতানুসারে আমি তোমাকে আত্মসকাশ হইতে দূরীভূত করিলাম। যদিও তুমি আমার সহবাস-দূরীভূত হওয়ায় আমার মনোভীষ্ট সফল হইল না, তথাপি এই রূপশালিনী কামিনীগণের সহিত তোমাকে বিহার করিতে নিষেধ করি না। যাহাকে আপন উপযুক্ত

* কেহ কেহ চৌবাচ্চা বা চাহ বাচ্চা বলেন।

বলিয়া জানিতে পারিবে, তাহাকেই আত্মদান পূর্ব্বক মনস্কামনা সফল করিবে। তাহাহইলে তোমার যৌবনকাল সফল হইবে।" অনন্তর পরিচারিকাগণকে বহুবিধ উপদেশ-বাক্যে কহিলেন, "হে-মধুরহাসিনীগণ! সাবধান-সাবধান! তোমরা প্রাণপণ চেষ্টায় ইউসফের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিও। তিনি তোমাদের প্রতি যে আজ্ঞা প্রদান করিবেন, তাহাতেই পরিতুষ্ট থাকিও। যদি তিনি তোমাদিগকে বিষ প্রদান করেন, তাহাহইলে তৎপ্রদত্ত হলাহলই ভক্ষণ করিও। কিন্তু, তাঁহাদ্বারা যাহার মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভব হইবে, সে প্রথমেই আমাকে অবগত করিবে।" জেলেখা তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া, ইউসফ্ আপন পবিত্র বসন কলুষিত করেন কিনা, তাহার পরীক্ষা করিতে অভিলাষিণী হইলেন। পুনরায় সখীগণকে কহিলেন, "তোমাদের মধ্যে যাহার প্রতি ইউসফ্ অনুরক্ত হইবেন, সে যেন শয়নকক্ষে তাঁহার সহিত মিলিত হয় এবং তদীয় কুসুমোপম সুকোমল, সুবাসিত বদনমণ্ডলের সৌরভ লইয়া, আমাকে উৎফুল্ল করে।" অনন্তর জেলেখা সেই সজ্জীভূত পর্য্যঙ্কে ইউসফ্‌কে উপবেশন করাইয়া মনঃপ্রাণ তাঁহার পদতলে অর্পণ পূর্ব্বক গৃহ-প্রত্যাগমন করিলেন।

সেই উত্তম প্রেমিক; যে প্রিয়জনের আজ্ঞানুসারে তাহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হয় এবং তদীয় বিরহ যাতনা ভোগ করে। যদি প্রেমিক হইতে সুদূরে বাস করিলে, প্রণয়ীজনের মনস্তুষ্টি হয়, তাহাহইলে সেই প্রেমিক অগত্যা তাহাই স্বীকার করিয়া থাকে। যদি প্রিয়জন, প্রেমিকার সম্মিলনাভিলাষী না হয়, তবে তাহার নিকটে বাসকরা অপেক্ষা শত শত বিরহভার বহন করাও উত্তম।

অনন্তর দিনমণি অস্তাচলের গুহামধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, অনন্তমণ্ডল যেন মুক্তা-বিনিন্দিত নক্ষত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উঠিল। তখন যামিনী আনন্দোৎফুল্ল হইয়া যেন চন্দ্রিকাদর্পণে বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবপরিণীতা ললনার স্থায় সমাগত হইল। এইসময়ে জেলেখার প্রেরিত সুন্দরীগণ সজ্জীভূত পর্য্যঙ্কে ইউসফের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া, তৎপ্রতি স্ব স্ব অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। জনৈক তরুণী হাস্যাধরে কহিল, "মহাশয়! আপনি আমাদ্বারা স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ করুন।" অপর এক সুন্দরী কটাক্ষের

ভঙ্গী ও তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া কহিল, "হে প্রাণেশ্বর! আপনি আমার অভীষ্ট সফল করুন।" অপরা কিঙ্করী তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইবার নিমিত্ত, স্বীয় হৃদয় বসন উন্মুক্ত করিয়া, গদ্গদ বচনে কহিতে লাগিল, "যেমন এই কুচযুগলা ষোড়শীবালা আপনার ক্রোড়-স্থাপিত হইয়া, এই সুখযামিনী সুপ্রভাতাকরে।" অপরা সখী তাঁহার বেণীযুগলদ্বারা আপনাকে বেষ্টন করিয়া কহিতে লাগিল, "আমি শশিকলার ন্যায় সুশোভিতা ছিলাম; কিন্তু, আপনার বিরহে অমা-রজনীরূপে পরিণত হইয়াছি। অতএব, আপনি মৎপ্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক আমার সহিত মিলিত হইয়া, আমাকে পূর্ব্ব রূপ প্রদান করুন।" এইরূপে সখীগণ ইউসফের নিকট স্ব স্ব মনোগত ভাব ব্যক্ত করিয়া, তাঁহার নিকট অনুগৃহীত হইবার অভিলাষ করিতে লাগিল। কিন্তু, তিনি সৌন্দর্য্য-শোভার এক তরুণ উপবন থাকায়, সেই সামন্ত তৃণসমা সখীগণ হইতে প্রলোভিত হইলেননা।

ফলত, ঐ কিঙ্করীগণ পরস্পর প্রস্তরনির্ম্মিত দেবদেবীর আরাধনাকারিণী ও ইউসফের উপাস্যধর্ম্মের বিপরীতগামিনী ছিল, এজন্য ইউসফ তাহারা যাহাতে তাঁহার মতাবলম্বিনী হইয়া, ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষায় মনোনিবেশ করে, তন্নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অতঃপর তাহাদিগকে উপদেশ-চ্ছলে কহিতে লাগিলেন, "অয়ি সুন্দরীগণ! তোমরা সত্যপথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া জটিল ও নিকৃষ্টপথে ধাবিত হইওনা। নীতি ও ধর্ম্মপথ ব্যতীত আর কিছুই অন্বেষণ করিওনা। আমি যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করি, তিনি দূষিত ইন্দ্রিয়ের বহির্ভূত ও পথভ্রান্ত-জনগণের পথ প্রদর্শক। সেই জগদীশ্বর স্বীয় অনুগ্রহবারিতে আমাদের কর্দ্দমময় শরীর সৃজন করিয়া, এই শস্যক্ষেত্র-ধরিত্রীতলে, অভিজ্ঞতার সহিত পবিত্র বীজ বপন করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব, তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করাই বিধেয়। দুরাচার রিপুগণের বশীভূত হওয়া উচিত নহে। জগদীশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা; তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কাহার পূজা করা অবিধেয় এবং তদ্ব্যতীত কেহ পূজনীয় নহে। তাঁহারই নিকট ধূল্যবলুণ্ঠিত হওয়া উচিত, তাঁহাকেই প্রণতি করা উচিত, বিনিপ্রণিপাত করিবার জন্য শিরঃপ্রদান করিয়াছেন। তোমরা কেন তাঁহার ভক্তিভাজন নাহইয়া কুপথগামিনী হইতেছ? আমাকে প্রলোভিত করিবার জন্য কেন

অনর্থক চেষ্টা করিতেছ? মনে কর বেশ্যাবৃত্তি পৈশাচিক কার্য্য; ইহা কোন ধর্ম্মে বা শাস্ত্রে নাই। তোমরা কেন সেই অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছ? আমাকে পাপকারাগারে আবদ্ধ করিতে কেন অভিলাষ করিতেছ?" এইরূপে ইউসফ রাত্রির প্রথম প্রহর হইতে উষাকাল পর্য্যন্ত সেই অজ্ঞানান্ধ সখীগণকে সদুপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা ইউসফের উপদেশ গ্রহণ করিল। ইউসফ তাহাদিগকে মন্ত্র দিলেন এবং তাহারাও সন্তুষ্ট মনে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ইউসফের শিষ্যা হইল ও ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিল। তাহাদের মনঃ প্রসূত অবৈধ রীতি সমুদায়ই তিরোহিত হইল। এজন্য কথিত আছে যে, সৎলোকের সহবাসী হইলে, অসৎলোকেরও অসদ্বৃত্তি দূরীভূত হয়।

এদিকে জেলেখা প্রাতঃকালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রহৃষ্টচিত্তে ইউসফের দিকে ধাবমানা হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার প্রেরিত রমণীগণ ইউসফের শিষ্যারূপে তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়া, ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিতেছে। তখন ইউসফ্‌কে দূরহইতে কহিতে লাগিলেন, "অদ্য তুমি অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছ এবং তোমার কমনীয়কান্তি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর শোভনীয় হইয়াছে। গত যামিনীতে কি কার্য্য করিয়াছ ও কি দ্রব্য ভক্ষণ করিয়াছ যে, তদ্দ্বারা তোমার সৌন্দর্য্যরাশি পরিবর্দ্ধিত ও রূপমাধুরী—তরঙ্গ তোমার প্রতি প্রবাহিত হইল? আমি কৃতনিশ্চয় হইয়াছি যে, এই পুষ্পবদনা, কুরঙ্গনয়না ললনাগণের সহবাসে তোমার রূপরাশি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সত্য, ফল হইতে ফল সকল বর্ণপ্রাপ্ত ও সুন্দরব্যক্তিগণের সহবাসে সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হয়।" এবম্বিধ নানাপ্রকার উপহাসবাক্য উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু, ইউসফ্ তাঁহার কথার উত্তর প্রদান না করিয়া, মস্তকাবনত করিয়া রহিলেন।

জেলেখা ইউসফের এবম্প্রকার নিষ্ঠুরভাব অবলোকন করিয়া, তাঁহার নিকট অনুগৃহীত হইবার আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয় হতাশানলে দগ্ধ হইল। অনন্তর জেলেখা বিফল প্রযত্না হইয়া তাঁহার নিকট হইতে স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং স্বীয় মন্দভাগ্য সমালোচনা করিতে করিতে গৃহে উপনীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা অপনোদিত হইলে, ইউসফের বিরহে আবার বিবিধপ্রকার খেদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর

একদা যামিনীযোগে ধাত্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "অয়ি-জীবন রক্ষিণি! তুমি যেরূপ আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাক, এরূপ অনুগ্রহ আর কেহ কাহার প্রতি করে না। মাতঃ! আমি আত্মীয়গণ দূরীভূত হইয়া এক্ষণে কেবল তোমাকে দেখিয়াই জীবনধারণ করিতেছি। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আমার প্রতি স্নেহকারিণী নাই। যখন ইউসফের ন্যায় প্রিয়বান্ধব আমার সম্মিলনে বিরত আছেন, তখন যদিও আমি তাঁহার সহিত একত্র বাস করিতেছি, তথাপি তাহাতে কি সুখ লাভ হইতেছে? যে প্রিয়জন দ্বারা কামনাপূর্ণ না হয়, তিনি যদিও সন্নিকটে বাস করেন, তথাপি তাঁহাকে দূরবর্ত্তী বলিয়াই অনুমিত হয়। যতক্ষণ প্রেমিকা-প্রণয়ী উভয়ের মনে মনে অগাধ প্রণয় না— জন্মে, ততক্ষণ কেবল কাষ্ঠপুত্তলিকা সদৃশ নরমূর্ত্তি দর্শনে কি আশা পূর্ণ হইয়া থাকে?" ধাত্রী তাঁহার এবম্প্রকার খেদযুক্ত বাক্যশ্রবণ করিয়া উপদেশচ্ছলে কহিতে লাগিল, "বালে! ত্বত্তুল্যা লাবণ্যবতী অপ্সরাগণ মধ্যেও দুষ্প্রাপ্য। জগদীশ্বর তোমার রূপমাধুরী এরূপ মনোহারিণী করিয়াছেন যে, তাহা নিরীক্ষণ করিলে, দেবগণেরও চিত্ত বিভ্রম ঘটিয়া থাকে। চীননগরের প্রতিমালেখকগণ প্রতিমাগারে তোমার চিত্রাঙ্কন করিলে, নির্জ্জীবী প্রতিমাগণও স্ব স্ব সৌরভে জীবিত হইয়া তোমারই দাসীত্ব স্বীকার করে। তুমি উদ্যানভ্রমণে গমন করিলে, তোমার শোভা সন্দর্শনে মৃতকল্প বৃক্ষসকল নবমঞ্জরিত ও পুনর্জ্জীবিত হয়। চঞ্চল কুরঙ্গ তোমার নয়নযুগলের হাবভাব দর্শন করিলে, বিকলাঙ্গ হইয়া যায়। যদি তুমি স্বীয় ওষ্ঠাধর সহাস্যে স্ফুরিত কর, তাহাহইলে জল ও স্থলজীবিগণ কৃতার্থম্মন্য হইয়া অবিচলিত ভাব ধারণ করে। তোমার এই সমস্ত শোভা ও গুণবিদ্যমানেও কেন আশা বিহীনা হইতেছ?—রামধনু বিনিন্দিত ভ্রূদ্বয়ে কটাক্ষরূপ শর স্থাপন পূর্ব্বক ইউসফের দিকে নিক্ষেপ কর। বেণীযুগল সুন্দররূপে গ্রথিত করিয়া তাঁহারই পদে আসক্তি-শৃঙ্খল বন্ধন কর। তাঁহাকে স্বীয় সৌন্দর্য্যপ্রভায় প্রলোভিত করিয়া, তাঁহারই মনঃকষ্ট উপস্থিত কর। কলহংসীর ন্যায় ধীরগামিনী হইয়া তাঁহাকেই অনুগৃহীত কর। বিস্ফারিত নয়নদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া, তাঁহাকেই আহ্বান কর। অমৃতায়মান বচন উচ্চারণ করিয়া, তাহা শ্রবণ নিমিত্ত তাঁহারই চিত্ত উন্মত্ত কর। গণ্ডযুগলে নীলিমাবর্ণের সূক্ষ্মতিলক অঙ্কিত করিয়া, তাঁহারই মনঃপ্রাণ বিচলিত কর।" জেলেখা ধাত্রীর

উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, "মাতঃ! আমি কি বলিব? ইউসফ্ ব্যতীত আমার চক্ষে আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না; পরন্ত, তিনি আমার দিকে কখন নয়ন বিস্তার করেন না। যদি আমি শশধর স্বরূপা হই, তাহাহইলে তিনি দূর হইতে নিরীক্ষণ বা অরুণপ্রভার ন্যায় তাপমানা হইলে ভূতলোপরিও আমার আভা দর্শন করেন না। আমি অঞ্জন দ্বারা নয়নদ্বয় রঞ্জিত করিলে, তিনি আপন নয়ন বন্ধন করেন। এমতস্থলে আমি তাঁহাকে কিপ্রকারে শোভা দর্শন করাইব? যদি তিনি কখন কখন আমার দিকে দৃক্‌পাত করিতেন, তবে আমার অবস্থার বিষয় অবগত হইতে সমর্থ হইতেন। আমি তাঁহার নিমিত্ত এতদূর কষ্টপরায়ণা হইলেও তিনি কিছু কালের জন্য আমার দুঃখে সমব্যথিত হন না ও সহানুভূতি করেন না।" ধাত্রী কহিল, "অয়ি নয়ন রঞ্জিনি! আমার মনে একটি কৌশলের উদ্রেক হইয়াছে; তদ্দ্বারা তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে বোধ হয়। যদি তুমি রজত, কাঞ্চন, মণি ও মুক্তাদি নিরন্তর পর্য্যবসিত করিতে পার, তাহাহইলে একটি স্বর্গরূপ মনোহর ও সুশোভিত হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিব। দেশবিদেশ হইতে বিবিধপ্রকার শিল্পকর আনয়ন করিয়া, সমগ্র অট্টালিকায় তোমার ও ইউসফের চিত্র অঙ্কিত করিব। ইউসফ্ কিছুকালের নিমিত্ত সেই গৃহে উপবেশন করিলে এবং তোমার ও তাঁহার চিত্র একত্র দেখিলে, অবশ্যই তদীয় মনোমধ্যে তোমার আসক্তি চিহ্ন খোদিত হইবে। তিনি অবশ্যই তোমার প্রেমাভিলাষী হইবেন—সন্দেহ নাই।" ধাত্রীর কথিত মন্ত্রণা শ্রবণে, জেলেখা স্বীয় যাবতীয় ধনরত্নাদি সেই গৃহ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত পর্য্যবসিত করিতে লাগিলেন।

জেলেখা।

পঞ্চম প্রস্তাব।

বৃহস্পতি-গুণশালিনী, ইন্দ্রজাল-বিমোহিনী, সর্ব্বনৈপুণ্যা ধাত্রী প্রাসাদ নির্ম্মাণে কৃতসংকল্প হইলে, বিবিধ শিল্পী তৎকর্ত্তৃক আনীত হইল। সেই শিল্পকরগণের প্রত্যেক করাঙ্গুলিদ্বারা শত শত সূক্ষ্মকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং উঁহারা এরূপ সুশিল্পী যে, শিল্পতা বলে জ্যোতির্ব্বিদগণের ন্যায় মঞ্চারোহণ করিয়া, নক্ষত্র সকলের উদয়াস্ত দর্শন করিতে সমর্থ হয়। ধাত্রীর আদেশে ঐ শিল্পকরেরা কিয়দ্দিবস মধ্যে স্বর্গরূপ সপ্তখণ্ড বিভক্ত একটি মনোহর গৃহ নির্ম্মাণ করিল। সেই গৃহের সৌন্দর্য্য প্রাতঃকালোদিত বিভাবসুর ন্যায় শোভিত, গৃহ-মধ্যস্থ কুটীর সকল ধনরত্নে পরিপূরিত, উহার প্রাঙ্গণভূমি মর্ম্মর ও মরকতশিলায় আবৃত, দ্বারদেশ গজদন্ত বিনির্ম্মিত ও কবাট আবলুস গঠিত। সকল কুটীরই অনুপম প্রস্তরদ্বারা খচিত এবং এক গৃহের সৌন্দর্য্য অপরগৃহাপেক্ষা অধিকতর শোভিত। শিল্পকরগণ ঐ অট্টালিকার শিখরদেশ স্বর্ণ দ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া, তথায় বিবিধপ্রকার বন্য-বিহঙ্গম-প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিল। সেই গৃহের নিম্নস্থ স্তম্ভ সকল সুবর্ণদ্বারা গঠিত, উহার অভ্যন্তরে মৃগনাভি গচ্ছিত এবং কাঞ্চন-রঞ্জিত শিখি-মূর্ত্তিতে প্রাঙ্গণভূমি বিভূষিত হইল। তদনন্তর সেই শিল্পকরেরা ঐ গৃহের সৌন্দর্য্যাতিশয় বিধান নিমিত্ত প্রাঙ্গণ-প্রদেশে একটি অনুপম কাঞ্চন-বৃক্ষ গঠিত করিয়া মণি, পান্না ও রক্তবর্ণের উপলখণ্ডে তাহার শাখা পল্লব নির্ম্মাণ করিল।

কোন স্থানে ইনি উঁহার অধরচুম্বন করিতেছেন—কোন স্থানে পরস্পর পরস্পরের কটিবন্ধন ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,—কোন স্থানে ইনি উঁহাকে তাম্বুল প্রদান করিতেছেন এই ভাবে গৃহমধ্যে ইউসফ্ ও জেলেখার প্রতিমূর্ত্তি

চিত্রিত হইল। যে কেহ গৃহের ও চিত্রের শোভা দেখিতে গেল, সকলেই শোভার চমৎকারিতা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইল। গৃহের ভিত্তি সকলেও এরূপ চিত্র অঙ্কিত হওয়ায় বোধ হইল যেন, সে গৃহ প্রস্ফুটিত-কুসুম-নিচয় শোভিত পুষ্পোদ্যানবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহাদের চিত্রছটায় বোধ হয় যেন, গোলাপ-কুসুম-শোভিত লতা সকল সমুদায় প্রাঙ্গণে বক্রভাবে পতিত রহিয়াছে। শয্যা মধ্যেও স্থানে স্থানে তাঁহাদের মূর্ত্তি চিত্রিত হওয়ায়, শয্যা ও অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াছে। গৃহাভ্যন্তরের কোনস্থানই তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি-শূন্য ছিল না; যে দিকে নয়ন নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, সেই দিকে প্রথমেই সেই মূর্ত্তি দৃষ্টিপথে নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই মনোরমগৃহ নির্ম্মিত হইলে, জেলেখা উহার অভ্যন্তরস্থ প্রাঙ্গণভূমি পট্টবস্ত্রে মণ্ডিত, ভিত্তিসকল স্মুবর্ণ সলিলে রঞ্জিত এবং নিম্নদেশে মুক্তাঝালর লম্বিত করিয়া, কস্তুরী ও চন্দনাদি নানাবিধ স্মুগন্ধিদ্রব্যের আয়োজন করিলেন। গৃহ-প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্য তাহাতে ন্যস্ত এবং তথায় স্মুখশয্যা নিপাতিত করিয়া, উহার সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সে গৃহে ইউসফের সমাগম না হওয়ায় জেলেখার পক্ষে সে মন্দির শোভিত হইল না। সত্য, যদিও কোন গৃহের সৌন্দর্য্য দেবোদ্যান নন্দন-বন সদৃশ অতুলনীয় হয়, তথাপি-সেই স্থানে প্রিয়জন-সমাগম না হইলে, অশুচিপূর্ণ রৌরব বলিয়া অনুমিত হয়।

জেলেখা যখন নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও গৃহসৌন্দর্য্য সংবর্দ্ধন করিতে পারিলেন না, তখন বিবিধপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে ইউসফ্‌কে আনয়ন জন্য মন্ত্রণা স্থির করিলেন। পরন্তু, ইউসফ্ তথায় আনীত হইলেই যে, মনোবাসনা সফল হইবে সে কথা একপ্রকার ভ্রমমূলক মনে করিয়া, অগ্রে স্বীয় বেশ-বিন্যাস স্মুন্দররূপে সজ্জিত করিতে অভিলাষিণী হইলেন। অনন্তর বেণী গ্রন্থনকারিণীকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, "সখি! শীঘ্র আমার বেণী গ্রন্থন করিয়া দাও।" জেলেখার বাক্য শ্রবণ করিয়া শোভা সজ্জাকারিণী তাঁহার বেণী গ্রন্থনে প্রবৃত্ত হইল। অতঃপর ক্ষণকাল মধ্যে বেণীগ্রন্থন সমাপ্ত হইলে, জেলেখা গোলাপ-সলিলে গাত্রসিক্ত করিয়া শিশির ফোঁটা স্বরূপ মুক্তা-মালা গলদেশে লম্বিত করিলেন। একে সেই মাধুরীমাময় দেহ গোলাপ-কুসুমের ন্যায় শোভিত ছিল, আবার এক্ষণে শিশিরবিন্দুতে দ্বিগুণতর শোভিত

হইল। অৰ্দ্ধচন্দ্র সদৃশ বক্র, মুক্তারচিত শ্রবণালঙ্কার দোদুল্যমান হইয়া যেন ক্ষণেক্ষণে বদন মণ্ডল চুম্বন করিতে লাগিল। তদনন্তর জেলেখা বালেন্দুসদৃশ সুবঙ্কিম ভ্রূযুগল নীল, পীত, লোহিত, পাটল, শ্যামল অঞ্জনে রঞ্জিত করিয়া রামধনু রূপে পরিণত করিলেন। সোম্বল সদৃশ, সুগন্ধি মিশ্রিত বেণীযুগল পৃষ্ঠদেশে লম্বিত করিয়া, তৎসৌরভে পশ্চাদ্দেশকে সুরভিসংযুক্ত করিলেন।* চন্দ্রমা সদৃশ সুশোভিত ও জ্যোতির্ম্ময় কপোল প্রদেশে কস্তুরীবারি সংলগ্নে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তিলক অঙ্কিত করিলেন। অঙ্গুষ্ঠ নখরের পশ্চাদ্ভাগ ও মসৃণ করতল অলক্তক-রসে রঞ্জিত করিয়া, তদ্দ্বারা প্রাণবল্লভের বিরহ শোকের অশ্রুজল মোচন করিতে করিতে, "হে-প্রাণেশ্বর! আমি একমাত্র তোমার অনুরাগিণী এবং তোমারই পক্ষপাতিনী। আমার অন্তঃকরণ তোমারই বিরহানলে ভস্মীভূত হইয়া, তিলস্বরূপে কপোলদেশে নির্গত হইতেছে এবং আমাকে তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী বলিয়া সপ্রমাণিত করিতেছে;" এইরূপ অনুরাগঘটিত বাক্যোচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এবম্প্রকারে বেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে, শোভাসজ্জাকারিণী জেলেখার রূপ সন্দর্শনে বিমোহিত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া, চকোরীর ন্যায় পুনঃপুনঃ তাঁহার মুখ-চন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে-লাগিল এবং অনবরত তাঁহার মুখকমল দর্শন করিলে, পাছে তিনি লজ্জিত হন, তজ্জন্য, স্বীয় নয়নযুগল অঞ্চলাবৃত করিল। এতদ্দর্শনে নরেন্দ্রনন্দিনী মায়াবী-মায়ায় (পাছে কেহ তাঁহার শোভা সন্দর্শনে ঐন্দ্রজালিক-তন্ত্রে তাঁহাকে পীড়া-গ্রস্ত করে তজ্জন্য,) ভীত হইয়া ললাট প্রদেশে নীলবর্ণের এক মায়াবী-মোহিনী ঈষদ্বক্ররেখা খচিত করিলেন। কিন্তু, ঐ রেখাদ্বারা তাঁহার মুখের শোভার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য না হইয়া বরং অদ্বিতীয় শোভাসম্পন্ন ও চন্দ্রমার ন্যায় নীলবর্ণে চিত্রিত হইল।

অনন্তর সেই মধুরতাময়ী, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারী স্বীয় গোলাপ কুসুমোপম শোভিত কলেবরে নানাবর্ণচিত্রিত, নীলিমাবর্ণরঞ্জিত, সুবর্ণ ও মণি পান্না খচিত মনোহর অম্বর এবং পট্টবস্ত্র বিনির্ম্মিত, মরকতগ্রথিত অঙ্গাচ্ছাদন পরিধান করিলেন। সেই অঙ্গাচ্ছাদনের এরূপ কারুকার্য্য যে, গোলাপ কুসুমোপরি

---

*সোম্বল সুশোভিত লতা বিশেষের নাম।

নির্ম্মল সলিল সংরক্ষিত হইলে যেমন তাহার বর্ণপ্রভা দেখিতে পাওয়া যায় তেমনি সেই অঙ্গাচ্ছাদনের উপর হইতেও গোলাপপুষ্পবর্ণসদৃশ জেলেখার অঙ্গ বর্ণ-প্রভা নয়নগোচর হইতে লাগিল। বোধ হইল যেন গোলাপ কুসুমোপরি নির্ম্মল-সলিল টল টল করিতেছে এবং তাহাতে বাহুরূপ মৎস্য দুইটি অনবরত দোলায়মান হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। তৎপরে সেই অঙ্গাচ্ছাদনের উপর চীন সাম্রাজ্যের পট্টবস্ত্র বিনির্ম্মিত, শিখি-কলাপ বিনিন্দিত, পুষ্প ও লতাময় চিত্র-শোভিত উত্তরীয় সন্নিবেশ করিলেন। তাহাতে অনুমিত হইল যেন সেই পূর্ণশশধরাননা কুরঙ্গনয়না চীনপ্রতিমাগারের অতুল-রূপশালিনী প্রতিমারূপে সজ্জীভূত হইয়া উঠিলেন। চম্পক-কলিকা বিনিন্দিত, লেখনী সদৃশ কর-শাখ সকল হীরক-খচিত অঙ্গুরীয়কদ্বারা শোভিত এবং করযুগলে চন্দ্রিকা সদৃশ উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট, সুবর্ণগঠিত কঙ্কণাদি পরিধান করিলেন ও মরকতমণি-খচিত, সুবর্ণরঞ্জিত, ঈষদ্বক্র উষ্ণীষ শিরোদেশে ধারণ করিয়া, দর্পণ ধারণ পূর্ব্বক বদন নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রাঙ্গণ প্রদেশে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

মরালগামিনী রাজেন্দ্রনন্দিনী দর্পণ ধারণ পূর্ব্বক বদন নিরীক্ষণ করিয়া, যখন আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপিণী বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন ইউসফের প্রতি তাঁহার প্রেমানুরাগ অধিক বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। এমন কি তাঁহার দর্শন ব্যতীত কোন প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না। তখন ইউসফকে আনয়ন জন্য সাতিশয় ব্যগ্রমনা হইয়া কিঙ্করীগণকে তৎসকাশে প্রেরণ করিলেন। কর্ত্রীর আদেশক্রমে সখীগণ বিবিধপ্রকার বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারে সজ্জীভূত হইয়া ইউসফের নিকট গমন করিল এবং তৎসকাশে উপনীত হইয়া মধুরস্বরে ও হাস্যাধরে কহিতে লাগিল," মহাশয়! অদ্য আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বশত, ঠাকুরাণী আপনার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছেন; অতএব, আপনি আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া আমাদের অনুগামী হউন।" কামিনীগণ তাঁহার সহিত এবম্প্রকার বাক্যালাপ করিতেছে, এমন সময়ে আরও কতিপয় কিঙ্করী তথায় সমাগত হইয়া ক্রোধ-বিকম্পিত কলেবরে এবং গম্ভীর স্বরে তাহাদিগকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "লো-তুর্কিনীতে কামিনীগণ! রে-তুর্ক্বংশে কিঙ্করীগণ! ঠাকুরাণী শীঘ্র ইউসফকে লইয়া

যাইবার নিমিত্ত তোদের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেছেন, আর তোরা ইহার সহিত পরিহাস করিতেছিস্? অতএব, সত্বর আয়, বিলম্ব করিলে কর্ত্রী তোদের মস্তকচ্ছেদন করিবেন।" ফলত, উপর্য্যুপরি সখীগণের সমাগম দেখিয়া, ইউসফ্ মনে মনে ভীত হইয়া প্রতিবিম্ব স্বরূপে তাহাদের অনুগামী হইলেন এবং সত্বর সেই প্রেমানুরাগিণী নরেন্দ্রনন্দিনীর নিকট উপনীত হইলেন। নবজলধরের সমাগমে পিপাসা-প্রপীড়িতা চাতকীর যেরূপ অনন্ত আহ্লাদ জন্মে, সখীপরিবেষ্টিত, বিভাবসুনিন্দিত ইউসফ্‌কে দর্শন করিয়া, জেলেখাও সেইরূপ আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হইলেন এবং সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার করযুগল ধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন। অনন্তর জেলেখা সখীগণকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া, ইউসফ্‌কে বলিলেন, "হে হৃদয় স্বামি! আমি তোমার রূপ সন্দর্শনে একান্ত অভিভূত ও অনঙ্গশরে জর্জ্জরিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইয়াছি। অতএব এস, উভয়ে হাস্যপরিহাসসুখে কিয়ৎকাল হরণ করি। আমি প্রভুপত্নী হইয়া যেরূপ তোমার আদর অভ্যর্থনা করিতেছি, এরূপ আদর কোন প্রভুপত্নী কোন কিঙ্করের প্রতি করে না।" জেলেখা এই বলিয়া নানাপ্রকার ভান ও ছলনা সহকারে সেই গৃহের প্রথম কুটীরে ইউসফ্‌কে লইয়া গেলেন এবং কুটীরের দ্বারদেশস্থ স্বর্ণ-শিকলে লৌহতালক যুক্ত করিলেন। এইসময়ে ইউসফের নিকট আন্তরিক রহস্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, কোকিলবিনিন্দিত কণ্ঠবিনিঃসৃত-কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে-জীবিতেশ্বর! তুমি একমাত্র আমার হৃদয়ের শোভা প্রদায়ক এবং আমি তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দান করি না। আমি শিশুকালে তোমাকে স্বপ্নযোগে দর্শন করিয়া, সেই অবধি উন্মাদিনী অবস্থায় কালক্ষেপ করিতেছি এবং তজ্জন্য আমার আহার নিদ্রা একবারে তিরোহিত হইয়াছে। আমি এই নগরে উপনীত হইয়া, বহুদিবস তোমার আগমনপথ নিরীক্ষণ এবং তোমার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে যদিও তোমার রূপ সন্দর্শনে প্রসন্না হইয়াছি বটে, তথাপি তোমার করুণা হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। অতএব, তুমি করুণা প্রকাশ করিয়া আমার সহিত বাক্যা-লাপ কর।" জেলেখার বাক্য শ্রবণান্তে ইউসফ্ দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে

কহিতে লাগিলেন, "অয়ি-অসামান্য রূপবতি! আপনি আমাকে এই গৃহ হইতে বহির্গমন জন্য অনুমতি প্রদান করুন। এই অন্তঃপুর মধ্যে আপনার সহবাসী হওয়া আমার অনুচিত। আপনি অগ্নিকুণ্ডেরন্যায় তাপশালিনী ও প্রবল ঝটিকার ন্যায় বেগবাহিনী এবং আমি বিশুষ্ক কার্পাস ও ভারশূন্য মৃগনাভি সদৃশ ক্ষুদ্রজীবী। আপনি বিবেচনা করুন দেখি, কি প্রকারে অগ্নিকুণ্ডে শুষ্ক কার্পাস রক্ষিত হইতে পারে? কি প্রকারে প্রবল ঝটিকায় মৃগনাভি স্থিরতর থাকিতে পারে?" এতচ্ছ্রবণে জেলেখা পুনরায় ইউসফের সহিত অন্যপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সে কুটীরের দ্বার সত্বর রুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আত্মবশবর্ত্তী করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইউসফ্‌কে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতেলাগিলেন, "নাথ! আমি যদিও তোমার প্রভুপত্নী, তথাপি অক্ষুণ্ণ মনে তোমার পদতলে পতিত হইতেছি। অতএব, তুমি আমার অভীষ্ট সফল কর। তুমি আমার আদেশ পালন করিবে, আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিবে জন্য, না—আমার আদেশের বিপরীতভাব অনুষ্ঠান করিবে ও আমার কথার অন্যথা করিবে তজ্জন্য, তোমার ক্রয়োপলক্ষে স্বীয় অর্জ্জিত ধনসম্পত্তি পর্য্যবসিত করিয়াছি?" জেলেখার বাক্যাবসানে ইউসফ্‌ কহিলেন, "রাজ্যেশ্বরি! আজ্ঞা পালন হেতু পাপকার্য্যে রত হওয়া আমার উচিত নহে এবং কিঙ্করকে পাপকার্য্য করিতে উপদেশ দেওয়াও প্রভুর উচিত নহে। আপনি রুষ্ট হউন বা সন্তুষ্ট হউন, জগদীশ্বর যে কার্য্য মনোনীত করেন না, সেই কার্য্যে আমি কখন মনোভিনিবেশ করিতে পারিনা।" ইউসফের বাক্য শেষে জেলেখা আবার তাহাকে তৃতীয় মন্দিরে প্রবেশ করাইলেন এবং সে মন্দিরেরও দ্বাররুদ্ধ করিয়া, পূর্ব্বোক্তরূপ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এইরূপে জেলেখা স্বীয় স্পৃহা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ইউসফ্‌কে লইয়া চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কুটীর অতিক্রম করিলেন। কিন্তু, ইউসফ্‌ কোন প্রকারে তাঁহার বশতাপন্ন হইলেন না।

অনন্তর জেলেখা যখন ষষ্ঠ কুটীরেও কামনা পূর্ণকরিতে পারিলেন না, তখন সপ্তমকুটীরে ইউসফ্‌কে লইয়া যাইয়া স্বাভিলাষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। সত্য, প্রেমপথে কেহ কখন ভগ্নাশ হয়না; যে যতই কষ্ট পাইয়া থাকুকনা কেন, প্রিয়জন হইতে যাহাতে স্বীয় কার্য্য সাধিত হয় তজ্জন্য, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করে।

আমার মত এই যে, শত শত দ্বার হইতেও যদি কাহার আশা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলেও তাহার হতাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে; বরঞ্চ তজ্জন্য, অন্যদ্বার অন্বেষণ পূর্ব্বক পুনঃ চেষ্টিত হওয়া বিধেয়; তাহাহইলে মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা হইয়া থাকে।

জেলেখা সপ্তম কুটীরে কামনা পূর্ণ করিবার ইচ্ছা করিয়া, সেই কুটীরে ইউসফ্‌কে লইয়া যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর সেই বিষয় তাঁহার গোচর করিবার জন্য কহিতে লাগিলেন, "হে ইউসফ্! তুমি এই সুশোভিত শান্তিপূর্ণ মন্দির মধ্যে পদার্পণ কর।" শ্রবণমাত্র ইউসফ্ সে কুটীরেও প্রবিষ্ট হইলে, জেলেখা লৌহতালকে তাহার দ্বারসত্ব অবরুদ্ধ করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। তখন যে তাঁহারা একটি জনশূন্য কুটীর পাইলেন, তাহার আর সন্দেহ কি? যেহেতু, উহার দ্বারসত্ব সকলের যাতায়াত হইতে বিভিন্ন থাকায়, তথায় কাহার প্রবেশ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

বিদ্যুচ্চপলা, বিরহবিহ্বলা জেলেখা ইউসফ্‌কে তাদৃশ নিভৃত স্থানে প্রাপ্ত হইয়া করপল্লবে তদীয় করকমল ধারণ করিয়া, নানাপ্রকার সুমধুর উপাখ্যান ও কথোপকথনচ্ছলে, তাঁহাকে শয্যাভিমুখে লইয়া গেলেন। অতঃপর শয্যোপরি পতিত হইয়া নয়নজল বর্ষণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে প্রিয়তম তুমি আমাকে কৃপা-কটাক্ষে দর্শন কর। যদি বিভাবসু আমার রূপাতিশয্য দর্শন করেন, তাহাহইলে লজ্জাবশত, কৃষ্ণপক্ষীয় সুধাংশুর ন্যায় মলিন হইয়া যান। তুমি কতকাল আমাকে এইরূপ অসহ্য বিরহভার বহন করাইবে? এবং অনুগ্রহনেত্র আমার পক্ষে বন্ধ রাখিবে?" এইপ্রকারে বিবিধ প্রকার খেদ যুক্ত বচনোচ্চারণ করিয়া, ইউসফের প্রতি স্বীয় অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগি-লেন। পরন্তু, ইউসফ্ পাপভয়ে ভীত হইয়া শিরোবনত করিয়া রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার নেত্রদ্বয় শয্যোপরি নিক্ষিপ্ত হইলে, জেলেখার সহিত স্বীয় চিত্র-পট নিরীক্ষণ করিয়া নাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর অপরস্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেও, তদ্রূপ মূর্ত্তি তাঁহার নয়নগোচর হইতে লাগিল। মনে মনে জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তথাপি ঐ সকল চিত্র দেখিতে লাগিলেন। অধুনা কি করেন, চিত্রপট দর্শন করা শাস্ত্রের অসংগত; কাজেই তাঁহাকে জেলেখার দিকে দৃক্‌পাত করিতে হইল। কেবল তাঁহারই

দিকে একদৃষ্টে দৃষ্টিক্ষেপণ করিয়া রহিলেন। জেলেখা তাঁহার দৃষ্টিযুগলের ভাব দর্শনে বাসনা সফল হইল ভাবিয়া আনন্দোচ্ছলিত ও আপ্লুত হইয়া পুনরায় নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুস্রোতঃ প্রবাহিত করিয়া, যুক্তকরে কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন, "হে-জীবিতেশ্বর! তুমি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া স্বীয় বাসনায় আমার কামনা সফল কর এবং আমি যে তোমার আসক্ত্যনলে দগ্ধ হইতেছি, তাহা নির্ব্বাপণ কর। আমি মরীচিকাভ্রমে নিৰ্জ্জীবী অবস্থায় কালহরণ করিতেছি; আর তুমি সঞ্জীবন-সলিলের ন্যায় মনঃতৃপ্তিকর হইয়াও আমার তৃষিত হৃদয় স্নিগ্ধ করিতেছনা। যেমন তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি জলব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না, যেমন প্রদীপে তৈলের অভাব হইলে, তাহার প্রভা-প্রভাব থাকে না, যেমন অন্তর হইতে প্রাণ-পাখী প্রয়াণ করিলে, শরীরের কান্তি থাকে না, আমি তোমার বিরহশোকে তেমনি অন্তঃ-সারশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। আমি তোমারই প্রেমে কতিপয় বর্ষ অধীরা ও অনশনাবস্থায় কালহরণ ও হরিণীর ন্যায় চঞ্চল হইয়া নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলাম। তুমি এক্ষণে তদপেক্ষা কঠোর তাপে তাপিত করিয়া, সেইরূপ অনশনাবস্থায় কালক্ষেপ করিতে বলিও না। যে সর্ব্ব-নিয়ন্তা তোমার সংসার-লোক-মনোমোহন রূপাতিশয় দান করিয়াছেন, যিনি নিশাপতি-বিনিন্দিত উজ্জ্বল জ্যোতিঃ তোমার বিস্তৃত-ললাটে ন্যস্ত করিয়াছেন, যিনি রামধনু সদৃশ সুবঙ্কিম তোমার ভ্রূযুগল সৃজন করিয়াছেন, যিনি তোমার ভ্রূধনুর উপরিভাগে মনো-বিহঙ্গের ফাঁদস্বরূপ বেণীযুগল সৃজন করিয়াছেন, যাহাদ্বারা তোমার মায়া ও তঞ্চকপূরিত লোচনযুগল সৃজিত হইয়াছে, যাঁহার উদ্যানের কলিকোপম তোমার মুখ মণ্ডল গঠিত হইয়াছে এবং যাহার কৃপাপ্রভাবে তোমার গোলাপ-কুসুমসম গণ্ডযুগলে কৃষ্ণবর্ণ তিল অঙ্কিত হইয়াছে, তোমাকে তাঁহারই শপথ দিতেছি; তুমি এই ক্ষুদ্রাত্মার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্ব্বক ইহাকে কঠিন যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর। আমি শিশুকাল হইতে তোমার আসক্তিভার বহন ও তোমার প্রেমাঙ্কুর হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিতেছি। তুমি কিছুকালের জন্য আমার বিক্ষত হৃদয়ের মহৌষধি ও হৃদুদ্যানের শোভা প্রদায়ক পুষ্পরূপে পরিগণিত হও। আমি বিরহ জ্বালায় সাতিশয় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছি; অতএব, তুমি করুণানেত্র বিস্তার করিয়া আমার রোগোপশম কর।" ইউসফ

কহিলেন, "অয়ি-অপ্সরাবদনে! নীলারবিন্দ-নয়নে! জগদীশ্বর আপনাকে এরূপ সৌন্দর্য্য ও সৌকুমার্য্য প্রদান করিয়াছেন যে, অপ্সরাগণও আপনার স্মরণে অসমর্থ হইয়া থাকেন। আমি আপনার অপেক্ষা কোন অংশে রূপগুণ সম্পন্ন নহি। বিশেষত, আপনি আমার পালনকারিণী ও প্রভুপত্নী; আমার সহবাসিনী হওয়া আপনার অনুচিত; ইহাতে জনসমাজে আপনাকে লজ্জিত হইতে হইবে। আমি সামান্য কাচনির্ম্মিত শিশিতুল্য কোমল পদার্থ; আপনি আমার সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা করিয়া, আমাকে প্রস্তরাঘাতে চূর্ণ করিবেন না। পাপ-জীবনে আমার অঙ্গপরিচ্ছদ সিক্ত ও কামানলে আমাকে দগ্ধ করিবেন না। মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তু সেই অনুপম বিভুর প্রতিভা এবং তিনি সকলের আত্মামধ্যে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। আকাশমণ্ডল তাঁহার দয়াসাগরের একটি জলবিম্বমাত্র এবং তাঁহারই জ্যোতিঃপ্রভাবে বিভাবসু তাপমান হইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহারই করুণায় সংসার মণ্ডলে যাজক-কুমার রূপে অভিহিত হইয়াছি। তাঁহারই ইচ্ছায় আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছে। সে যাহাহউক, অদ্য আমাকে এই গৃহ হইতে মুক্তি প্রদান করুন; অতঃপর আমি অচিরে আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইব। আপনি স্বীয় কামনা পূর্ণ করিবার জন্য এতাধিক চঞ্চলা হইবেন না; কারণ, বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।" জেলেখা কহিলেন, "হে জীবন-সর্ব্বস্ব! দূর হইতে সরোবর নিরীক্ষণ করিলে, কি তৃষ্ণা দূর হইয়া থাকে? আমি যামিনী আসিবার অপেক্ষা করিতে পারিতেছিনা; আর অপর সময়ে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব? জানিনা—কে তোমাকে নিষেধ করিয়াছে যে, তুমি তাহার আজ্ঞাধীন হইয়া আমার বাসনা সফল করিতে পারিতেছনা।" ইউসফ্ কহিলেন "মহোদয়ে! প্রথমত, আজিজ্মিসরের ক্রোধ, দ্বিতীয়ত, জগদীশ্বরের কোপ। আজিজ্মিসর যদি এই দুর্ঘটনার বিষয় অবগত হন, তাহা হইলে আমার শিরশ্ছেদন করিবেন। আরও এক লজ্জার বিষয়! যেহেতু, যখন জগদীশ্বর সমুদায় জীবজন্তুর ন্যায়ান্যায় কার্য্যের বিচার করিতে নিবিষ্ট হইবেন, পরদারহরণকারিগণকে শাস্তি প্রদান করিবেন, তখন আমাকেও সেই পাপকারী ও পাপাচারিগণের ন্যায় নিরয় ভোগ করিতে হইবে।" জেলেখা উত্তর করিলেন, "ভীরো! ভয় কি? আমি যে দিবস আজিজ্মিসরের সহবাসিনী হইয়া উভয়ে এক কক্ষে উপবেশন করিব, সে দিবস এমন এক

প্রকার পানা প্রস্তুত করিয়া দিব যে, তিনি সে পানা পান করিয়াই একবারে বৈতরিণী-তীরে গমন করিবেন। আর তুমিই বলিয়া থাক যে, জগদীশ্বর সর্ব্বদা স্বীয় করুণা বিস্তার করিয়া পাপাচারিগণের পাপ মার্জ্জনা করিয়া থাকেন। মদীয় রত্নাগার মধ্যে যে সকল ধনসম্পত্তি আছে, তৎসমুদায় তোমার পাপ-বিমুক্তির জন্য ঈশ্বরের নামে লুণ্ঠন করিয়া দিব; তাহাহইলে জগদীশ্বর তোমাকে ক্ষমা প্রদান করিবেন।" ইউসফ্ কহিলেন, "রাজসুতে! যাদৃশ লোক এরূপ কুমন্ত্রণা প্রদান করে, আমি তাদৃশ পাপাত্মা নহি। যাহাতে নির্দ্দোষী ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়, আমি তাহাতে কি প্রকারে সম্মতি প্রদান করিব? আজিজ্ মিসর অভ্যর্থনার সহিত আমাকে লালন পালন করিয়া আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন। আমি তাঁহার সংহারে কি প্রকারে প্রবৃত্ত হইব? যে সর্ব্ব-ফলদাতা, জগৎপিতা জগৎ পালন করিতেছেন, তিনি উৎকোচদ্বারা কি প্রকারে আমাকে ক্ষমা প্রদান করিবেন? বিচারক কি উৎকোচ গ্রহণ করেন?"

ইউসফের এবম্প্রকার উত্তর শ্রবণে জেলেখা কহিলেন, "আমার মনঃপ্রাণ তোমার কৃত্রিম কথোপকথনে শর-লক্ষ্য-স্থল স্বরূপে বিদীর্ণ হইতেছে। প্রবঞ্চনাপূরিত কথা মায়ামাত্র, মায়াবিগণের ন্যায় প্রলোভন দেওয়া, সত্যবাদিগণের উচিত নহে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, তোমার কথায় প্রতারিত হইয়া আর পথভ্রান্ত হইব না। তোমার কথায় কথায় দিবাবসান হইয়া আসিল, তথাপি আমার মনোরথ পূর্ণ হইল না। আর অনর্থক প্রবঞ্চনা হইতে মুখ বন্ধ রাখিবে। আমি শুষ্ক কাষ্ঠস্বরূপিণী হইয়া তোমার বিরহানলে ভস্মীভূত হইতেছি; তুমি ব্যতীত ঐ অনল নির্ব্বাণ করে এরূপ ক্ষমতা কাহার আছে? তুমি পাপরূপ ধূমে মলিন হইবার ভয়ে, আমাকে স্পর্শ করিতেছ না? বিবেচনা করিয়া দেখ, শুষ্ক কাষ্ঠ অগ্নিতাপে কতক্ষণ ভস্মীভূত না হয়? সামান্য পাপে ভীত হইতেছ; কিন্তু, প্রাণী-হত্যা-মহাপাপ দিকে লক্ষ্য করিতেছ না।" জেলেখার কথা ঐ পর্য্যন্ত শেষ হইলে, ইউসফ্ যেরূপ জানিতেন, সেইরূপ উত্তরপ্রদান করিলেন। জেলেখা সে উত্তর শ্রবণ করিয়া একবারে ক্রোধে অধীরা হইয়া বলিতে লাগিলেন, "রে-দুর্ব্বিনীত, দুরাত্মন্ কিঙ্কর! তুই কথায় কথায় আমার সময় নষ্ট করিতেছিস্? আমার সহিত রহস্য

করিতেছিস্? একণে যদি তুই আমার কথায় মনোযোগ প্রদান না করিস্, তবে আমি নিশ্চয় কোনরূপে আত্মঘাতিনী হইব। এই হত্যাপরাধ তোরই উপর পড়িবে। তুই এই হত্যা-পাপ ভোগ করিবি। আমি এখনই গলদেশে ছুরিকাঘাত করিব। তাহাহইলে তোর্ প্রবঞ্চনা হইতে রক্ষা পাইব এবং বিরহ যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। আজিজ্ মিসর যখন তোর্ নিকটে আমাকে দ্বিখণ্ডিত দর্শন করিবেন, তখন সেই সঙ্গেই তোরে যমালয়ে প্রেরণ করিবেন সন্দেহ নাই। অতঃপর বসুন্ধরা গর্ভে আমি তোর্ সহিত মিলিত হইব।" এই বলিয়া শয্যা-নিম্ন হইতে এক সতেজ তরবারি স্বহস্তে আকর্ষণ করিয়া, গলদেশে ধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। উহার শাণিত ফলক বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রতিভাত হইল।

এতদ্দর্শনে ইউসফ্ সবিস্ময়ে সত্বরে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জেলেখার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ঠাকুরাণি! ক্ষান্ত হউন—ক্ষান্ত হউন! আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে।" মনোহারিণী নরেন্দ্রনন্দিনী ইউসফের এই কারুণ্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র প্রফুল্লিত হইয়া তরবারি খানি নামাইয়া রাখিলেন। অনন্তর স্বীয় পাণিযুগল দ্বারা ইউসফের গলদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক ধারণ করিলেন। তখন ইউসফ্ নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কি করিবেন তজ্জন্য, চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরন্তু, যদিও তাঁহার মনোমধ্যে জেলেখার প্রেমাঙ্কুর উদ্গত হইতে লাগিল, তথাপি তিনি স্বীয় পবিত্রতার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে জেলেখা যাহাতে সত্বর অভীষ্ট সিদ্ধ হয় তজ্জন্য, বিস্তর প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এদিকে যাহাতে বিলম্ব হয় তজ্জন্য, ইউসফ্ স্বীয় পাজামা বন্ধনে অঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া, একটি স্খলিত ও দুইটি বন্ধন করিতে করিতে, সহসা সেই কুটীরের অপর প্রান্তে বস্ত্রাচ্ছাদিত কোন বস্তু তাঁহার নয়ন পথে নিপতিত হইল। বস্তুত ঐ দ্রব্যটি কি, তাহা তিনি জানিতেন না; তজ্জন্য, সাতিশয় কৌতূহল পরবশ হইয়া জেলেখাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অয়ি-চঞ্চল-কটাক্ষি! গৃহাভ্যন্তরে বস্ত্রারোপিত কি দ্রব্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে? কেনইবা আপনি উহা প্রচ্ছন্নভাবে রক্ষা করিয়াছেন?" জেলেখা উত্তর করিলেন, "উনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার কৃপাপ্রভাবে আমি জীবিত রহিয়াছি। উনি প্রস্তর বিনির্ম্মিত দেবী। আমি উঁহার নিকট পতিত হইয়া উঁহার আরাধনা এবং ভজনা করিয়া থাকি।

আমি এক্ষণে নিকৃষ্টপথে ধাবমানা হইতেছি ও অন্যায় কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি; তৎপ্রযুক্ত যাহাতে মৎপ্রতি উঁহার দৃষ্টি নিপতিত না হয় এবং উনি আমার অসদাচরণ নিরীক্ষণ না করেন তজ্জন্য, উঁহাকে বসনান্তরালে অলক্ষিত-ভাবে রক্ষা করিয়াছি।" এই কথা ইউসফের শ্রবণ কুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি স্বীয় নয়নদ্বয় নিমীলিত করিয়া যেমন কেহ অপহৃত বস্তুর অন্বেষণার্থ ধ্যান-বিমুগ্ধ হয়, তেমনি মুহূর্ত্তকাল ধ্যান যোগে অভিভূত হইয়া রহিলেন। অনন্তর জেলেখার রূপ সন্দর্শনে তাঁহার যে জ্ঞানরূপ মহামূল্য দ্রব্য অপহৃত হইয়াছিল, তাহা তিনি পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় সর্বাঙ্গ জ্যোতির্ময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন নয়নযুগল উন্মীলিত করিয়া জেলেখাকে কহিতে লাগিলেন, "রাজনন্দিনি! আপনি নির্জীবী-দেবীর দর্শনভয়ে ভীত হইয়া, তাহাকে বসনান্তরে লুক্কায়িত করিলেন। কিন্তু, যে সর্ব্ব-বিধাতা জগৎপিতা মনুষ্য শরীরে সর্ব্বদা মিলিত হইয়া রহিয়াছেন, আমি সেই সর্ব্বাভিজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ দর্শককে কি প্রকারে লুক্কায়িত করিব।" এই বলিয়া সেই মায়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া সবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মভীরু সেই মহাপুরুষ ইউসফ এই সময়ে যে দ্বারে আসিতে লাগিলেন, সেই দ্বারই তাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে মুক্ত হইতে লাগিল। জেলেখা ইহা স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সবেগে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া শেষদ্বারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সেই গৃহে পুনঃপ্রবেশ জন্য তদীয় গাত্রাচ্ছাদন ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু, তাহাতেও তিনি পলায়ন করিতে থাকায়, তাঁহার অঙ্গাচ্ছাদনের কিয়দংশ ছিন্ন হইয়া জেলেখার হস্তে রহিয়া গেল।

তখন সেই অনঙ্গবিলাসিনী অনার্য্যাকামিনী একবারে হতাশ হইয়া বাণবিদ্ধ কুরঙ্গীর ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন এবং মরীচিকাভ্রমে চাতকী যেরূপ কাতর হয়, সেইরূপ কাতর ভাবাপন্না হইয়া সরোদনে, "হায়! কি আশ্চর্য্য! আমার অদৃষ্ট দোষে রত্নাধার হইতে রত্নরাজি অপহৃত হইল! আহা! ইউসফরূপ সুন্দরপক্ষী আমার জাল হইতে পলায়ন করিল! হায় ইউসফের বচনরূপ অমৃত আমার শ্রবণ বহির্গত হইল; যেমন—

একদা কোন ঊর্ণনাভ আহারোদ্যোগে জাল বিস্তার করিয়াছিল; ঐ জাল মধ্যে কীট পতঙ্গাদি পতিত হইলে সে স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিত। অতঃপর কোন

নরপতির একটি শ্যেন পক্ষী তাহার জালমধ্যে পতিত হওয়ায়, সে মনে করিল, 'অদ্য বৃহৎ শীকার আমার জালে পড়িয়াছে; অনেক দিনের আহার্য্য সঞ্চয় হইল।' কিন্তু, সেই শ্যেন পক্ষী উড্ডীয়মান হইলে, তাহার জালের তার (সূত্র) সকল ছিন্ন হইয়া গেল। তদ্রূপ আমিও স্বকার্য্য সাধনে বঞ্চিত হইলাম। ঊর্ণনাভ-তারের ন্যায় আমার অন্তঃকরণের শিরা সকল ছিন্ন হইল এবং আমার আশা-বিহঙ্গমও ধৃত হইল না। এক্ষণে ছিন্ন তার ব্যতীত আমার হস্তে কিছুই নাই। সেই ছিন্ন তারে আর আমার কি উপকার দর্শাবে?" এইরূপে নানা-প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এদিকে ইউসফ্ সবেগে পলায়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে আজিজ্-মিসরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। আজিজ্মিসর তাঁহার চঞ্চল ভাব নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস! তুমি উন্মত্তের ন্যায় চঞ্চল হইয়া কোথায় যাইতেছ? তোমার সর্ব্বাঙ্গ কেন স্বেদ জলে ভাসমান হইয়াছে?" আজিজ্-মিসরের প্রশ্ন শুনিয়া ইউসফ্ অকপটে ও অভয়ে সপ্তম মন্দিরের ঘটনা সমূহ তাঁহার নিকট প্রকটিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে আজিজ্মিসর তাঁহার হস্তধারণ করিয়া, সেই সপ্তম-কুটীরস্থিতা অপ্সরাননার নিকট গমন করিলেন। রোরুদ্য-মানা ধূল্যবলুণ্ঠিতা জেলেখা যখন আজিজ্মিসর-সমভিব্যাহারে ইউসফ্কে নিরীক্ষণ করিলেন, তখন অঞ্চল-বসনে চক্ষুর্জ্জল মোচন এবং কৃত্রিম কোপে মুখাবরণ ছিন্ন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, "হে-ধর্ম্মাবতার! যে তোমার পালিত পুত্র হইয়া তোমারই প্রণয়িনীর প্রতি অত্যাচার করে, তাহাকে কিরূপ দণ্ড বিধান করা উচিত?" আজিজ্মিসর কহিলেন, "চন্দ্রাননে! এই অন্যায় কার্য্য কাহাকর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে, তাহা মৎসকাশে বর্ণন কর।" জেলেখা কহিতে লাগিলেন, "স্বামিন্! অদ্য আমি দিবাভাগে এই কুটীরে শয়ন করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলাম। সেই সময়ে এই কিঙ্কর শিরোদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, আমার সতীত্ব নাশে উদ্যত হইয়াছিল। আমি সে বিষয় কিছু-মাত্র জ্ঞাত ছিলামনা। অনন্তর আমার শয্যা সমীপে আগমন করিয়া গাত্রস্পর্শ করিলে এবং উদ্যান পালের বিনানুমতিতে পুষ্প চয়ন করিতে অভিলাষী হইলে, আমি গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলাম। চঞ্চল প্রকৃতি কিঙ্কর আমার জাগরিত ভাব নিরীক্ষণে, পাছে আমি কারাবরুদ্ধ করি, অথবা প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান

করি তজ্জন্য, ভীত হইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে আমি উহাকে ধৃত করিবার জন্য, পশ্চাদ্গামিনী হইয়া (তখনও বাহিরে যাইতে পারেনাই এমন সময়ে) উহার নিকট উপনীত হইলাম। কিন্তু, আমি রমণী; স্বভাবতঃ কুল কামিনী এবং ক্ষীণাঙ্গী বলিয়া উহার সম্মুখী হইতে পারিলামনা। তথাপি সাহস সহকারে উহার গাত্রাচ্ছাদন ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিলাম; পরন্তু, আকর্ষণ বলে অঙ্গাচ্ছাদন ছিন্ন হওয়ায় স্বচ্ছন্দে পলায়ন করিল। সেই অঙ্গাচ্ছাদনের ছিন্নাংশ এখনও আমার নিকটে আছে। এক্ষণে সেই ছিন্নাংশই আমার অভিযোগের যথার্থতা প্রমাণ করিতেছে।" আজিজ্‌মিসর জেলেখার নিকট এতদ্ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া,একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং স্বীয় রসনা করবাল স্বরূপে তীক্ষ্ণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "রে দুরাত্মন্! রে পাপকারিন্! যখন আমি তোরে ক্রয় করিয়াছিলাম, তখন তোর্ মূল্যার্থ আমার শতশত রত্নাগার-শূন্য হইয়াছিল। আমি তোরে পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়া ও তোরইনিমিত্ত বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলাম। জেলেখাকে তোর্ মনস্তুটির জন্য ও সখীগণকে সেবা করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিলাম। কিঙ্করগণ তোর্ আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিল। হাঁ-আমি যেমন স্বীয় ধনরত্নে তোরে ক্রয় করিয়া নানাসুখে সুখী করিয়াছিলাম, তেমনি তুই তাহার পুরস্কার স্বরূপ এই লোক বিগর্হিত কার্য্য করিলি। আমি যেরূপ তোরে লালন পালন করিলাম, তাহার প্রতিফল দিলি। তুই যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিস্, তাহা আর কখন কাহারও দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকেনা। এই অখিল অবনীতে উপকারীর অপকার করা কোন অংশেই সিদ্ধ নহে। তুই আমা দ্বারা উপকৃত হইলি, আর আমারই বিরুদ্ধ কার্য্য সাধনে তৎপর হইলি। সত্য পালনে অশক্ত হইলি।" আজিজ্‌মিসরের এবম্প্রকার ক্রোধভাব অবলোকন করিয়া, ইউসফ্ একবারে বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইলেন। ভয়ে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল।

অনন্তর তিনি অগ্নিতাপে কুঞ্চিত লোমের ন্যায় ভয়ে আকুঞ্চিত হইয়া করজোড়ে কহিতে লাগিলেন, "হে-ধার্ম্মিক্ পাল! হে-বিচারপতি! আমি অতি নিরীহ ও নির্দ্দোষী; অতএব, আমার প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন না। জেলেখা যাহা বলিতেছেন, তৎসমুদায়ই অলীক। পুরুষের বামপার্শ্ব হইতে স্ত্রীজাতির উৎপত্তি। রমণী পাপকারিণী; উদাহরণ— যখন ধরণীতলে মনুষ্য জাতির জন্ম

ছিলনা, তখন বিশ্বনির্ম্মাতা আপনার কৌশল ও শিল্পতা বলে স্বুরপুরে আদম নামা এক পুরুষকে স্বজন করিলেন। তদবধি আদম স্বুরপুরে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদা তিনি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ঈশ্বরাদেশ ক্রমে দেবতারা তাঁহার বাম কক্ষ বিদীর্ণ করিলেন। কক্ষ বিদীর্ণ হইবা মাত্র তন্মুহূর্ত্তেই তথা হইতে অতুল-রূপ-রাশি সম্পন্না, পূর্ণ যৌবনা এক ললনা সমুৎপন্না হইলেন। তখন দেবতাগণ আদমের কক্ষ পূর্ব্ববৎ সংশোধিত করিয়া দিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু, আদম এসমস্ত ঘটনার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিলেন না। যেমন নিদ্রিত ছিলেন, তেমনি রহিলেন। পরে আদমের নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, স্বীয় পার্শ্বাবস্থিতা সেই সর্ব্বাঙ্গ শোভনা অঙ্গনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি এই সময়ে দৈব বাণীতে শুনিতে পাইলেন, 'তুমি এই রমণীকে দেখিয়া বিস্মিত হইওনা। আমি তোমাকে যুগল করিবার জন্য উহাকে স্বজন করিয়াছি। উহার নাম হাওয়া। কিন্তু, সাবধান, যাবৎ আমি উহাকে তোমার সহধর্ম্মিণী না করি, তাবৎ তুমি উহার অঙ্গস্পর্শ করিওনা।' প্রভো! বিস্তারের আবশ্যকতা নাই, আদম যথা নিয়মে ঈশ্বরাদেশিত যৌতুক প্রদান পুরঃসর সেই স্বুকুমারীর পাণি গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে জগদীশ্বর নিষেধ করিয়া দিলেন যে, যেন তাঁহারা গোধুম ভক্ষণ না করেন।

শত্রুর কি অসীম প্রভাব! সকল সময়েই মনুষ্যের পদে পদে ভ্রমণ করে। যে শত্রু বিষয় বিশেষে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, যে শত্রু সম্মুখরণে প্রাণ হানির জন্য সর্ব্বদা খড়্গহস্ত, এ সে শত্রু নয়; যে শত্রু মনুষ্যের জ্যোতির্ম্ময় হৃদয় অন্ধকার করিয়া কুপথে পদার্পণ করায়, যে শত্রু মনের পবিত্রতা দূর করিয়া, আত্মাকে পাপ পঙ্কিল করে, যে শত্রু নয়ন পথের অগোচরে থাকিয়া মনুষ্যের পারলৌকিক স্বুখে জলাঞ্জলি প্রদান করে, এ সেই শত্রু। যাহাহউক, শত্রু আদমের পদে পদে ভ্রমণ করিতে লাগিল। একদা সময় পাইয়া বলিল, 'যে ব্যক্তি গোধুম ভক্ষণ করিবে, সে কখনও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইবে না। জগদীশ্বর তোমাকে স্বুরপুর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন, এনিমিত্ত গোধুম ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন।' কিন্তু, আদম তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না; বরং, তাহাকে নিকট হইতে দূর করিয়া দিলেন। কালক্রমে সে হাওয়ার নিকটে গিয়া যে রূপে আদমকে প্রলো-

ভিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল. সে রূপে তাঁহাকে প্রলোভন দিতে লাগিল। হাওয়া শত্রুকে মিত্র ভাবিয়া তাহার কথা সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন এবং কতিপয় গোধূম লইয়া অধিকাংশ নিজে ভক্ষণ করিলেন; অবশিষ্ট গুলি আদমের জন্য রাখিলেন। অনন্তর আদমের নিকটে গিয়া গোধূম গুলি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, 'স্বামিন্, আমি এই সুরোদ্যানে নানাবিধ ফল ভক্ষণ করিয়াছি; কিন্তু, গোধূমের ন্যায় মধুর দ্রব্য কখনও দশন স্পৃষ্ট হয় নাই।' রমণী কুহকিনী। আদম হাওয়ার কুহকে ও অনুরোধে তৎপ্রদত্ত গোধূম গুলি ভক্ষণ করিলেন। এই সময়ে কতিপয় অমর আসিয়া তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র ও অলঙ্কার-সমূহ হরণ করিয়া তদুভয়কে নানা প্রকার শাস্তি প্রদান করিতে করিতে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা হতবুদ্ধি হইয়া পুনঃপুনঃ জগদীশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কোন ফল দর্শিলনা। অমরেরা তাঁহাদিগকে বহু যন্ত্রণা প্রদান করিয়া পৃথিবীতে ক্ষেপণ করিলেন। পরন্তু, উভয়ে একত্র পতিত না হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে পতিত হইলেন। উহার দূরতা এক সহস্র দুই শত ক্রোশ। অতঃপর তাঁহারা বহুকষ্ট ভোগ করিয়া, একত্র হইলেন। তৎপর আদমের ঔরষে হাওয়ার গর্ভে সন্তান সন্ততির উৎপত্তি হইতে লাগিল। সেইঅবধি ধরাতলে মনুষ্যের সৃষ্টি। সুতরাং আদম পরম পুরুষ এবং হাওয়া পরমা প্রকৃতি। হাওয়া হইতেই প্রথমে পাপের উৎপত্তি হইল। যিনি রমণীর প্রধানা, তিনি যখন পাপকারিণী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন, তখন বিবেচনা করিয়া দেখুন অপরা রমণীরা কতদূর শুদ্ধাচারিণী ও সত্যবাদিনী।" এই বলিয়া জেলেখা সম্বন্ধীয় পূর্ব্বাপর আমূল তাবদ্বৃত্তান্ত পুনরায় আজিজ-মিসরের নিকট প্রকাশ করিলেন। পুনরপি বলিলেন, "আর যদি আমার উক্তি আপনার বিশ্বাস যোগ্য না হয়, তবে এই নির্দ্দোষী কিঙ্করকে উচিত দণ্ডে দণ্ডিত করুন। আমি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইব না। আমি যাজক-পুত্র; অত্যাচার সহ্য করাই সাধু পুরুষদিগের ধর্ম্ম; যেমন—

আমার প্রপিতামহ এব্রাহিমকে ঈশ্বরদ্রোহী রাজা নমরুদ বহুদূরবিস্তৃত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহাতে তিনি কিছুমাত্র শঙ্কিত হন নাই। পিতামহ এসূহাক কোন কারণ বশত ঈশ্বরের নিকট সাংসারিক সুখ সম্ভোগ প্রার্থনা নাকরিয়া, অন্ধ হইয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করিয়াছিলেন।

পিতা ইয়াকুব আমার বিরহে কত কষ্ট ভোগ করিতেছেন। বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের অপেক্ষায় পিতা আমাকে প্রিয় জ্ঞান করায়, তাহারা নানাপ্রকার শাস্তি দিয়া পরে আমাকে মালেক্ বণিককে এবং মালেক্ আপনাকে বিক্রয় করিয়াছে। যদিও আপনি আমাকে অপত্য নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতেছেন, তথাপি আমি আপনার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ।"

জেলেখা নিশ্চয় জানিতেন যে, ইউসফ্ তৎকৃত ঘটনা কখন আজিজ্-মিসরের নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না। কিন্তু, যখন ইউসফ্ সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন, তখন তাঁহার সে ভ্রম দূর হইল। কোন কথা না বলিয়া নম্রমুখী হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। যুগল নয়ন বাষ্পে পরিপূর্ণ হইল এবং ক্রমে ক্রমে বিন্দু বিন্দু করিয়া গণ্ডের উপর পড়িয়া কণ্ঠ ও বক্ষঃদিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল। আজিজ্ মিসরের রোষানল যে, ইউসফের বচনামৃতে নির্ব্বাপিত হইয়া আসিতেছিল, তাহা জেলেখার অশ্রু রূপ ঘৃতাহুতিতে প্রচণ্ড শিখা ধরিয়া জ্বলিয়া উঠিল। জেলেখাকে রোদন করিতে দেখিয়া তাঁহাকেই সত্যবাদিনী বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং প্রহরিগণকে কহিলেন, "রে প্রহরিগণ! তোরা সত্বর ইউসফের হস্তপদে শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া উহাকে কারারুদ্ধ কর্।"

আজিজের আজ্ঞানুসারে প্রহরিগণ ইউসফ্‌কে কারাবদ্ধ করিতে তৎপর হইয়া, তাঁহার হস্তপদে শৃঙ্খল বন্ধন করিল। কিন্তু, তিনি যাজক পুত্র; অনর্থক মিথ্যাভিযোগে কারাবন্দী হইতে হইল ভাবিয়া, আকাশপানে নিরীক্ষণ করিয়া মনেমনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, "হে সর্ব্বসাক্ষিন্ জগদীশ! আপনার নিকট সকল রহস্য-দ্বারই উদ্ঘাটিত এবং সত্য-মিথ্যা সকলই আপনি পরিজ্ঞাত। আপনি ভিন্ন এই রহস্য কেহ প্রকাশ করিতে পারিবেনা। অতএব, সত্য দীপে যখন আমাকে প্রদীপ্ত করিয়াছেন, তখন পুনরায় মিথ্যাভিযোগে কলুষিত করিবেন না। যাহাতে আমার সাধুতা প্রাতঃকালীন অরুণের ন্যায় সমুদিত হয়, তন্নিমিত্ত প্রমাণ সংযোগ করুন।" ইউসফ্ জগদীশ্বরের নিকট এবম্প্রকার প্রার্থনা করায়, তিনি তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। এইসময়ে জেলেখার এক পরিচারিকা একটি তিন মাসের শিশু পুত্র ক্রোড়ে লইয়া স্তন পান করাইতেছিল। সেই শিশু আজিজ্ মিসরের (ইউসফের প্রতি)

জেলেখা।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

এদিকে বিরহোন্মাদিনী সচিব-কুল-কলঙ্কিনী জেলেখা সপ্তম মন্দিরের ঘটনাবলী গোপন রাখিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু, কোনক্রমেই গোপন রাখিতে সমর্থ হইলেন না। সমগ্র নগরে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইতে লাগিল এবং মধুলোলুপ মত্ত মধুকর সকল যেমন মধুলোভে ঝাঁকে ঝাঁকে পুষ্প সকাশে আগমন ও গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতে থাকে, তেমনি নগরস্থ তাবৎ লোকে দলে দলে স্থানে স্থানে উপবিষ্ট হইয়া কেবল সেই কলঙ্কিনীর চরিত্র লইয়াই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। নগরস্থ সম্ভ্রান্ত-জনগণ পৌরাঙ্গনারা তদ্বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন "এক্ষণে মন্ত্রিজায়া জেলেখা সমস্ত কুল মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া এক কিঙ্করের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছে। অহো———কি আশ্চর্য্য! জেলেখার কি বিবেচনা নাই? আমাদিগকে অতিশয় বিস্ময়াপন্না হইতে হইয়াছে ; যেহেতু, সে কি প্রকারে ক্রীত দাসের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হইল? ইহা কি সামান্য লজ্জার কথা! আবার ইহাও এক আশ্চর্য্য বার্ত্তা যে, সেই কিঙ্কর তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে অসম্মত। আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, জেলেখা নানালঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সেই কিঙ্করের মনোরঞ্জনার্থ—অহর্নিশ তৎসকাশে অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু, সে কিঙ্কর জেলেখার দিকে নয়নোন্মীলন করেনা ; বরং, তাহার মতের বিপরীত ভাব অনুষ্ঠান করে। ইহাতেই আমরা নিশ্চয় করিয়াছি যে, তাহার প্রতি ইউসফের মনঃ প্রেম উৎপন্ন হয় নাই।"

রাজকুমারী জেলেখা এবম্বিধ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সেই কামিনীগণকে

তিরস্কার করিবার নিমিত্ত এক মহা যজ্ঞের আবিষ্কার করিলেন এবং যজ্ঞালয় রাজসভা রূপে সুসজ্জ করিয়া, উহার প্রাঙ্গণে পট্টবস্ত্র নির্ম্মিত মনোরম শয্যা বিস্তার করিলেন। শয্যার চতুষ্পার্শে স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিতা, নীলাম্বর পরিধানা জেলেখার পরিচারিকারা ধীরে ধীরে ভ্রমণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের বস্ত্র ও অলঙ্কার সকল পবন হিল্লোলে আলোড়িত হইয়া কখন উপরে উত্থিত ও কখন নিম্নে পতিত হওয়ায় নৃত্যকালে ময়ূরের যেরূপ শোভা হয়, সেইরূপ শোভার আবির্ভাব হইতে লাগিল। সখীগণ জেলেখার অনুমতিক্রমে শয্যার উপর সুগন্ধি আদি নানাপ্রকার বিলাস দ্রব্য ও শর্করা বারি পূরিত অগণিত সুন্দর সুন্দর বেল্লর পাত্র স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়া রাখিল এবং নানাবিধ ভোগ্য দ্রব্য ও বিবিধ মনোহর মনঃতৃপ্তিকর ফল আনয়ন করিল ; যথা—

আম জাম পেয়ারা অঞ্জীর আদি কত।
খোরমা সোহারা নারিকেল শত শত ॥
বাদাম বেদানা আখ্ রোট জামরুল।
কাঁটাল লাকট আতা আর পিপা কুল ॥
শক্ক-আলু খরমুজা কাঁকুড় খর্জ্জুর।
আনারস শসা তাল দাড়িম্ব অঙ্গুর ॥
আর কত মনোহর ফল অগণন।
বিস্তারিয়া তাহা কত করিব বর্ণন ॥

এদিকে জেলেখার নিমন্ত্রণমতে মিসরবাসিনী, সৌন্দর্য্যশালিনী কুল-কামিনীগণ নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত ও সখীগণে বেষ্টিত হইয়া তাঁহার আলয়ে আগমন করিলেন। তখন তড়িৎহাসিনী, ত্রিলোকমোহিনী, রাজ-নন্দিনী জেলেখা সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া করধারণ পূর্ব্বক শয্যোপরি উপবেশন করাইলেন। অনন্তর নানাবিধ সুমধুর কথোপকথনচ্ছলে, কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, জেলেখার আদেশমতে কিঙ্করীগণ তাঁহাদের নিকট খাদ্যদ্রব্য সমূহ আনয়ন করিল। সুন্দরীগণ জেলেখা প্রদত্ত চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয় ইত্যাদি ভোগ্যদ্রব্য আহার করিয়া নিরতিশয় পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহাদের আহারাদি সমাপ্ত হইলে এবং কিঙ্করীগণ তাঁহাদের নিকট হইতে

আসনোত্থান করিলে, জেলেখার সম্ভ্রমরক্ষার্থ তাঁহারা একবাক্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। এদিকে সুচতুরা জেলেখা তাঁহাদিগকে অপদস্থ ও অপ্রতিভ করিবার নিমিত্ত মনে মনে এক অকৃত্রিম ভান করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের হস্তে এক একটি লেবু ও শাণিত ছুরিকা দান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন,

"হে চপলা-বিমোহিনী বরাননাগণ।
মধুরহাসিনী গতি জিনিয়া বারণ॥
দেখ দেখ এই ফল কিবা মনোহর।
সুগোল গঠন অতি মনঃতৃপ্তিকর॥
সকলের সন্নিধানে করি নিবেদন।
আমার অর্পিত ফল করহ ভক্ষণ॥"

জেলেখার বাক্যানুসারে সুন্দরীগণ লেবুকর্ত্তন জন্য ছুরিকা উঠাইলে, এক অনুপম, পরমসুন্দর যুবাপুরুষ সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের নিকট সমাগত হইলেন। সেই পরম মনোহর যুবকের নয়ন যুগলের নীলালক্তক প্রভা এবং হাবভাব ও কটাক্ষ সন্দর্শনে যেন নীলোৎপল লজ্জিত হইয়া সরোবর-সলিলে নিমজ্জিত হইতেছে। সুলম্বিত বেণীযুগল নীলিমা বর্ণের গাত্রাচ্ছাদনের উপর পতিত হইয়া ধীরে ধীরে আলোড়িত হওয়ায় বোধ হইতেছে যেন, নবোদ্গত দূর্ব্বাদল ক্ষেত্রে দুইটি কৃষ্ণ ভুজঙ্গী ক্রীড়া করিতেছে। দশনপঙ্‌ক্তি মুক্তামালার ন্যায় স্তরে স্তরে গ্রথিত হইয়াছে এবং সৌদামিনীর ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়ী শিখা প্রকাশ করিতেছে।

কামিনীগণ লেবুকর্ত্তন সময়ে সহসা এরূপ সুন্দর পুরুষকে তথায় সমাগত দেখিয়া, আত্মবিস্মৃতা হইয়া লেবু-বিনিময়ে স্ব স্ব করাঙ্গুলিচ্ছেদন করিলেন। কেবলমাত্র অঙ্গুলিচ্ছেদনই নহে ; ছুরিকাঘাতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ লেখনীরূপে পরিণত হওয়ায়, তদ্দ্বারা শোণিত রূপ স্বর্ণাক্ষরে স্ব স্ব হৃদয় ফলকে সেই মনোমোহনকে অঙ্কিত করিয়া লইলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরম মনোহর যুবকের পরিচয় প্রাপ্তির জন্য নিতান্ত কৌতূহলিনী হইয়া জেলেখাকে কহিতে লাগিলেন,

"বল বল হে-জেলেখা! ইনি কোন্‌জন।
কটাক্ষেতে সকলের হরি নিল মন ॥
মনুকুলে জন্ম কভু নাহবে ইহার।
অবশ্য হইবে কোন স্বর্গীয় কুমার ॥
এরূপ স্বরূপ যুবা কখন না হেরি।
দ্বিতীয় কন্দর্প বুঝিআহা মরি মরি॥"

তখন সেই অনঙ্গ-মোহিনী, অপ্সরারূপিণী জেলেখা ঈষৎহাস্যে কহিতে লাগিলেন, "হে-পদ্মপলাশ-লোচনাগণ! আমি যাঁহার অনুরাগে উন্মাদিনী হওয়ায় তোমরা তিরস্কার রূপ তীক্ষ্ণ শরে আমাকে লক্ষ্য করিতে, ইনি সেই ব্যক্তি; ইঁহারই নাম ইউসফ্। আমি ইঁহার সহিত সংগোপনে বিহার করিয়া স্বীয় মনোবাসনা সফল করিবার অভিলাষ করি; কিন্তু, ইনি আমার প্রস্তাবে সতত অসম্মতি প্রকাশ করেন। তৎপ্রযুক্ত আমি সংকল্প করিয়াছি যে, যদি ইনি পুনরায় আমার কথায় সম্মতিপ্রদান ও আমার কামনাপূর্ণ না করেন, তাহাহইলে ইঁহাকে কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিব। তথায় কিছুদিন পরিশ্রমের সহিত অবস্থান করিলে, অবশ্যই ইঁহার স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইবে; যেমন— কোন বন্যবিহঙ্গম যাবৎ পিঞ্জরাবদ্ধ নাহয়, তাবৎ কাহারও বশীভূত হয়না।"

সুন্দরীগণ জেলেখার বাক্যশ্রবণ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে কহিতে লাগিলেন,

"যে দেখেছে ইউসফের রূপের মাধুরী।
সে জানে উন্মত্তা কেন জেলেখা সুন্দরী ॥
চপলা, চপলা হয় হেরিলে দশন।
আঁখির শোভায় হারে হরিণী নয়ন ॥
ধন্য ধনী সুবদনী জেলেখা সুন্দরী।
ভাবিতেছে হেন জনে দিবস শর্ব্বরী ॥

আমরা এইমাত্র উঁহাকে দর্শন করিলাম; প্রথম দর্শনেই উঁহাকে পাইবার নিমিত্ত কতদূর আমাদের মনঃচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে দেখ দেখি! আর

জেলেখা অহরহ উঁহার সহিত একত্রে অবস্থান করিতেছেন, তবে জেলেখার চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটিবে কেন? এক্ষণে আমরা জেলেখার নিকট অপদস্থ হইলাম।" সুন্দরীগণ-কথিত ঐসকল বাক্যের কিয়দংশ জেলেখার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হওয়ায়, তিনি তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে-বরাননাগণ! আমি যাঁহার অনুরাগিণী হওয়ায়, তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলে, এক্ষণে কেন তাঁহার রূপ সন্দর্শনে আত্মবিস্মৃতা হইলে? কেন তোমাদের ধৈর্য্যচ্যুতি উপস্থিত হইল? এবং কেনইবা তোমরা লেবু-বিনিময়ে করাঙ্গুলিচ্ছেদন করিলে? সে যাহাহউক, এক্ষণে তোমরা আমাকে কিছু সাহায্য প্রদান কর। কোন বন্ধু কাহার বাটী আসিলে, যেমন সকল কার্য্যেই তাহার সাহায্য করিয়া থাকে, তেমনি তোমরা ইউসফ্‌কে আমার বশবর্ত্তী করিয়া দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে অবরুদ্ধ কর।"

জেলেখার বাক্যাবসানে তাঁহারা তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "হে সুলোচনে! আমরা ইউসফ্‌কে না দেখিয়া যে, তোমাকে পাপকারিণী ও কলঙ্কিনী বলিয়া ছিলাম, তজ্জন্য, এক্ষণে তোমার নিকট লজ্জিত হইলাম। দেখ মন্ত্রিজায়ে! আমরা বিবেচনা করি ইউসফ্ কেবল তোমারই মনঃচোর নহেন, বরঞ্চ, ধরাতলস্থ যাবতীয় কুল কুমারীগণের হৃদয় ভূষণ স্বরূপ; এজন্য তাঁহার রূপ সন্দর্শনে আমরা হতচেতনা হইয়া (লেবুবিনিময়ে) করাঙ্গুলিচ্ছেদন করিলাম। ধরণীতলে এমন কোন রমণী জন্ম গ্রহণ করেন নাই যে, তিনি ইউসফের অনুরাগিণী নাহন। কোন্ ললনার হৃদয় এরূপ পাষাণময় যে, তাঁহাকে আত্মদান না করেন? তুমি যে, সেই ইউসফের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার আসক্তি-শৃঙ্খল-বদ্ধ হইয়াছ, তাহাতে তোমার কলঙ্কের কারণ নাই এবং তোমাকে রমণী সমাজে লজ্জিত হইতে হইবেনা। তাঁহার অনুরাগ তোমার শান্তি সুখের কারণ এবং তদীয় অঙ্গ সৌষ্ঠবই তোমার কলঙ্কাপনয়নের প্রমাণ স্বরূপ। এক্ষণে আমরা সর্ব্বস্রষ্টা বিশ্বনির্ম্মাতার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি যে, ইউসফের প্রস্তরময় হৃদয় তোমার অনুরাগে দ্রবীভূত হউক।"

অনন্তর ইউসফ্‌কে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন "হে মহাত্মন্!

গোলাপ পুষ্প সৌন্দর্য্য ও সৌরভে সকল কুসুম অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র আদরণীয়। কিন্তু, তাহার মূলে অগণিত কণ্টকী সমুৎপন্ন হয়। পুষ্প চয়ন কালে অঙ্গুলির অগ্রভাগ কণ্টক কণায় বিদীর্ণ হয়; এজন্য গোলাপ কুসুমের বর্ণেও কলঙ্ক আছে। পরন্তু, আপনার যে রূপ, তাহাতে কিছুমাত্র কলঙ্ক নাই। আপনি মানবকুলে জন্মগ্রহণ করায়, আপনার রূপে মনুষ্যকুল গৌরবান্বিত হইয়াছে। ফলত, জেলেখা আপনার বিরহে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছেন এবং অনশনে কালহরণ করিতেছেন। অতএব, আপনি তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্জ্জীবিত করুন। যখন তিনি আপনাকে কিঙ্কর বলিয়া ক্রয় করিয়া, দাসত্বে নিযুক্ত করেন নাই বরং, প্রাণপণে আপনার যত্ন করিতেছেন, তখন তাঁহার মনোরথ পূর্ণ নাকরা আপনার কর্ত্তব্য নহে। যে কর্ম্মে প্রভু-হৃদয় ব্যথিত হয়, সে কর্ম্ম হইতে কিঙ্করের নিরস্ত হওয়াই উচিত। প্রভু যদি কুকর্ম্মান্বিত হন, তাহাহইলে তদধীনের (কুকর্ম্মে বাঞ্ছা না থাকিলেও) সেই দুষ্ট প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য দাসকেও কুকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইতে হয়। নতুবা, প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয় না। যদি আপনি পুনঃপুনঃ তাঁহার আদেশ অবমাননা করেন, তাহাহইলে তিনি আর আপনার প্রতি স্নেহ করিবেন না; বরং, আপনাকে কারারুদ্ধ করিয়া নানাপ্রকার শাস্তি প্রদান করিবেন এবং আপনি তাঁহার দৌরাত্ম্যানলে ভস্মীভূত হইবেন। কারাগৃহ কুৎসিত জনাকীর্ণ এবং অত্যাচারীর বাসস্থান মাত্র। উহার অভ্যন্তর, মূর্খজনের হৃদয়ের ন্যায় অন্ধকার। জীবিত বস্তুমাত্রই তথাহইতে পলায়ন করিবার অভিলাষ করে। উহাতে শিল্পিগণ কখন শিল্প-হস্ত প্রদান করে নাই এবং তন্মধ্যে বায়ু প্রবেশ পথ রুদ্ধ। এজন্য উহাতে বাস করিলে, নানা প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধি উৎপন্ন হয়। উহার প্রাঙ্গণভূমি সর্ব্বতোভাবে বিপৎপূর্ণ এবং দ্বারদেশ লৌহ কবাটে সর্ব্বক্ষণ বদ্ধ ও উপরিভাগ বৃহৎ বৃহৎ শিলায় আচ্ছাদিত থাকায়, তথায় অরুণ কিরণ বা চন্দ্র কিরণ কিছুই প্রবিষ্ট হয় না। এজন্য তন্মধ্যবাসী লোক কখন্ প্রভাত হয় ও কখন্ সন্ধ্যা হয় কিছুই জানিতে পারে না। তাহাদিগকে সকল সময়ই অমা নিশাবৎ তমোময় বোধ হয়। তথায় বন্দিগণ অহরহ পান-ভোজন-দ্রব্যশূন্য আসনে উপবেশন করিয়া আছে; তাহাদের উদরে সর্ব্বদা ক্ষুধাগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে; ফল কথা তাহাদিগকে সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে

হইয়াছে। কতকগুলা কুৎসিতরূপী কটূক্তি প্রয়োগী কারাধ্যক্ষ আছে। তাহাদের সর্ব্বাঙ্গ যেন অনল ধূমে ধূমবর্ণ এবং দশন পঙ্ক্তি যেন শ্রেণীভঙ্গ হইয়া উৎপৎগামী হইয়া রহিয়াছে। তাহাদের স্বর মেঘ গর্জ্জনবৎ গভীর, ভয়ঙ্কর ও কর্কশ; শুনিলে, সহসা বজ্রাঘাত বলিয়া অনুমিত হয়। তাল বৃক্ষের ন্যায় শরীর দীর্ঘ; সহসা নয়নপথে নিপতিত হইলে, সেই সমস্ত নরাকৃতি পিশাচগুলাকে দৈত্য বলিয়া ভ্রম জন্মে। তাহাদের গাত্র হইতে সতত দুর্গন্ধ বাহির হইয়া থাকে; তাহা নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইলে, একবারে মস্তিষ্ক কলুষিত হইয়া যায়।

তাদৃশ কুৎসিত গৃহ ভবাদৃশ প্রিয়জনের বাসস্থান রূপে পরিগণিত হওয়া কখন উচিত নহে। অতএব, আপনি জেলেখার পক্ষে অনুগ্রহদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া লেখনী যেরূপ লেখকের বশবর্ত্তী হয়, সেইরূপ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করুন।" সুন্দরীগণ এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেখিলেন যে, ইউসফের মন তাঁহাদের কথায় অনুরাগাকৃষ্ট হইল না। তখন তাঁহারাও আর লোভসম্বরণ করিতে নাপারিয়া, পরস্পর চক্ষুরিঙ্গিতে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "ভগিনি! আমরা জেলেখা অপেক্ষায় অধিকতর সৌন্দর্য্যশালিনী ও মনোহারিণী। এক্ষণে আমাদের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য উঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, বোধহয় উনি আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। ঈদৃশ মহাপুরুষকে বশীভূত করিতে পারিলে, আমরা যে, সুখসাগরে ভাসমানা হইব তাহার আর বিচিত্র কি?" এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পুনরায় ইউসফ্‌কে কহিতে লাগিলেন, "আর যদি জেলেখা আপনার মনোনীতা নাহন, তাহাহইলে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমরা স্বস্ব অধরোষ্ঠ সাহাস্যে স্ফুরিত করিলে, তাহাতে যে শোভার আবির্ভাব হয়, তাহা কেহ বর্ণনা করিতে পারে-না। আমরা রূপলাবণ্যে অদ্বিতীয়া ও আমাদের সৌন্দর্য্য জেলেখা অপেক্ষায় অধিকতর মনোহর। অধিক কি বলিব, আত্ম প্রশংসা উচিত নহে।" যখন ইউসফ্ সেই রমণীগণের এরূপ কুঅভিপ্রায় জানিতে পারিলেন এবং তাঁহারা জেলেখার সহায়তা করিবার ও স্ব-স্ব মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য কুপথে গমন করিতেছেন দেখিলেন; তখন নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া শিরোবনত করিলেন।

অনন্তর পাণিযুগল আকাশাভিমুখে উত্তোলন পূর্ব্বক জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ

প্রদান করিয়া, "হে-সর্ব্ব-বাসনা-সফলকারিন্! আপনি পবিত্র-পথে ভ্রমণকারিগণকে কখন অপবিত্রদিকে গমন করান না। সকল সময়েই যথানিয়মে তাহাদের-পবিত্রতা রক্ষা করেন। আমি ইহাদের কার্য্যকলাপে (পাছে ইহাদের নিকটে থাকিলে, পাপ কলুষিত হইতে হয়, এজন্য) নিতান্ত ক্ষোভযুক্ত হইয়াছি; ইহাদের মুখাবলোকনাপেক্ষা কারাগৃহে বাস করা শত শত গুণে শ্রেয়স্কর। এক মুহূর্ত্ত ইহাদের অবয়ব দর্শনাপেক্ষা, শত শত বৎসর কারাগৃহে বাস করা শ্রেয়ঃ। ইহারা অনর্থক আমার মনোনেত্র অন্ধ করিয়া পাপরূপ অন্ধকার কূপে আমাকে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেছে। আপনি এই ধর্ম্মপথ বিরোধিনীগণের প্রতি নিরীক্ষণ করুন। ইহাদের নিকট বাস করা আমার পক্ষে দুষ্কর হইয়াছে। আপনি করুণা নেত্র বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে ইহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করুন"; জগদীশ্বরের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিলেন। প্রার্থনা মাত্রেই বিশ্বনির্ম্মাতা তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিলেন। যদি ইউসফ্ বিধাতার নিকট স্বর্গসুখ অন্বেষণ করিতেন, তাহাহইলে কে তাঁহাকে বন্দী করিতে সমর্থ হইত?

যখন ইউসফ্ সেই অঙ্গুলিচ্ছেদনকারিণীগণের কু-মন্ত্রণায় কু-পথগামী হইলেন না বরং পূর্ব্বাপেক্ষাও তাঁহার পবিত্রতা অধিকতর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, তখন তাঁহারা স্ব স্ব কামনাসিদ্ধির উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাস্করোদয়ে তারারাজি যেমন, তস্করের ন্যায় দিগ্দিগন্তে প্রস্থান করে, তেমনি তাঁহার নিকট হইতে একে একে পলায়ন করিলেন। অনন্তর জেলেখার নিকট উপনীত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "জেলেখে! যাবৎ ইউসফের পবিত্রতা কলুষিত না হইবে, তাবৎ তুমি তাঁহার নিকট মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিবে না। আমরা তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য বহুবিধ অনুনয় সহকারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলাম; কিন্তু, তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। সুতরাং, কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাঁহাকে কারাবরুদ্ধ কর। অগ্নিসংযোগে লৌহফলক দ্রবীভূত হইলে, যেমন তদ্দ্বারা অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে পারা যায়, তেমনি ইউসফ্ কারাবন্দী হইলে, উপদেশ বাক্যে তাঁহার পাষাণময় হৃদয় বিগলিত করিয়া তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিব।" জেলেখা তাঁহাদের কুমন্ত্রণা শ্রবণে ইউসফ্কে কারাবরুদ্ধ করিতে পারিলেই মনোরথ সফল হইবে মনে

করিয়া, একদা রজনীযোগে আজিজ্‌মিসরের কক্ষে গমন পূর্ব্বক বলিলেন,—"স্বামিন্! এই মিসর নগরের সর্ব্বস্থানে সতত আমার দুশ্চরিত্রের বিষয় আলোচনা হইয়া থাকে। এজন্য তোমাকে জনসমাজে লজ্জিত হইতে হয়। আমি এক্ষণে তোমার নিকটে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে, ইউসফ্ আমার হৃদয় স্বামী। আমি তোমার অধীনা; কিন্তু, অন্তঃকরণ ইউসফের অধীন। লোকে আমাকে কলঙ্কিনী বলিলে, আমার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। যদি আমি কলঙ্ককে ক্ষতি বিবেচনা করিতাম বা মনে ঘৃণা করিতাম, তাহা হইলে অভিসারিকার ন্যায় পিতৃভবন আরব দেশ ত্যাগ করিয়া মিসর নগরে আসিয়া তোমার সহধর্ম্মিণী হইতাম না। অতএব, তোমার লজ্জা নিবারণার্থ আমি এক উপায় অবলম্বন করিয়াছি মনোনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। দেখ, ইউসফ্‌কে কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করা হউক এবং সমস্ত নগরে তাহার বন্দী হইবার ঘোষণা প্রচার করা যাউক। লোকে তাহার প্রতি আমার বিরক্তভাব দেখিলে, আর আমাকে কলঙ্কিনী বলিয়া তোমাকে লজ্জিত করিতে পারিবে-না।" স্ত্রীজাতি কুকর্ম্মান্বিতা হইলে, তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য ভাবিয়া স্থিরমতি আজিজ্ মিসর জেলেখার কথায় কিছুমাত্র রোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "নিতম্বিনি! আমি এই লজ্জা নিবারণ জন্য নানাপ্রকার চিন্তা করিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে সমর্থ হই নাই। ফলত, তুমি যে উপায় স্থির করিয়াছ, মদ্বিবেচনায় তদপেক্ষা সুন্দর যুক্তি আর পরিলক্ষিত হইতেছেনা। অতএব, আমি ইউসফ্‌কে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম; তুমি তাহার সহিত যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পার।"

আজিজ্‌মিসরের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে জেলেখা নিরতিশয় প্রফুল্লিত হইয়া ইউসফের নিকট গমন করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"হে জীবনসর্ব্বস্ব! আমি চিরকাল তোমারই অনুরাগানলে ভস্মীভূত হইতেছি। কিন্তু, তুমি কখন আমার তাপিত হৃদয় শীতল করিতে যত্নবান্ হও নাই। এক্ষণে আজিজ্ মিসর তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া, তোমার উপর আমার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছেন। অতঃপর আমি ইচ্ছা করিলে, তোমাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারিব। অতএব, তুমি আমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া আমার মনস্তুষ্টি কর এবং মদীয় হৃদয়মন্দিরে উপবেশন করিয়া আমার দগ্ধ হৃদয় স্নিগ্ধ কর।

অতঃপর আমি তোমাকে নানা সুখে সুখী করিয়া জনসমাজে সম্মানিত এবং ধর্ম্মযাজক বলিয়া অভিহিত করিব। আর যদি তুমি আমার আদেশের বিপরীতাচরণ কর, তাহাহইলে তোমাকে কারাগারে বন্দী করিব। তোমার স্বভাব সংশোধন নিমিত্ত কারাগার দ্বার মুক্ত হইয়া রহিয়াছে।"

"কারাগৃহে বাস করা আমার পক্ষে উত্তম"; ইউসফ্ এই বলিয়া জেলেখার কথার উত্তর প্রদান করিলেন। তখন জেলেখা ক্রোধোন্মাদিনী হইয়া রোষ-কষায়িতলোচনে প্রহরিগণকে বলিলেন, "রে প্রহরিগণ! তোরা সত্বর ইউসফের হস্তপদ শৃঙ্খলযুক্ত কর্ এবং উহার মস্তকস্থিত স্বর্ণোষ্ণীষ অবতরণ করিয়া, সামান্য বস্ত্রবিনির্ম্মিত উষ্ণীষ ও জীর্ণবস্ত্র প্রদান কর্।" প্রহরিগণ কর্ত্রীর আদেশে ইউসফের জ্যোতির্ম্ময় করযুগল একত্র করিয়া শৃঙ্খলবন্ধন করিল। তৎপর তাঁহাকে গর্দ্দভ-পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া, নগরস্থ সকলকে দর্শন করা-ইতে লাগিল। এই সময়ে ঘোষণাকারিগণ এইরূপে ঘোষণা করিতে লাগিল; যথা—"যে চপল কিঙ্কর স্বীয় প্রভুকে লজ্জিত করিবার জন্য তাঁহার শয়নমন্দিরে প্রবেশ করে এবং প্রভুপত্নীর সহবাসাভিলাষী হয়, তাহাকে এইরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করা বিধেয়।"

এদিকে বন্দী দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে লোকের সমাগম হইতে লাগিল এবং নগরে মহা কোলাহল হইয়া উঠিল। সমস্ত নগর লোকে পরি-পূর্ণ হওয়ায়, তাহাদের পদসঞ্চালনে ধূলি উত্থিত হইয়া গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিল; তাহাতে সূর্য্যমণ্ডল ও দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারাবৃত হওয়ায়, সকলের দর্শন-শক্তি মন্দীভূত হইল। সেই তুমুল কোলাহল মধ্যস্থিত লোক সকলে ইউ-সফের শাস্তি দেখিয়া, তাঁহাকে মুক্ত কবিবার জন্য তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইল এবং অনবরত অশ্রুজল বর্ষণ করিয়া কহিতে লাগিল, "হা ঈশ্বর! এই পবিত্র মাধুরী বিশিষ্ট মহাপুরুষ দ্বারা কি কখন অন্যায় কার্য্য সাধিত হইতে পারে? না—এই জীবনরক্ষাকারী দ্বারা মানসিক যাতনা সম্ভব হয়? ইনি অমরগণের ন্যায় পবিত্র রূপরাশি সম্পন্ন হইয়া, কি অন্যায়কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন? দেবগণ দ্বারা কি অন্যায়কার্য্য হইয়া থাকে? অবনীমণ্ডলে যাঁহার রূপমাধুরী নির্ম্মল, তিনি কখন কু-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন না এবং যে ব্যক্তি কুৎসিত রূপী, তাহার মনে সর্ব্বদা কু-কার্য্যের উদ্রেক হইয়া থাকে।"

ফলত, প্রহরিগণ ইউসফ্‌কে বহুবিধ যাতনা প্রদান করিতে করিতে, কারাগৃহে উপস্থিত হইয়া কারাধ্যক্ষকে অর্পণ করিল। যখন সেই অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্ন মহাপুরুষ কারাগৃহে উপনীত হইলেন, তখন কারাগার প্রমোদাগার হইল এবং বন্দিগণ মহানন্দে উল্লাসিত হইয়া উঠিল। যাবৎ ইউসফ্‌ কারারুদ্ধ হন নাই, তাবৎ বন্দিগণ তথা হইতে পলায়ন করিবার নিমিত্ত বিবিধপ্রকার চেষ্টা করিত; কিন্তু, তিনি তথায় উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা তাঁহার রূপগুণের বশীভূত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে অভিলাষী হইল না। সত্য, যে স্থানে কোন স্বর্গীয় কুমার উপনীত হন, সেই স্থান নরকতুল্য অশুচি-পূর্ণ হইলেও, তাহা স্বর্গরূপে পরিণত ও সংস্কৃত হয়।

অনন্তর, "হে কারাধ্যক্ষ! যদিও আমি ইউসফের প্রতি কোপপ্রকাশ করিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছি, তথাপি যেন সত্য সত্যই তাঁহাকে কঠিন শ্রমে নিযুক্ত করিয়া যাতনা প্রদান করিও না। তদীয় সুচারুকলেবর হইতে জীর্ণবস্ত্র উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণাভরণে সজ্জিত এবং মস্তক হইতে জীর্ণ উষ্ণীষ অবতরণ করিয়া, সুরঞ্জিত মুকুটে তাঁহার শোভা বর্দ্ধন করিও। তাঁহাকে পরিষ্কৃত কুটীরে একাকী রাখিবে; যেন অপর কেহ তাঁহার নিকটে না থাকে। সেই কুটীরের ভিত্তি ও দ্বার সুগন্ধিযুক্ত করিবে এবং অভ্যন্তর দীপমালায় সজ্জিত রাখিবে; যেন তিনি কোন প্রকারে কষ্ট প্রাপ্ত না হন;" জেলেখা এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া সখী দ্বারা কারাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিলেন।

কারাধ্যক্ষ জেলেখা-প্রেরিত পত্রিকা পাঠে ইউসফ্‌কে সযত্নে ও পরমাদরে রক্ষা করিতে লাগিল। জেলেখা ও অপরাপর কুহকিনীগণ হইতে দূরীভূত হইয়াছেন, এজন্য ইউসফ্‌ জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া তথায় উপাসনা-শয্যা বিস্তার পূর্ব্বক ঈশ্বর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে জেলেখার বাস-ভবন যে, ইউসফের অবস্থানে পুষ্পবন স্বরূপ মনোহর ও সুশোভিত ছিল, তাহা তাঁহার তিরোভাবে কণ্টকাকীর্ণ বন রূপে পরিণত হইল। যে কুসুমোদ্যানে পুষ্প সকল বিশুষ্ক হইয়া ভূতলশায়ী হয় এবং তাহাদের বেষ্টন স্বরূপ কণ্টকগুলি বিদ্যমান থাকে, সে উদ্যানে কি শোভা দেখিতে পাওয়া যায়? মধুপায়ী অলিকুল কি তীব্র কণ্টককণায় উপবেশন করিতে পারে? জেলেখা যখন সেই গোলাপ কুসুম সদৃশ শোভাতিশয় সম্পন্ন

মহাপুরুষ ইউসফ্‌কে স্বীয় গৃহোপবনে দেখিতে পাইলেন না, তখন আক্ষেপ বশত বক্ষঃ প্রদেশে করাঘাত করিতে লাগিলেন। নখাঘাতে নব-রবি-কর-ফুল্ল কমল কুসুমোপম কপোল যুগল বিদীর্ণ ও সুনীল কোমল শিরোরুহ সকল উৎপাটন করিতে লাগিলেন। নয়ন যুগল অশ্রুজলে ভাসমান করিয়া অহরহ রোদন ও দশন দ্বারা অধরচ্ছেদন করিতে লাগিলেন। দিনমণি অস্তাচল-গামী হইলে, নীলাকাশ যেরূপ রক্তবর্ণে পরিণত হয়, ইউসফ রূপ অংশুমালী কারাগার রূপ সুমেরু গহ্বরে গমন করায়, জেলেখার দশনচ্ছেদিত অধর-শোণিতে তদীয় পরিধেয় নীলাম্বরও সেইরূপ লোহিত বর্ণে পরিণত হইল। জেলেখা ইউসফের বিরহে ধরণী অমা-রজনীবৎ অন্ধকারময়ী দেখিতে লাগিলেন এবং সতত, "হায়! আমি যেরূপ কুকর্ম্ম করিলাম এরূপ কোন্ রমণী করিয়া থাকে? এই শ্রমাগার মহীমণ্ডলে, কোন্ ললনা আমার ন্যায় স্বীয় পদ পৃষ্ঠে কুঠারাঘাত করে। আমি স্বহস্তে চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করিলাম এবং অন্ধ হইয়া অন্ধকার কূপমধ্যে পতিত হইলাম।———দুঃখ নিবারণ করিতে গিয়া আপনারই পৃষ্ঠে দুঃখ পর্ব্বত স্থাপিত করিয়া ভগ্নপৃষ্ঠা হইলাম। আমি বহু বিরহ সহ্য করিয়া এবং যাবতীয় ধন রত্ন পর্য্যবসিত করিয়া, হৃদয় বল্লভকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু, আমি তাঁহাকে বিনা মূল্যে বিক্রয় করিলাম। অহো! এই রূপ বিরহ-বিকারে কি ঔষধি প্রদান করিতে হয়, তাহা আমি অবগত নহি। কে আমাকে ইহার ঔষধ বলিয়া দিবে, কাহার নিকটে গমন করিলে, আমার অন্তর যাতনা সংযত হইবে;" ইত্যাকার খেদ বাক্যোচ্চারণ করিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। ইউসফের যে সকল বস্তু তাঁহার নিকট ন্যস্ত ছিল, সে সকলের আঘ্রাণে অধিক বিলাপ করিতে লাগিলেন। যে বস্ত্র ইউসফ্ একদিনের জন্যও পরিধান করিয়াছিলেন, জেলেখা সে বস্ত্র ক্ষণে ক্ষণে নাসিকারন্ধ্রে ধারণ করিয়া স্বীয় মস্তিষ্ক সুগন্ধিযুক্ত করিতে লাগিলেন। স্বীয় গলদেশ তাঁহার অঙ্গাচ্ছাদনে স্থাপন করিয়া, "হা——প্রিয় ইউসফ্! আমি কেন তোমাকে কারারুদ্ধ, করিলাম?" বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার শিরোদেশে যে উষ্ণীষ সংস্থাপিত হইত, তাহা মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। কটিবন্ধ নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার গুণোপাসনায় কটিবদ্ধা হইলেন এবং তাহা স্বীয় কণ্ঠে দাম স্বরূপে লম্বিত করিয়া মন স্নিগ্ধ করিতে লাগিলেন। পাদুকা-

দ্বয় একত্র দেখিয়া চুম্বন করিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইবার আশা-বীজ মনঃক্ষেত্রে বপন এবং তিনি (ইউসফ) যে, তাঁহা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, সেই শোকে রোদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ইউসফের সমুদায় দ্রব্যই নিরীক্ষণ করিয়া শোক করিতে লাগিলেন। ফলত, ধৈর্য্যাবলম্বন ব্যতীত তাঁহার আর কোন উপায় রহিলনা। প্রিয়তমের বিচ্ছেদাপেক্ষা প্রেমিকার প্রাণান্ত হওয়া উত্তম বিবেচনা করিয়া কি প্রকারেই বা ধৈর্য্যাবলম্বন করেন তাহারও কিছু উপায় পাইলেন না।

অতঃপর একদা জেলেখা ইউসফ কে দর্শন করিবার নিমিত্ত ত্রিতল প্রাসাদের শিখর দেশে আরোহণ পূর্ব্বক কারাগৃহ দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেননা। তখন "প্রাণেশ্বরকে কারাবদ্ধ করিয়া এখনও জীবিত আছি?" এই বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া যেমন শিখর হইতে পতিত হইবেন, অমনি তাঁহার তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী পশ্চাৎ হইতে তাঁহাকে ধারণ করিল। বিনীত বচনে বলিল,—"ভর্তৃদারিকে! স্থির হউন। সহসা এরূপ বিহ্বলা হইবেননা। শিশুকাল হইতে যাঁহার অনুরাগিণী হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাকে পাইবার জন্য অহর্যামিনী রোদন করিতেছেন, তিনি যখন জীবিত আছেন, তখন তাঁহার জন্য এরূপ বিহ্বলা হইতেছেন কেন? সুযোগ ক্রমে তাঁহাকে কারাবিমুক্ত করিতে পারিলে যে, তিনি আপনার বশতাপন্ন হইবেননা তাহারই বা কারণ কি? এক্ষণে কিরূপে তাঁহাকে কারা বিমুক্ত করিতে পারাযায়, তাহারই সুযোগ অন্বেষণ করুন। মৃত্যু কামনা মূঢ়তা মাত্র। আপনি প্রাণ ত্যাগ করিলে, না—দয়িতের সহিত পুনর্ম্মিলনের আশা থাকিবে, না—মনোরথ পূর্ণ হইবে! বরং, জীবিত থাকিলে উভয়ই হইবার আশা থাকে। আশা অনন্তরূপিণী, মনোরঞ্জিনী, দুঃখহারিণী এবং সকল সময়েই মনুষ্যজাতির সাহায্যকারিণী। এই ধরাতলে আশাই একমাত্র সকল কার্য্যের আধার স্বরূপা। আশারূপ তরণী অবলম্বন পূর্ব্বক লোকে দুঃখ সাগরে ঝাঁপ দেয় এবং রত্ন লাভের আশায় মহোদধি গর্ভে অবতরণ করে। অতএব, জীবিতেশ্বরের পুনর্ম্মিলন বিষয়ে আপনার হতাশ হওয়া উচিত নয়।" তাম্বুলকরঙ্কবাহিনী এই বলিয়া সান্ত্বনা করিতে করিতে তাঁহাকে লইয়া নিম্নে অবতরণ করিল। সুন্দরী তখন এরূপ অন্যমনা হইয়া

ছিলেন যে, তাহার উপদেশের কিছুমাত্র শুনিতে পাইলেননা। শরীর এরূপ উত্তপ্ত যে, কোমল নিম্ব পল্লব-শয্যায় শয়ন করায়, তাহা মুহূর্ত্ত মধ্যে শুষ্ক হইয়া গেল। সহচরীরা শীতল গোলাপ সলিল তাঁহার গাত্রে সেচন ও শীতল সুরভি-সলিল-সিক্ত চামর ব্যজন করিতে লাগিল। "বৎসে—জেলেখে! প্রাণবল্লভ দ্বারা যেন তোমার আশালতা ফলবতী হয়। আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি এবারে তাঁহার সহিত এইভাবে মিলিত হইবে যে, আর কখন তোমাকে তাঁহার বিরহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেনা। তুমি এক্ষণে ধীরতা অবলম্বন কর, এরূপ চঞ্চলা হইওনা। যৎকালে বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তৎকালে ছিন্ন তৃণবৎ স্থানচ্যুত হওয়া কর্ত্তব্য নয়; বরং, পরিধেয় বস্ত্র পদতলে ধারণ পূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ়ভাব ধারণ করা শ্রেয়ঃ। আমি সাংসারিক সমস্ত বিষয়ে সুনিপুণা, অতএব, আমার সদ্‌যুক্তি শ্রবণ কর। বালে! ইহাতে ধৈর্য্যাবলম্বন করাই যুক্তি সঙ্গত। কারণ, ধীরতা সুফল সমুৎপাদিনী, অজ্ঞানতা নাশিনী, কর্ত্তব্যতার অনুগামিনী এবং ভবিতব্যতার পথ প্রদর্শনকারিণী। উদাহরণ;—শুক্তি সকল গর্ভবতী হইয়া কিয়ৎকাল ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, তাহাদের গর্ভ হইতে মহামূল্য মুক্তা প্রস্তুত হয়। অন্ধকার খনি মধ্যে উজ্জ্বল মণি উৎপন্ন হয়। কৃষকেরা ক্ষেত্রে শস্য রোপণ পূর্ব্বক নিয়মিত সময় পূর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত ঐ সকলের কর্ত্তনে ধৈর্য্যাবলম্বন করিলে, যথা নিয়মে শস্য সমূহ পরিপক্ব হয় এবং মনুষ্যের সুখাদ্যরূপে পরিণত হয়। পুরুষের ঔরস হইতে রমণীগর্ভে সামান্য (নিকৃষ্ট) জলবিন্দু পতিত হইয়া ক্রমেক্রমে নয়মাস গত হইলে, গর্ভ পূর্ণ হয় এবং যথাসময়ে সন্তান সন্ততি প্রসূত হয়।" এই বলিয়া ধাত্রী পুনঃপুনঃ তদীয় মুখকমল চুম্বন এবং তাঁহার দুঃখে সমব্যথিতা হইয়া রোদন করিতে লাগিল।

ধাত্রীর কথিত আশ্বাস বাক্যে জেলেখা কথঞ্চিৎ আশ্বাসিতা হইয়া উঠিয়া বসিলেন। কোন কথা বলিতে পারিলেননা। কেবল দুই চক্ষু দিয়া অজস্র অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল; তাহাতে তাঁহার কণ্ঠ ও বক্ষঃ অশ্রুময় হইল। কিন্তু, এসময়েও সে রূপের কিছুমাত্র বৈরূপ্য নাহইয়া বরং, আধিক্য হইল। বোধ হইল যেন সুন্দরী অশ্রুবিন্দু রূপ মুক্তামালা কণ্ঠে ধারণ পূর্ব্বক উরঃ পর্য্যন্ত লম্বিত করিয়াছেন। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, একদা জেলেখা রজনী

যোগে শয়নাগারে শয়ন করিয়া আছেন; কিন্তু, ইউসফের বিরহ বার্ত্তা তাঁহার স্মৃতিপথবর্ত্তিনী হওয়ায় শয়নাগার কারাগার বোধ হইল। এমতাবস্থায়, সরোদনে ধাত্রীকে বলিলেন, "জননি! তুমি গাত্রোত্থান করিয়া একবার মৎসমভিব্যাহারে আগমন কর; আমি কারাগৃহে গমন পূর্ব্বক সেই কারাবাসী স্বামীর দর্শন-সুখ লাভ করিব। মাতঃ! যখন সেই অনুপম রূপগুণসম্পন্ন হৃদয়নাথ কারাগৃহে বাস করিতেছেন, তখন তাহা কারাগার নয়; বরঞ্চ, আমার পক্ষে প্রমোদাগার।" এই বলিয়া জেলেখা সবেগে কারাগৃহ দিকে ধাবমানা হইলেন এবং ধাত্রীও ছায়া স্বরূপে তাঁহার অনুগামিনী হইল। উভয়ে কারাগৃহ সমীপে উপনীত হইয়া কারাধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। কারাধ্যক্ষ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলে, জেলেখা তাহাকে দ্বারমুক্ত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। জেলেখার আদেশক্রমে কারারক্ষক দ্বারোন্মোচন করিয়া দূর হইতে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ইউসফ্‌কে দেখাইলে, জেলেখা তাঁহাকে দেখিয়া অভিবাদন করিলেন এবং প্রভাকর-করনিন্দিত তাঁহার উজ্জ্বল কান্তি নিরীক্ষণ পুরঃসর আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিলেন। কিন্তু, ইউসফ্ শয়ন করিয়াছিলেন; জাগরিত ছিলেন কি নিদ্রা-সুখ ভোগ করিতেছিলেন, বিরহিণী তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। শয়নকালে দীপ নির্ব্বাণ করিতে বিস্মৃত হইলে, যেরূপ নিদ্রিত ব্যক্তির শিরঃপ্রান্তে, পার্শ্বে বা পদতলে দীপপ্রভা প্রকাশিত হয়, সেইরূপ জেলেখা কখন ইউসফের শিরঃপ্রান্তে, কখন পার্শ্বে এবং কখন পদতলে দণ্ডায়মানা হওয়ায় তদীয় অঙ্গজ্যোতিঃ দীপপ্রভার ন্যায় প্রকাশিত হইতে লাগিল। তাহাতে কারাগৃহ আলোকিত হইল। কখন কৃষ্ণপক্ষীয়া শশিকলার ন্যায় বক্র হইয়া শয্যার উপরে অঙ্গচ্ছায়া ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন এবং কখন প্রবল বায়ুহিল্লোলকম্পিত, কোমল লতার ন্যায় দোলায়মানা হইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইভাবে অতিবাহিত হইলে, জেলেখা আর তদবস্থায় থাকিতে পারিলেন না; মূর্চ্ছাপন্না হইয়া ভূতলশায়িনী হইলেন। সমভিব্যাহারিণী ধাত্রী তাঁহাকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া অনতিবিলম্বে তদীয় মস্তক স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিল এবং স্বীয় উত্তরীয় সহকারে তাঁহার মুখের উপর ব্যজন করিতে লাগিল। প্রভাত সমীরের ধীরপরিচালনে ইন্দীবর যেমন ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি ধাত্রীকৃত ব্যজনে জেলেখার নয়নেন্দীবর যুগলও ক্ষণবিলম্বে ধীরে ধীরে

বিকশিত হইল। জেলেখা সম্পূর্ণ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন; কিন্তু, ইউসফ্‌কে কোন কথা বলিলেন না বা সাহস করিলেন না। কেবল লোচন-যুগল হইতে অবিরল অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল। ধাত্রী কহিল, "তনয়ে! রোদনে ক্ষান্ত হইয়া গৃহে চল।" এই সময়ের মধ্যে ইউসফ্‌ একবারও শয়ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন না বা কোন কথা বলিলেন না। ক্রমে রজনীও অবসান হইয়া আসিল। উষা সমাগমে দিনকরের তাপভয়ে নক্ষত্র সকল অস্তমিত হইল। চতুর্দ্দিক্ প্রাকারবেষ্টিত চন্দ্রাতপাচ্ছাদিত স্থানে অভিনয়াদি হইলে, বিভবশালী ব্যক্তি যেমন চন্দ্রাতপ নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক প্রজ্বলিত এবং পরে অভিনয়ের পটক্ষেপণ হইলে, সেইগুলি এক একটি করিয়া সাবধানতার সহিত স্থানান্তরিত করেন, এখানে তেমনি বিশ্বপাতায় ভূতলরূপ অভিনয়ালয়ে "রজনী" অভিনয়ের যবনিকা পতন হইলে, তিনি যেন এক একটি নক্ষত্রালোক মুক্ত করিয়া স্থানান্তরিত করিলেন। কিন্তু, পুনরভিনয়ের জন্য আকাশরূপ চন্দ্রাতপ তদবস্থাতেই রহিল।

অনন্তর রাজডঙ্কা নিনাদিত হইলে, ঈশ্বরোপাসনার সংবাদদাতা মুক্তকণ্ঠে সংবাদ প্রদান করিলে, কুক্কুর সকল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলে, বিহঙ্গমগণ সুমধুর সঙ্গীতে দিঙ্মণ্ডল শব্দিত করিলে এবং সুধাকর অস্তগামী হওয়ায় তাঁহার বিরহযাতনা সহ্য করিতে অসমর্থা হইয়া কুমুদিনী অবগুণ্ঠিতা হইলে, কুমুদ-রূপিণী রাজনন্দিনী তথা হইতে গাত্রত্থান করিয়া স্বকীয় আলয়ে পুনরাগমন করিলেন। * যাবৎ ইউসফ্‌ বন্দী রহিলেন, তাবৎ তিনি নিশাকালে তথায় গমনাগমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জেলেখা দুঃখিনী ও তপস্বিনীর ন্যায় অতি কষ্টে দিনযাপন করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা ইউসফের নিমিত্ত শোকাকুলা রহিলেন। দিনে দিনে তাঁহার শত শত ব্যাধি উৎপন্ন হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার এরূপ সাধ্য রহিল না যে, কারাগৃহে গমন করেন এবং এতদূর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারি-লেন না, যে কারাগৃহ বিস্মৃত হয়েন। অধুনা কি করেন, যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদ সাগরে নিমগ্না হইলেন। অতঃপর একদিন স্বীয় বিশ্বস্তা সখীকে, নানা-

* কুক্কুর সকল উষাকালে নিদ্রা নিমগ্ন হয়। কারণ, সমস্ত রাত্রি প্রহরী থাকে।

বিধ সুখাদ্য দ্রব্য দিয়া ইউসফের নিকট প্রেরণ করিলেন। সহচরী প্রত্যাগত হইলে, সস্নেহে তৎপ্রতি নানাপ্রকার প্রেমবিলাস জানাইতে লাগিলেন। তাহার পদতলে পতিত হইয়া নেত্রযুগল ও চরণদ্বয় চুম্বন করিতে করিতে, “ ওঃ—এই লোচন ! আমার প্রাণকান্তকে নিরীক্ষণ করিয়াছে। আহা—এই চরণ ! তৎসকাশে গমন করিয়াছে ;” ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। সখীকে ইউসফের বিষয় নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, যে সকল ভোগ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি ভক্ষণ করিলেন কি না—তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন। তৎপর সরোদনে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, যে প্রাসাদের উপরিভাগ হইতে কারাগৃহ লক্ষিত হয়, তথায় আরোহণ করিলেন। একাকিনী বাতায়ন দ্বারে উপবেশন করিয়া, ইউসফের দর্শনাভিলাষে লোচনদ্বয় উন্মীলিত করিলেন ; কিন্তু, তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। তখন, “হা হৃদয়নাথ ! তুমি আমাকে একবার দেখা দাও। তোমার বিরহযন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিতেছি না। যদিও আমি তোমার পবিত্র রূপরাশি দর্শন করিতে পাইতেছিনা, তথাপি তোমার বাসগৃহ দেখিয়াও আমার মনঃতৃপ্তি হইতেছে। যে স্থানে তুমি অবস্থান করিতেছ, সে স্থান আমার পক্ষে কারাগৃহ নহে বরং স্বর্গোদ্যান স্বরূপ মনোহর ;” এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দিনমণি অস্তগমনের অভিলাষী হইয়া পশ্চিমাচলের গুহাশায়ী হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল যেন শোকাকুল হইয়া রক্তবর্ণে পরিণত হইল। নলিনী স্বামি-সহবাস-সুখ-বঞ্চিত হইয়া যেন সরোদনে অলিরূপ অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে অবগুণ্ঠনাবৃতা হইল। অনন্তর অন্ধকারের প্রাদুর্ভাবে দর্শনশক্তি সংযত হইয়া আসিলে, জেলেখা তথা হইতে অবরোহণ করিলেন। এদিকে নিশানাথ উদিত হইয়া সুধাময় কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক গগনমণ্ডল ও জগন্মণ্ডলকে চন্দ্রিকাময় করিলেন। সুখ-সম্ভোগ-বিরতা তপনসন্তপ্তা কুমুদিনী প্রণয়ীজনকে হৃদয় দান জন্য যেন হাস্যাধরে হৃদয়বসন উন্মোচন করিল। কুমুদিনী কুমুদ বান্ধবের সহিত মিলিত হইল দেখিয়া জেলেখা আবার ইউসফ্ রূপ কুমুদনাথের মিলন না হওয়ার জন্য শোক করিতে লাগিলেন। যাবৎ ইউসফ্ বন্দী রহিলেন, তাবৎ ঐরূপে সময়ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সহচরীরা, তাঁহাকে আহ্বান করিলে, তিনি

ইউসফের ধ্যানে মুগ্ধ থাকা প্রযুক্ত শুনিতে পাইতেন না। এজন্য বলিলেন, "সখীগণ! যখন তোমরা আমাকে আহ্বান করিবে, তখন আমার পাণিযুগল ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিও। তাহাহইলে আমি চেতনা প্রাপ্ত হইয়া তোমাদের কথায় মনোযোগ করিব। তোমরা বিবেচনা কর দেখি, যাহার মনোমধ্যে তাদৃশ প্রাণবল্লভের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে, সে কি রূপে তাঁহার ধ্যান ত্যাগ করিয়া অন্যমনা হইতে পারে?" জেলেখা এই সময়ে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, সেই দিকে কেবল ইউসফের মূর্ত্তিই দেখিতে পাইতে লাগিলেন। তিনি রজনীতে আকাশ পানে নিরীক্ষণ করিলে, তারাদল মধ্যেও ইউসফের নাম লিখিত রহিয়াছে দেখিতে লাগিলেন।

ক্রমে জেলেখা শারীরিক পীড়ায় নিতান্ত ক্ষীণা হইয়া গেলেন। এমন কি সুচিকিৎসকগণ তাঁহার ব্যাধি উপশমার্থ অস্ত্র ব্যবহারের ব্যবস্থা প্রদান করিলেন। তদনুসারে অন্য এক ভীষক্‌ তাঁহার শরীরে অস্ত্র চালনা করিলে, যে সকল শোণিতপাত হইল, সে সকল শোণিতে ইউসফের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত ছিল। তদীয় অঙ্গশোণিত যে স্থানে পতিত হইল, সে স্থান ইউসফের প্রতিমূর্ত্তিতে তন্ময় হইল। এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া দর্শকবৃন্দ চমকিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেইরূপ প্রেমের প্রেমিক হইবার জন্য বিশ্বপাতার আরাধনা করিতে লাগিল।

জেলেখা।

সপ্তম-প্রস্তাব।

এদিকে ইউসফ্ কারাগৃহে উপনীত হওয়ায়, তাঁহার মনোহর কান্তিতে কারাগার বসন্ত সময়ের কুঞ্জকাননের ন্যায় শোভিত হইল। অরুণোদয়ে তিমির রাশি যেমন একবারে নষ্ট হয়, তেমনি ইউসফ্ কারাগৃহে গমন করায় বন্দিগণের কারাযন্ত্রণা রূপ অন্ধকার রাশিও একবারে দূরীভূত হইল। ইউসফ তখন বন্দীদিগের সহিত সদাচার ও ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। কোন ব্যক্তি কারাশ্রমে পীড়িত হইলে, তিনি তাহার রোগোপশম জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ধনিগণের নিকট অর্থগ্রহণ করিয়া দুঃখিগণকে দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার একটি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল যে, তিনি স্বপ্ন দৃষ্ট বাক্যের সত্যাসত্য বলিতে পারিতেন। এই হেতু, কেহ স্বপ্ন দেখিলে, তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, ভবিতব্য ফল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন।

সেই কারাগৃহে মিসররাজের দুইটি কিঙ্কর ছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন রাজার সুরা-সংযোজক এবং আর একজন তাঁহার পাচক। একদা নরপতিকে বিষ দেওয়া অপরাধে তিনি উভয়কেই কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। সেই দুইজন একই রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া ইউসফের নিকট গমন করিল। অনন্তর সুরা-সংযোজক তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, "হে সাধো! আমি গত শর্ব্বরীতে স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, মহীপতির উদ্যানস্থিত বিলাস গৃহের তাক্ মধ্যে তিনটি দ্রাক্ষা ফল রহিয়াছে। আমি সেই ফল গ্রহণ করিয়া, রাজার সুরাপাত্রে নিক্ষেপ করিতেছিলাম; এমন সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল।" পাচক কহিল, "পুরন্ধি! আমার স্বপ্ন এই; যথা—আমি স্বীয় মস্তকে আহারীয় দ্রব্য পূর্ণ আসন স্থাপন পূর্ব্বক মহারাজের নিকট গমন

করিতেছিলাম ; এমন সময়ে বিবিধ পক্ষী আমার মস্তক প্রদেশে উড্ডীন হইয়া ঐ সকল খাদ্য দ্রব্য চঞ্চুপুটে গ্রহণ করিয়া, স্থানান্তরে পলায়ন করিল ; আপনি এই উভয় স্বপ্নের ভবিতব্য ফল স্থির করিয়া, আমাদের হৃদয়ের চিন্তা হ্রাস ও কৌতূহল নিবারণ করুন।" ইউসফ্ তাহাদের স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎ-বিলম্বে বলিলেন, "সুরা-সংযোজক পুনরায় মহারাজের আদৃত হইয়া, স্বীয় পূর্ব্ব পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে। পাচক রাজকোপে পতিত হইবে।"

তদনন্তর ইউসফ্ সুরা-সংযোজককে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক সংগোপনে বলিলেন, "সখে! যৎকালে তুমি নিজ কার্য্যে পুনর্নিয়োজিত হইবে এবং রাজার সহিত কথোপকথনে সময় পাইবে, তৎকালে আমাকে স্মরণ করিও ; তুমি নরপতিকে বলিবে যে, ভবাদৃশ বিচারপতি-মহীপতির বিচারাভাবে এক নিরীহ নির্দ্দোষী দীন কারাগৃহে অতিকষ্টে কালযাপন করিতেছে।" তাহার পর দিবস প্রভাতে রাজার প্রহরী পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে রাজসভায় লইয়া গেল।

সুরা-সংযোজক যৎকালে রাজসভায় গমন করিল, তৎপূর্ব্বে ইউসফ্ কারাগারে সাত বৎসর যাপন করিয়াছিলেন ; তৎপর পাঁচ বৎসর অতীত হইল, তথাপি ইউসফের উপদেশ তাহার স্মৃতিগোচর হইল না ? ইউসফ্ যে, জগদীশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া স্বীয় কারামুক্তির জন্য মানুষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তজ্জন্য, ঈশ্বরাদেশে আরও পাঁচবৎসর তাঁহাকে কারাগৃহে অবস্থান করিতে হইল। তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে সুরা-সংযোজক ইউসফের বিষয় রাজসভায় বর্ণনা করিতে বিস্মৃত হইয়াছিল। অনন্তর একদা সপ্তমাকাশবাসী দেব জিব্রিল্ কারাগৃহে উত্তীর্ণ হইলে, ইউসফ্ তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই চিনিতে পারিলেন এবং সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি কি প্রকারে এই পাপাভিভূত ও পাপ-কলুষিত সমাজে আগমন করিলে ?" দেবতা ইউসফের বাক্য শ্রবণে কহিলেন, "মহাত্মন্! জগদীশ্বর আপনাকে বলিতেছেন", 'তুমি আমাকে বিস্মৃত হইয়া আপন কারাবিমুক্তির নিমিত্ত মনুষ্যের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে কি প্রকারে সাহসী হইয়াছিলে ? এজন্য আমি তোমাকে এতাধিককাল কারাগৃহে অবস্থান করাইলাম।' ইউসফ্ কহিলেন, "বন্ধো। জগদীশ্বর আমার ঈদৃশ দুরবস্থায় মৎপ্রতি সদয় আছেন ?" দেবতা বলিলেন, "হাঁ—

তিনি আপনার উপর সন্তুষ্ট আছেন।" ইউসফ্ পুনরায় কহিলেন, "জগদীশ্বর যদি আমার এই অবস্থাতেই পরিতুষ্ট আছেন, তবে আমিও তাহাতে কিছুমাত্র ভীত নহি।" অতঃপর কিছুদিন গত হইলে, ইউসফ্ স্বীয় কারাবিমুক্তির জন্য অহরহ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; এজন্য জগৎপতি তাঁহার প্রতি অনুকূল হইলেন।

এদিকে মিসররাজ একদা রজনী সময়ে স্বপ্নযোগে সাতটি হৃষ্টপুষ্টকায় বলদ দেখিলেন; তৎপর আর সাতটী ক্ষীণাঙ্গ-বলদ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদিগকে তৃণবৎ গ্রাস করিয়া ফেলিল। তদনন্তর সাতটি পরিপক্ক শস্য তাঁহার নয়নপথের গোচর হইলে, আবার সাতটী শুষ্ক শস্য তথায় উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বকথিত শস্যসাতটির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে পরাভূত করিল। নরনাথ এবম্বিধ স্বপ্ন দেখিয়া একবারে বিস্মিত হইয়া উঠিলেন এবং কে এই স্বপ্নফল বলিয়া দিবে, ইহার ভবিতব্য ফল কিরূপ হইবে, এই ভাবিয়া আরও কাতর হইলেন। কিন্তু, কি করেন, তখনও যামিনীর অবসান হয় নাই; সুতরাং তাঁহাকে প্রাতঃকালের অপেক্ষা করিতে হইল। ক্রমে ক্ষণদা অন্তর্হিত ও সহস্রাংশু সমুদিত হইলে, রাজা বিস্মিতচিত্তে সভামধ্যে আগমন করিলেন এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাদের নিকট স্বপ্নঘটিত ঘটনা সমূহ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "হে-বুধগণ! এক্ষণে তোমরা সকলে একবাক্যে আমার স্বপ্নঘটিত বিষয় গণনা করিয়া, ইহার ফলাফল নির্ণয় কর।" রাজ বাক্যাবসানে পুরন্ধ্রিগণ জ্যোতিষ গ্রন্থ উন্মুক্ত করিয়া, গণনারম্ভ করিলেন। ফলত, সেই অদ্ভুতপূর্ব্ব স্বপ্নফল ব্যক্ত করা সুকঠিন হওয়ায়, অনেক গণনাদ্বারাও কিছু স্থির করিতে সমর্থ হইলেননা। তখন সকলে মিলিত হইয়া, রাজ-সমীপে গমন পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! ইহা একটি সামান্য স্বপ্ন নহে। আমরা সকলে বহু আয়াসেও উহার ভবিষ্যৎফল স্থিরীকরণ করিতে পারিলাম না। অতএব, রাজন্! আমাদিগকে ক্ষমা করুন।" এই সময়ে মহারাজের সুরা-সংযোজকও তথায় উপস্থিত ছিল। সে রাজার এইরূপ স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ইউসফ্ ও ইউসফের উপদেশবাক্য তাহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইল। তখন সে নরপতিকে কহিল, "নরনাথ! আপনার কারা-

গৃহস্থ বন্দিগণমধ্যে নানাবিদ্যা পারদর্শী মনোহরবেশধারী এক পুরজ্রি-যুবা আছেন। যদি অনুমতি হয়, তাহাহইলে আমি তৎসকাশে আপনার স্বপ্ন বিবরণ প্রকাশ করি।" রাজা কহিলেন, "বৎস! আমার অনুমতি অপেক্ষায় বিলম্ব করা অনুচিত। তুমি এখনই কারাগৃহে গমন করিয়া, আমার স্বপ্নঘটিত ঘটনা তৎসকাশে প্রকটিত কর।" তচ্ছ্রবণে সে অবিলম্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কারাগৃহে গমন করিয়া, ইউসফের নিকট মহারাজের স্বপ্ন বৃত্তান্ত প্রকাশ করিল। ইউসফ্ রাজার স্বপ্ন বিবরণ শ্রবণ করিয়া, কিয়দ্বিলম্বে বলিলেন, "নরপতি প্রথমে যে স্বপ্ন দেখিয়াছেন (বলিষ্ঠ ও ক্ষীণাঙ্গ বলদ) তাহার ফল এই; যথা— প্রথমত সাত বৎসর উত্তমরূপে বারি বর্ষিত হইয়া সমগ্র ধরণী শস্যপূর্ণা হইবে এবং তৎপর আর সাত বৎসর অনাবৃষ্টি ও অন্নাভাব হইবে; কোন শস্য বা একটি তৃণও উৎপন্ন হইবেনা। দ্বিতীয় বারে যাহা দেখিয়াছেন (পরিপক্ক ও শুষ্কশস্য) তাহার ফল এই যে, প্রথম সাত বৎসর লোকে কৃষিকর্ম্ম করিয়া, যে সকল শস্যোৎপন্ন করিবে, সে সকল শেষ সাত বৎসরের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে এবং লোকে অন্নাভাবে 'হাহাকার' করিবে। ধনিগণের অর্থ থাকা সত্বেও তাহারা অনাহারে কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হইবে।" বার্ত্তাবহ রাজার স্বপ্নফল শ্রবণ বরিয়া, রাজসদনে আসিয়া উপনীত হইল এবং ইউসফ্ বর্ণিত স্বপ্নফল রাজার গোচর করিল। তাহাতে ভূ-পতি নিরতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পুনরায় তাহাকে কহিলেন, "তুমি আর একবার কারামন্দিরে গমন করিয়া, সেই মহাত্মাকে মৎসকাশে আনয়ন কর। আমি স্বয়ং একবার তাঁহার নিকট স্বপ্নফল শ্রবণ করিব।"

রাজার অনুমতি মতে বার্ত্তাবহ পুনরায় কারাগৃহে গমন করিয়া, ইউসফ্কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিল, "মহাত্মন্! আপনি এক্ষণে মৎসমভিব্যাহারে রাজ-সভায় আগমন করুন। মহারাজ আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আপনাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পুনরায় আমাকে পাঠাইলেন।" ইউসফ্ এই সময়ে লেবুকর্ত্তনকারিণীগণের ও আপন কারাবাসের উপাখ্যান বর্ণনা করিয়া কহি-লেন, "বন্ধো! যাবৎ মহারাজ এই নিরীহ ও নির্দ্দোষী-বন্দীর বিচার না করিবেন, তাবৎ আমি তাঁহার নিকট যাইতে পারিবনা।" ইউসফের বাক্য শেষে বার্ত্তাবহ রাজ-নিকেতনে গমন করিয়া, তৎকথিত বৃত্তান্ত সকল রাজার

নিকট প্রকাশ করিল। রাজা তৎপ্রমুখাৎ আমূল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অঙ্গুলিচ্ছেদনকারিণী কামিনীগণকে আহ্বান করিলে, তাঁহারা আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহার নিকট উপনীত হইলেন এবং তদীয় চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। তখন মহারাজ ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া, কোপকষায়িত ঘূর্ণিত লোচনে তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, "পাপিনীগণ! তোরা ইউসফের কি দোষ দেখিয়া তাঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়াছিলি? তাঁহার রূপাতিশয্যে বিমোহিত হইয়া স্বস্ব করাঙ্গুলিচ্ছেদন করিয়া, আবার কি দোষে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলি?"

সুন্দরীগণ মহারাজের ক্রোধভাব নিরীক্ষণ করিয়া, তদীয় ক্রোধোপশম জন্য ভয়-ভীত চিত্তে কম্পিত কলেবরে এবং পিক-কূজনের ন্যায় মধুরকণ্ঠে বিনীত বচনে কহিলেন, "নরেন্দ্র! ক্ষমা করিবেন। আমরা ইউসফের নিকট পবিত্রতা ভিন্ন কখন অপ্রকৃতভাব অবলোকন করি নাই।"

জেলেখাও সেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া, স্বীয় প্রকৃত বৃত্তান্ত গোপন না করিয়া, সত্য ঘটনা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে-নরস্বামিন্! ইউসফের কিছুমাত্র দোষ নাই; বরঞ্চ আমি তাঁহার প্রেমে উন্মাদিনী হইয়া অহরহ অনশনে ও দীননয়নে রোদন করিতেছি। আমি প্রথমত স্বীয় কামনা সিদ্ধ করণ মানসে তাঁহাকে আহ্বান করি; পরন্তু, তিনি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায়, নানাপ্রকার ভান ও ছলনা সহকারে আমিই তাঁহাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছি। সেই সুকুমার যাজককুমার মহাত্মাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার জন্য এই অনঙ্গবিলাসিনী ও মন্দভাগিনী আমিই প্রকৃত অপরাধিনী। এক্ষণে মহারাজ এই পাপকলুষিতা দীননয়না অনার্য্যা ললনাকে ক্ষমা করিয়া, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরম মনোহর সাধুপুরুষকে কারাবিমুক্ত করিলে, চিরকৃতার্থ হই।"

কোকিল-ঝঙ্কারের ন্যায় জেলেখার কাতর-কণ্ঠ-নির্গত বিনয়োক্তিতে করুণাময় নরেশ্বরের দয়ার উদ্রেক হইল। তখন তিনি প্রীতিপ্রফুল্লমনে ও সহাস্য বদনে জেলেখার দোষ মার্জ্জনা করিয়া, ইউসফের কারা বিমুক্তির আদেশ প্রচার করিলেন।

জেলেখা।

অষ্টম প্রস্তাব।

অনন্তর রাজা ইউসফ্‌কে রাজসভায় আনয়ন জন্ত লোক পাঠাইলেন। প্রহরিগণ তাঁহার সম্ভ্রমরক্ষার্থ রাজসভা হইতে কারাগার পর্য্যন্ত (দুই ক্রোশ পরিমিত পথ) শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। শত শত নপুংসক-প্রতিহারী তাঁহার মুক্তির সংবাদে উল্লাসিত হইয়া, রাজার অনুমতিক্রমে রাজকোষ হইতে রাশি রাশি ধনগ্রহণ পূর্ব্বক দরিদ্রদিগকে দান করিতে লাগিল। ইউসফ্‌ দূত প্রমুখাৎ রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া কারাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং মহারাজ-প্রেরিত, মরকতখচিত-পর্য্যাণশোভিত তুরঙ্গম-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজসভায় উপনীত হইলেন। তখন প্রহরিগণ তৎকালীন প্রথানুসারে তাঁহার ও তাঁহার ঘোটকের উপর অসংখ্য মুক্তামালা বর্ষণ করিতে লাগিল। অতঃপর ইউসফ্‌ ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইলে, রাজা পুলকিতান্তঃকরণে তাঁহাকে আলিঙ্গন ও ক্রোড়ে স্থাপন পূর্ব্বক মুখচুম্বন করিলেন এবং স্বীয় পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া নানাবিষয়ের কথোপকথনকালে বলিলেন, "বৎস! আমার স্বপ্নবিষয়ক যাবতীয় বৃত্তান্ত আর একবার মৎসকাশে ব্যক্ত কর।" নরপতির বাক্য শুনিয়া তিনি প্রথমত যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপ উত্তর করিলেন।

এইসময়ে ইউসফ্‌ ভূপতি দ্বারা নানাস্থানের নানাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া, যথাযথ উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বৎস! আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, তুমি তাহার নিশ্চিত ফল স্থির করিয়াছ। কিন্তু, অন্নাভাবে যখন আমার প্রজামণ্ডলী কাতর-ভাবাপন্ন হইবে. তখন আমি কি প্রকারে তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিব, তাহারই সুযুক্তি দান কর।

ইউসফ্ কহিলেন, "রাজেন্দ্র! প্রথম যে সাত বৎসর সম্পূর্ণ শস্যোৎপন্ন হইবে, সেই সময় আপনি রাজ্যস্থ সম্ভ্রান্ত ও অসম্ভ্রান্ত যাবতীয় প্রজাগণকে কৃষিকর্ম্ম করিতে আদেশ প্রচার করিবেন। তাহারা যেন কৃষিকার্য্য ব্যতীত অন্তকার্য্যে মনোনিবেশ না করে। শস্য উৎপন্ন হইলে, তাহাদের বার্ষিক ব্যয় হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা আপনি ক্রয় করিয়া রাখিবেন। অনন্তর অন্নাভাব হইলে, তৎসমুদায় সঞ্চিত দ্রব্য ক্ষুধার্ত্ত-জন সমূহকে দান করিবেন। তাহাহইলে আর তাহাদিগকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবেনা।" নরপতি ইউসফের এইরূপ সদ্বিবেচনায় সাতিশয় উল্লাসিত হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত করিয়া, আজিজ্ মিসর বলিয়া তাঁহার নামকরণ করিলেন। তদ-বধি ইউসফ্ রাজমন্ত্রীরূপে পরিণত হইয়া, পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

ইউসফ্ জগদীশ্বরের অসীম অনুকম্পায় রাজমন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া আজিজ্ মিসর নামে অভিহিত হইলে, পূর্ব্বোক্ত আজিজ্ মিসরের ঈর্ষ্যানল প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। সেই পরবিদ্বেষী মন্দমতি আজিজ্ মিসর মনে মনে ইউসফের মন্দ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তাঁহার সে চেষ্টা বিফল হইয়া গেল এবং অচিরকাল মধ্যেই তাঁহাকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইল। আজিজ্মিসরের মৃত্যুতে বাস্তবিক তাঁহার বিরহে জেলেখার কোন শোকের কারণ ছিলনা। কিন্তু, অনেক দিবস আজিজ্মিসরের নিকটে থাকা হেতু তৎপ্রতি জেলেখার যে বাহ্য প্রণয় জন্মিয়াছিল, সে জন্য হউক, অথবা আজিজ্ মিসর স্বামী সত্বেও তাঁহাকে ইউসফের অনুরাগ হইতে ক্ষান্ত থাকিতে বলেন নাই ও কোন প্রকার কোপ প্রকাশ করেন নাই সেই সকল গুণ স্মরণ করিয়াই হউক, তাঁহাকে শোকাকুলা হইতে হইল। যৎকালে তিনি আজিজ্-মিসরের কর্তৃত্বাধীনে আপন প্রণয়ীজন পরিবৃত হইয়া কাল হরণ করিতেন, তৎকালে তাঁহার বাস-ভবন কুসুমোদ্যান স্বরূপ মনোহর ও সুশোভিত ছিল। আজিজ্ মিসর তদীয় মস্তকের ছত্রধারী স্বরূপ ছিলেন। সেই অনঙ্গ প্রিয়া মধুরহাসিনী বিলাস দ্রব্য আহরণ করিয়া গৃহের ও অঙ্গের শোভা সংবর্দ্ধন পূর্ব্বক পরম সুখে কালক্ষেপ করিতেন। এক্ষণে সে সমস্ত বস্তু তিরোহিত হইল। তাঁহার একমাত্র প্রণয়াস্পদ ইউসফ্ও কারা বিমুক্ত হইয়া রাজমন্ত্রী

হওয়ায়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎও দুরূহ হইল। এজন্য সেই সুখ সংবর্দ্ধিতা পতি-বিয়োগ-কাতরা জেলেখা যূথ বিরহিতা হরিণীর ন্যায় চঞ্চল হইয়া জগৎ শূন্যময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র ইউসফের সৌর্য্যমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় পটে সমুদিত হইয়া, তাঁহাকে অভিভূত করিতে লাগিল। সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়াই এখন জীবনের অবশিষ্টকাল হরণ করিতে লাগিলেন এবং সতত, "হায়! যখন আমি ইউসফের সহিত একত্র বাস করিতাম, তখন আমার কি সুখের সময় অতীত হইয়াছে? যদিও তিনি আমার কামনা পূর্ণ করিতেন না, তথাপি আমি প্রত্যহ শতবার তাঁহার পবিত্র রূপ-রাশি দর্শন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতাম। তদনন্তর যখন আমার দুরদৃষ্টতা ঘটিল, তখন আমি তাঁহাকে বিনাপরাধে কারাবদ্ধ করিলাম। তাঁহার কারাবাস কালেও, যামিনী যোগে তৎসকাশে গমন পূর্ব্বক তদীয় চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিয়া, চকোরীর ন্যায় নানা-প্রকার অনঙ্গ ক্রীড়া করিতাম। এক্ষণে তিনি কারাগৃহ পরিত্যাগ করিয়া রাজমন্ত্রী হওয়ায় আমাকে তাঁহার দর্শন বিষয়েও হতাশ হইতে হইয়াছে। তিনি ভিন্ন অন্য কোন ধ্যান আর মনোমধ্যে রক্ষা করিতে পারিতেছিনা। অহো! যদি তিনি আমার অন্তর হইতে বহির্গত হন, তাহাহইলে কিরূপে জীবিত থাকিব? যেহেতু, তাঁহারই ধ্যান করিবার জন্য আমার জীবাত্মা শরীরাবাসে অবস্থান করিতেছে;" এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়ন যুগল হইতে সর্ব্বদা অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে থাকায়, বদন মণ্ডল অশ্রুময় হইল। তিনি আক্ষেপ বশত করাঘাত করিয়া সর্ব্বাঙ্গ নীলবর্ণে পরিণত করিলেন এবং বলিলেন, "প্রাণেশ্বর যদি কমল বান্ধবের ন্যায় নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছেন, তবে আমিও নীলোৎপল রূপ ধারণ করিলাম।"

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতীত হইলে, জেলেখা ইউসফের বিরহশোকে জীর্ণা শীর্ণা ও বয়স থাকিতেও বৃদ্ধা হইয়া গেলেন। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ শিরোরুহ সকল কর্পূর বর্ণ ধারণ করায় বোধ হইল যেন, তদীয় দুরদৃষ্টরূপ শাণিত শরে কেশ রূপী বায়স, ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং বক বা পেচক তৎস্থান অধিকার করিল। রোদন করিতে করিতে অক্ষিযুগল শ্বেত আবরণে আবৃত হইল। যে সময়ে তিনি সন্তোষ ভরে, আমোদে ও অহ্লাদে কালাতিপাত করিতেন, সে সময়ে তাঁহার লোচনদ্বয়ও যেন পুলকিত হইয়া নীলাম্বর পরিধান করিয়াছিল।

এক্ষণে তিনি গাঢ় শোকে অভিভূত হওয়ায় তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ও যেন (হিন্দুস্থানীর ন্যায়) শ্বেতবর্ণ শোকাম্বর পরিধান করিল।* এইসময়ে তিনি ইউসফের বিরহে যে প্রকার কষ্ট সহ্য করিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তৎকালে ইউসফ্ ব্যতীত অপর কাহারও নামোচ্চারণে সমর্থ হইলেননা; কেবল "ইউসফ্—ইউসফ্" বলিয়া মনঃতৃপ্তি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জেলেখা ইউসফের বিরহ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া তাঁহার ভ্রমণপথে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন এবং অহরহ তথায় অবস্থান পূর্ব্বক রোদন করিয়া চতুর্দ্দিক্ শব্দায়মান করিতে লাগিলেন। এদিকে ইউসফ্ও সময়ে সময়ে ঘোটকারোহণে প্রান্তরভ্রমণে নির্গত হইতে লাগিলেন। সেই তুরঙ্গমের সৌন্দর্য্য অনির্ব্বচনীয়। ইউসফ্ সেই ঘোটকে আরোহণ করিলে, আর কাহাকেও বাদ্যধ্বনি করিতে হইতনা; অশ্বের পদধ্বনিতে ডঙ্কা নিনাদিত হইতেছে বলিয়া বোধ হইত।

একদা জেলেখা ইউসফের অশ্বের পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া কুটীর হইতে বহির্গত হইয়া তদীয় গমন পথে উপবিষ্টা হইলেন। কিন্তু, দুর্ভাগ্য বশত তাঁহার ঘোটক দ্রুতগতিতে চলিয়া যাওয়ায়, কেবল সৈন্যগণ গমন করিতেছে অবগত হইলেন। এইসময়ে নগরস্থ বালকেরা পরিহাসচ্ছলে তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "দেখ দেখ জেলেখে! ঐ তোমার প্রীতি-ভাজন ইউসফ্ আসিতেছেন।" জেলেখা তাহাদের কথায় নিতান্ত বিরক্ত হইয়া কহিতে-লাগিলেন, "হে বালকগণ! তোমরা নিতান্ত শিশু ও চপলমতি। তোমাদের যেরূপ শুভাশুভ জ্ঞান জন্মে নাই, সেইরূপ কি আমাকে মনে করিতেছ? তৎপ্রযুক্ত কি আমার সহিত পরিহাস করিতেছ? দেখ, আমি রাজকুমারী, কালের প্রভাববশতই হউক, অথবা দৈবের প্রতিকূলতা বশতই হউক, আমার এ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। তোমরা আবার কেন বিরক্ত কর? আমার চক্ষুর্দ্বয় নাহয় অন্ধ হইয়াছে, কিন্তু, মননেত্র ত অন্ধ হয় নাই? তাহা যেরূপ নির্ম্মল ও স্বচ্ছ, সেইরূপই আছে। তৎপ্রযুক্ত আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, এই সৈন্যগণ মধ্যে ইউসফ্ নাই। শ্বাপদ পূরিত বিজন কাননে,

---

* হিন্দুস্থানিগণ শোকসময়ে ধবলবস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

গৃহে বা অরণ্যে হউক, সুরপুর, নরপুর বা যমপুরই হউক, যেস্থানে তিনি সমাগত হইবেন, সেস্থান সর্ব্বতোভাবে উৎসবময় ও সৌরভময় হইবে। কিন্তু, এই সৈন্যদলে সেরূপ কোন লক্ষণ পাইতেছিনা। তাঁহার মুখজ্যোতিতে হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হয়; কিন্তু কই! সে ভাব ত কিছুই দেখিতে পাইতেছিনা। অতএব, হে শিশুগণ! যে পূর্ণশশধর হৃদয় রূপ আকাশপটে সমুদিত হন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য কেন তোমাদের সাহায্য লইতে হইবে?" এই বলিয়া কুটীরে গমন করিলেন।

অনন্তর চিরবিরহিণী, বিজনবাসিনী জেলেখা যখন ইউসফের ভ্রমণপথের অধিবাসিনী হইয়া সময়ে সময়ে তাঁহার কণ্ঠস্বরাদি শ্রবণ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তাঁহার (জেলেখার) চিত্তবিকার ঘটিল। অতঃপর একদা রজনীযোগে স্বীয় সপ্তম মন্দিরস্থ প্রতিমা সমীপে পতিত হইয়া "হে বিশ্বময়ি! হে ধরিত্রীধারিণি—অয় জগৎরক্ষিণি! আমি চিরকাল তোমার পূজায় নিযুক্ত রহিয়াছি—ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া প্রণিপাত করিতেছি—অতত্রব, করুণা প্রকাশ করিয়া আমার দুঃখ মোচন কর। হে বিশ্বব্যাপিনি! হে শত্রু-শক্তি ক্ষয়কারিণি! হে সর্ব্বাসুখহারিণি! হে সংসারার্ণব তারিণি! হে কাদম্বিনী-বিলাসিনি! হে ভক্ত-জনানন্দ দায়িনি! হে সৃষ্টিস্থিতিসংহারিণি! আমার দুঃখ সংহার কর। হে শক্তিরূপিণি—হে জগজ্জননি! তুমি স্বীয় অনাথা কন্যার প্রতি করুণা কটাক্ষ পাত কর। হে বরদে! হে নলিন নয়নে! একবার বরপ্রদা হইয়া আমার অন্ধ নেত্র পুনরুদ্দীপ্ত কর—নেত্র রত্ন দান কর। হে ক্ষমঙ্করি! হে শুভঙ্করি! অয়ি বৈকুণ্ঠেশ্বরি! আমার এক প্রার্থনা শ্রবণ কর। হে করুণা-প্রস্রবিণি! হে চরণারবিন্দ-পূজন-জন-প্রীতি সমুৎপাদিনি! কৃপা কণা বিস্তার করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। ইউসফ্‌কে আমার নয়ন পথের পথিক কর। ইউসফের দর্শন ব্যতীত, আমার আর কোন আশাই নাই;" এইরূপে আরাধনা ও প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং নয়নাসারে ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, প্রস্তর প্রতিমায় কি উত্তর প্রদান করিয়া থাকে? সুতরাং, জেলেখা যত অনুনয় করিলেন, সকলই বৃথা হইল।

ক্রমে রজনী গত ও উষাকাল সমাগত হইল। বিরহব্যথিতা, প্রিয়পন্থী

সরোজিনীর দুঃখমোচন জন্য যেন সরোজবান্ধব স্বীয় কিরণপ্রতিভা গগনপটে বিস্তার করিতে লাগিলেন। পঙ্কজিনী বিকশিত হইল। ভ্রমর সকল গুন্ গুন্ স্বরে যেন, তাহাদের কর্ণে কর্ণে প্রেম সম্ভাষণ করিতে লাগিল। পিক্‌বর কুহুরব করিয়া, বিরহিণীগণকে সন্তাপিতা করিতে লাগিল। প্রভাত সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইয়া, যেন পতি-বিয়োগ-কাতরা অবলা-বালাদিগকে চঞ্চলা করিতে লাগিল। নিশানাথের অস্তগমনে নিশীথিনী শোকাকুলা হইয়া যেন বাষ্পরূপ শিশির সলিলে কৌমুদীরূপ অঙ্গরাগ ক্রমে ক্রমে ধৌত করিতে লাগিল। পক্ষিকুলের মধুর গীতি ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক্ প্রমোদিত এবং ইউসফের ঘোটকের পদধ্বনি জেলেখার শ্রবণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন জেলেখা দেবীর নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ইউসফের ভ্রমণপথে গমনপূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তৎকালে ইউসফ্ সৈন্যদলের কোলাহলে জেলেখার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন না, গন্তব্য স্থানে গমন করিলেন। জেলেখা যখন জানিতে পারিলেন যে, ইউসফ্ তাঁহার রোদনধ্বনি শুনিতে পাইলেন না, তখন তথা হইতে স্বকীয় সপ্তম মন্দিরে পুনরাগমন করিয়া দেবীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "দেবি! আমি যথা নিয়মে তোমার পূজা করিলাম, কিন্তু, তুমি আমার কামনা সফল করিতে পারিলে না। যখন তোমা দ্বারা মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না, তখন আমি আর কি নিমিত্ত তোমার পূজা করিব? দেবি! আমি এক্ষণে তোমার নিকট হইতে বিদায় হইলাম। যদি তুমি আমার মনোভীষ্ট পূর্ণ করিতে পারিতে, তাহাহইলে আমি কখন তোমাকে পরিত্যাগ করিতাম না।" এই বলিয়া প্রতিমা বিসর্জ্জন (ছেদন) করিলেন।

অতঃপর প্রথমত, হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া, "হে বিধাতঃ! হে সর্ব্বদুঃখ অপহারিন্—হে সর্ব্ব-বাসনা সফলকারিন্—জগদীশ! মানব ও পশু, পক্ষী, স্থলজ, জলজ ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থ আপনার করুণা প্রসাদে সৃষ্ট। হে জগজ্জীবন! সকল বস্তুরই উপর আপনার ছায়া পড়িয়া থাকে। অতএব, প্রস্তরমূর্ত্তির উপরও আপনার ছায়া পতিত হয়, মনে করিয়া আমি ঐ প্রস্তর প্রতিমা পূজা করিতাম। কিন্তু, এক্ষণে সে ভ্রম দূরীভূত হইল। কারণ, মূল বস্তু পরিত্যাগ করিয়া তাহার ছায়া পূজা করা কখনও উচিত নহে। তবে আমরা কেন শূকর বা কুক্কুর পূজা করি না? শূকর কুক্কুর কি তাঁহার

ছায়া বহির্ভূত? আমার এই বিশ্বাস যে, তিনি সকল সময়ে সকল স্থানে ও সকল বস্তুতেই আছেন। কিন্তু, অপবিত্র নহেন এবং তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করা বিধেয় নহে। আমি ঘোর মায়া-নিদ্রায় অভিভূত থাকা হেতু এসমস্ত বিষয় জানিতে পারি নাই। হে করুণা-ময়! আমি অজ্ঞানতা নিবন্ধন প্রতিমা পূজাদি যে সমস্ত গর্হিত কার্য্য সাধন করিয়াছিলাম, তজ্জন্য, আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি করুণানেত্র বিস্তার পূর্ব্বক আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন। আমি পাপে লিপ্ত থাকা প্রযুক্ত আমার যে সকল বস্তু আপনি অপহরণ করিয়া লইয়াছেন, সে সমস্ত বস্তু আমাকে পুনঃ প্রদান করুন।—অন্ধত্ব বিনাশ করুন। তাহা-হইলে, ইউসফ্‌কে দর্শন করিয়া, নয়ন মন সফল করিব। হে দীননাথ—অনাথ-নাথ! এই অসহায়া, অনার্য্যা, দুঃখিনী কামিনীর প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করুন। আপনি একজন উদাসীনকে রাজ্য প্রদান করিতে পারেন এবং একজন ভুবন-বিজয়ী নরপতিকেও সামান্য দীন রূপে পরিণত করিতে পারেন।" এইরূপে সেই করুণানিলয় সর্ব্ব-নিয়ন্তার নিকট অহর্নিশ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

উর্গসংহার।

এদিকে ইউসফ্ একদা অশ্বারোহী সেনাগণ পরিবেষ্টিত হইয়া মৃগয়ায় গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধা রমণী তাঁহার নিকট আগমন করিয়া বল্গা ধারণ করিলেন। তাহাতে ইউসফ্ মনে মনে "এই বৃদ্ধা কে, ইহার বাস ভবনই বা কোথায় এবং কি নিমিত্ত আমার নিকট আগমন করিল"; এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পুনরায় মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "এইক্ষীণা বর্ষীয়সী অর্থাভাব প্রযুক্ত মৎসকাশে আগমন করিয়াছে; নচেৎ কোন বিপদে পড়িয়া আমার শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছে। পরন্ত, পথিমধ্যে উহার প্রার্থনা শ্রবণ করিতে হইলে, যদি অর্থ-প্রার্থনা করে, তাহাহইলে আমি প্রদান করিতে পারিব না; বরং উহার নিকট আমাকে লজ্জিত হইতে হইবে।" এইরূপ স্থির করিয়া, একজন প্রহরীকে বলিলেন, "প্রহরি! এই অশ্ব-বল্গা-ধারিণী, উন্মাদিনী কামিনীকে আমার সভামধ্যে লইয়া চল। আমি উহার প্রার্থনা অবগত হইয়া উহার মনোরথ পূর্ণ করিব? আমি যে পর্য্যন্ত গৃহে প্রত্যাগমন না করি, সে পর্য্যন্ত তুমি উহাকে আমার সভামধ্যে সযত্নে রক্ষা করিবে।" এই বলিয়া ইউসফ্ সৈন্য-সমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গমন করিলেন। প্রহরী বৃদ্ধা সমভিব্যাহারে ইউসফের সভায় গমন করিল।

অনন্তর ইউসফ্ স্বালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া স্বস্থানে উপবিষ্ট হইলে, প্রহরী তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "ধার্ম্মিকপাল! যে বৃদ্ধা রমণী আপনার ভ্রমণপথের অতিথি হইয়া অশ্ব-বল্গা ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে দ্বারদেশে দণ্ডায়-মানা রহিয়াছেন। যদি অনুমতি হয়, তাহাহইলে তাঁহাকে আপনার নিকট উপ-স্থিত করি।" ইউসফ্ কহিলেন, "সে যাহা যাচ্ঞা করে, তাহাই তাহাকে প্রদান কর।" প্রভুর আদেশ শ্রবণে প্রহরী কহিল, "তিনি তাদৃশী নীচপ্রকৃতি নহেন যে, মৎসকাশে আত্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিবেন।" প্রহরীর কথা শুনিয়া,

ইউসফ্ তাঁহাকে আসিবার অনুমতি প্রদান করিয়া দ্বারবানকে কহিলেন "দৌবারিক! দ্বার মুক্ত কর"; তিনি অবাধে আমার নিকট আসিয়া, স্বীয় মনোভাব প্রকাশ করিতে পারেন।" ইউসফের আদেশ ক্রমে দৌবারিক দ্বারোন্মুক্ত করিলে, বৃদ্ধা সাতিশয় প্রফুল্লিত হইয়া, ইউসফের নিকট গমন পূর্ব্বক সানন্দ চিত্তে ও সহাস্য বদনে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। বর্ষীয়সীর এবম্প্রকার ভাব সন্দর্শনে, ইউসফ্ নিরতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিলেন, "বর্ষীয়সি! তোমার নাম কি? এবং নিবাসই বা কোথায়?" বর্ষীয়সী উত্তর করিলেন, "আমি সেই রমণী, যে তোমার রূপ সন্দর্শনে আত্মবিস্মৃত হইত। আমি তোমার ক্রয়োপলক্ষে স্বীয় অর্জ্জিত ধন সম্পত্তি নিঃশেষিত করিয়াছি এবং তোমারই অনুরাগে সুখময় যৌবনকাল নষ্ট করিয়া বৃদ্ধারূপে পরিণত হইয়াছি। তুমি মিসর নগরের মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া কি আমাকে বিস্মৃত হইয়াছ?" এই বলিয়া ইউসফের রূপ সন্দর্শনে মোহবশত, আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িলেন।

তদনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিলে, ইউসফ্ কহিলেন, "বর্ষীয়সি! যে নক্ষত্র-রূপিণী মুনি-জন-মোহিনী আমার প্রেমে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন, তত্তুল্য রূপবতী আর ইহ জগতে পরিলক্ষিত হয় না। তিনি তোমার ন্যায় বিরূপা ছিলেন-না এবং আমার প্রত্যয় হইতেছে না যে, সেই অপরূপ রূপলাবণ্য সম্পন্না রাজকন্যা এখনও জীবিত আছেন। তিনি জীবিত থাকিলে, অহরহ আমার অন্বেষণ করিতেন। তুমি এক্ষণে সেই রাজকুমারীর নামোল্লেখে আমাকে প্রতারিত করিতে পারিবে না। তাঁহার মনোমোহিনী প্রতিমূর্ত্তি আমার হৃদয়পটে অঙ্কিত আছে। তাঁহার স্নেহ, সৌজন্য ও দাক্ষিণ্য চিরকাল আমার হৃদয়রাজ্যে বিরাজ করিতেছে। অতএব, তুমি স্বস্থানে প্রস্থান কর।" ইউসফের এবম্বিধ উক্তি শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তৎপর তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "হে ইউসফ্! জগদীশ্বর কাহার সমান ভাব চিরকাল স্থিরতর রাখেন না। তিনি সামান্য দুঃখীকে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর করিতে পারেন এবং একজন পরাক্রান্ত জগজ্জয়ী মহীপতিকেও উদাসীন রূপে পরিণত করিতে পারেন। যে ইচ্ছাময় জগন্নাথ স্বীয় ক্ষমতা প্রভাবে নিকৃষ্ট জলবিন্দু দ্বারা মানবগণের মনোহর কান্তি সজ্জিত করিয়া তাহাতে জীবন সংযোগ করেন, যিনি সদ্যঃপ্রসূত শিশুগণকে ক্রমান্বয়ে বিবেচনা শক্তি দান

করিয়া শিশু হইতে যুবক ও যুবক হইতে বর্ষীয়ান করিয়া থাকেন এবং যিনি বিভাবসুর উজ্জ্বল কিরণপ্রভা প্রতিসন্ধ্যায় পশ্চিমাচলের গুহা মধ্যে লুক্কায়িত করেন, তিনি যে সামান্ত নরকুলোদ্ভবা মাদৃশী কামিনীকে রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত করিবেন, তাহার আর বিচিত্র কি?" তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ইউসফ্ মনে মনে কহিতে লাগিলেন, "যদি এই বর্ষীয়নী জেলেখা না হইবে, তবে এ কেন আমার নিকট আগমন করিবে? এবং কেনই বা আমাকে আত্মপ্রণয়ীজন বলিয়া সম্বোধন করিবে? জগদীশ্বর সকল করিতে পারেন।" এইরূপ পর্য্যা-লোচনা করিয়াও সন্দিগ্ধ চিত্তকে স্থির করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "হে রাজতনয়ে! তোমার রূপযৌবন কেন কলুষিত হইল? তোমার সরলাঙ্গ কেন কুব্জ হইল? তোমার নেত্র-জ্যোতিঃ কেন মন্দীভূত হইল? এবং তোমার ধন-সম্পত্তি কেন তিরোহিত হইল?" বর্ষীয়সী উত্তর করিলেন, "তোমার বিরহে রূপযৌবন কলুষিত, আসক্তিভার বহন করিয়া পৃষ্ঠদেশ কুব্জ ও রোদন করিয়া নেত্র-জ্যোতি বিলুপ্ত হইয়াছে এবং যে তোমার সংবাদ প্রদান করিয়া, আমাকে সুখী করিয়াছে, তাহারই হস্তে সমুদায় ধনরত্ন অর্পণ করিয়াছি।" তখন পুন-রায় ইউসফ্ বলিলেন, "তুমি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিলে এবং কোন্ বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছ?" বৃদ্ধা উত্তর করিলেন, "যদি তুমি আমার প্রার্থনীয় বস্তু দান করিতে প্রতিজ্ঞা কর, তাহাহইলে তোমার নিকট বর্ণন করি।" তখন ইউসুফ্ জগদীশ্বরকে স্মরণ ও এব্রাহিমের শপথ করিয়া, "অদ্য তুমি আমার নিকট যাহা প্রার্থনা করিবে, যদি আমি দিতে সমর্থ হই, তাহাহইলে এইক্ষণেই তাহা প্রদান করিব"; এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা কহিলেন, "প্রথ-মত আমার রূপযৌবন; দ্বিতীয়ত নেত্র-জ্যোতিঃ; এ সমুদায় আমাকে পুনঃ প্রদান কর। যদি আমি প্রকৃত জেলেখা হই, যদি তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী হই এবং যদি তোমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও হৃদয়ে স্থান দান না করিয়া থাকি, তাহা-হইলে আমি পূর্ব্বের ন্যায় রূপলাবণ্য সম্পন্না হইব। তখন আমার উক্তি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।" ইউসফ্ তাঁহার বাক্য শ্রবণে তৎসমুদায়ের জন্য স্বীয় ওষ্ঠাধর কম্পিত করিয়া, করুণাময় জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ইউসফের প্রার্থনা মাত্রেই জেলেখা পূর্ব্ববৎ পীনোন্নতা-পয়োধরা রূপ-

সম্পন্না হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কর্পূর সদৃশ শ্বেত শিরোরুহ সকল (তাতার
ীর ন্যায়) ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, প্রাতঃকাল হইতে যামিনীকালের ন্যায়
রে পরিণত হইল। লোচনযুগল হইতে শ্বেদরেখা দূরীভূত হইয়া অন্ধ-
পুনঃপ্রদীপ্ত হইল। সরল শরীর হইতে কুব্জরূপ তিরোহিত এবং বৃদ্ধকাল
হইয়া যৌবনকাল পুনরাগত হইল। জেলেখা চল্লিশবর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম
া, অষ্টাদশবর্ষ দেশীয়া নব যুবতী হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক-
লাবণ্যবতী হইলেন। সেই সুকুমারী-রাজকুমারীর অলোকসামান্য রূপ-
লাবণ্য সন্দর্শনে ইউসফ্ মোহাক্রান্ত হইয়া গদগদ বচনে ও মধুর সম্ভাষণে
পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, "অয়ি-সুলোচনে! যদি তোমার আর কোন প্রার্থনা
থাকে, তবে তাহা নিবেদন কর।" জেলেখা উত্তর করিলেন, "আমার তৃতীয়
প্রার্থনা এই যে, তুমি করুণা প্রকাশ করিয়া আমাকে পত্নীত্বে গ্রহণ পূর্ব্বক
আমার চির আশা পূর্ণ কর। তাহাহইলে আমি দিবাভাগে তোমার রূপাতি-
শয্য দর্শন করিয়া নয়ন মন সফল ও নিশাকালে তোমার পদতলে শয়ন করিয়া
আত্মাকে উৎফুল্ল করিব।" ইউসফ্ তাঁহার এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া,
কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া সহসা কোন উত্তর প্রদানে সমর্থ হইলেন না। তিনি
কি উত্তর প্রদান করিবেন চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে জিব্রিল্ দেবের
পক্ষস্বর তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল এবং দেখিতে দেখিতে দেবতা তথায় উত্তীর্ণ
হইলেন ও ইউসফ্ সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "মহাত্মন্!
জগদীশ্বর আপনাকে এই সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, তিনি জেলেখার মনো-
গত ভাব সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হইয়া মণিবেদির উপর আপনার সহিত তাঁহার
পরিণয়-বন্ধন স্থির করিয়াছেন। অতএব, আপনি তাঁহাকে বিবাহ করুন।"

ইউসফ্ দেবতা প্রমুখাৎ ঈশ্বরাদেশ শ্রবণ করিয়া জেলেখাকে বিবাহ করিতে
অভিলাষী হইলেন। আজিজ্‌মিসর লোকান্তরিত হওয়ায়, আর তাঁহাকে প্রভু-
পত্নী বলিয়া জ্ঞান করিতে হইল না।

এদিকে ইউসফ্ মিসর-রাজের মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হইয়া আজিজ্‌মিসর
নামে খ্যাত হওয়ায়, জেলেখার স্বপ্নও সত্য হইল। যেহেতু, মিসরনগরে পূর্ব্বা-
পর এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যে কেহ মিসর-রাজের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত
হইতেন, তিনিই আজিজ্‌মিসর বলিয়া অভিহিত হইতেন।

অতঃপর ইউসফ্ রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক এই সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলে, তিনিও প্রফুল্লচিত্তে জেলেখাকে বিবাহ করণ জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। ইউসফ্ তখন জেলেখার পাণিগ্রহণ জন্য নিতান্ত অধীর হইয়া রাজা, রাজমন্ত্রী ও নগরস্থ যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তদীয় আলয়ে উপনীত হইলে, ইউসফ্ সকলের আবহমানে এব্রাহিম ও ইয়াকুবের প্রথানুসারে মহা সমারোহে জেলেখার পাণিগ্রহণ করিলেন। তখন রাজার আদেশ ক্রমে প্রহরীরা তাঁহাদের উপর মণিমুক্তাদি বর্ষণ ও বিবিধ প্রকার মঙ্গলাচার করিতে লাগিল। নরপতিও অতিমাত্র আহ্লাদিত হইয়া, আশীর্ব্বাদী স্বরূপ তদীয় করে স্বীয় রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। ইউসফ্ ও তাঁহার শত শত ধন্যবাদ দিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ইউসফ্ জেলেখাকে স্বীয় অন্তঃপুর মধ্যে প্রেরণ করিলে, সখীগণ তাঁহার অগ্রপশ্চাদ্ধাবিত হইয়া মাঙ্গল্য বৈবাহিক সঙ্গীত আরম্ভ করিল এবং কেহ সুবাসিত কুসুম-দাম তাঁহার গলদেশে ক্ষেপণ, কেহ তাঁহার সুকুমার অবয়বে চন্দন ও গোলাপ-সলিল সেচন ও কেহ ময়ূরপক্ষ বিনির্ম্মিত মনোহর বৃন্ত সহকারে ব্যজন করিতে লাগিল।

এদিকে উৎসব ও সভাভঙ্গে আমন্ত্রিত ও অভ্যাগত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন। এমন সময়ে সুধাংশু সুধাময় কিরণ বিস্তার পূর্ব্বক সমুদিত হইয়া সমগ্র ধরণীকে চন্দ্রিকালোকে উদ্দীপ্ত করিলেন। নক্ষত্র সকল নয়নোন্মীলন করিল। আকাশমণ্ডল তারকালঙ্কারে বিভূষিত হইল। এই সময়ে ইউসফ্ অন্তঃপুর মধ্যে গমন করিতে করিতে, "রে-পিপাসিতে! তুমি যে স্বীয় অধরে নীর-পাত্র ধারণ করিয়াছ ইহা সত্য, না—ভ্রমমূলক? তুমি সলিল পান করিয়া, স্বীয় তৃষিত হৃদয় শীতল করিতে পারিবে কি না? এবং আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিনা যে, পরে আর সুখানুভব করিব;" এই বলিয়া জেলেখা আর্ত্তস্বরে ও মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতেছেন, দূর হইতে শুনিতে পাইলেন। তখন ইউসফ্ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিবার নিমিত্ত ঈষৎহাস্যে কহিতে লাগিলেন, "হে-কুরঙ্গনয়নে! এতাধিক কষ্টপ্রাণা হইয়া বিলাপ করিবার আবশ্যকতা নাই; জগদীশ্বর তোমার মনোরথ পূর্ণ করিলেন।" জেলেখা তাঁহার দিকে নয়ন নিক্ষেপ-পূর্ব্বক স্বীয় চিরবাঞ্ছিত প্রণয়াস্পদ ইউসফ্কে নিরীক্ষণ করিয়া,

হতচেতনা প্রায় হইয়া উঠিলেন। ইউসফ্ তাঁহার এবম্প্রকার আসক্তি দর্শন করিয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্বুবর্ণ-সিংহাসনে শয়ন করাইলেন এবং তদীয় মস্তক স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া শিখিকলাপ বিনির্ম্মিত মনোরম বৃন্ত ব্যজন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এই ভাবে অতীত হইলে, জেলেখা চেতনা লাভ করিলেন এবং আপনাকে ইউসফের ক্রোড়ে নিরীক্ষণ করিয়া নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। অনন্তর তাঁহার নিকট হইতে অপসারিত হইয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা বদনাবৃত করিলেন এবং বসনান্তরাল হইতে তদীয় মুখ কমলের অপূর্ব্ব শ্রী মুহুর্মুহু সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। ইউসফ্ তাঁহার এইরূপ অনুরক্ত ভাব নিরীক্ষণে একবারে মর্ম্মাহত ও জর্জ্জরীভূত হইয়া মধুকরের ন্যায় তাঁহার অধর চুম্বন করিতে লাগিলেন এবং যৌবনসুখ-সম্ভোগে নিবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রিয়তমে! তুমি আজিজ্‌মিসরের পরিণয়ে আবদ্ধ থাকিয়া কি প্রকারে সতীত্ব রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলে?" জেলেখা কহিলেন, "নাথ! যদি তাহা তোমার শ্রবণ করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর।

হে প্রিয়তম! যৎকালে আমি স্বপ্নযোগে তোমার নাম, ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তৎকালে তুমি আমার নিকট 'আজিজ্‌মিসর নাম ও মিসর নগরে নিবাস' বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। আমি তদনুসারে মিসর নগরের সন্নিকটে উপনীত হইয়া আজিজ্‌মিসরকে নিরীক্ষণ করিলাম; কিন্তু, তাঁহার নিকট তোমার আকৃতির কোন সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইলামনা। তখন আমি আলুলায়িত কেশে দীনবেশে ভূমিতলে পতিত হইয়া, হা-হতাস্মি! রে-হত-বিধে! আমার অদৃষ্টে কি এই লিখিয়াছিলি? আমাকে অপার দুঃখসাগরে প্লাবিত করিলি? প্রথমে আশ্বাস প্রদান করিয়া, শেষে আমায় বঞ্চিত করিলি? প্রিয়জনের মিলনসুখে বাধা প্রদান করিলি? এইরূপে কত বিলাপ কত পরিতাপ করিয়াছিলাম সকল মনে পড়েনা। স্নেহময়ী ধাত্রী নিকটে থাকিয়া আমার সান্ত্বনা নিমিত্ত কতশত প্রবোধ বাক্য বলিয়াছিল, কিন্তু, তখন কে তাহা শ্রবণ করে? সে কালের এক প্রভাব! তখন নীল সাগরের তরঙ্গের ন্যায় নয়ন-নীল সাগর হইতে অশ্রু তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল এবং অন্তঃকরণ বেগগামিনী-তরঙ্গিণী-তরঙ্গ-বল-ভগ্নীকৃত ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায় খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। আমার এরূপ দুরবস্থা ও কাতরতা সন্দর্শনে জগদীশ্বর আমার উপর সদয়

হইয়া অন্তরীক্ষ-বাণীতে কহিতে লাগিলেন, 'রে - বৎসে—জেলেখে! রে-প্রপীড়িতে! রে-ধূল্যবলুণ্ঠিতে! তুমি ভূমিতল হইতে মস্তকোত্তোলন কর। তুমি অচিরে এই মহা-বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। আজিজ্‌মিসর তোমার প্রাণেশ্বর নহেন। কিন্তু, আজিজ্‌মিসরের পরিণয়ে আবদ্ধ নাহইলে, তোমার মনোরথ সিদ্ধির উপায়ান্তর নাই। তুমি তাঁহারই আবাসে স্বীয় প্রাণবল্লভকে দর্শন করিবে।' তখন আমি কহিলাম হে-সর্ব্ব-বিধাতঃ! হে-জগৎপিতঃ! আমি স্বপ্নযোগে যাঁহার করে জীবন যৌবন ও যাবতীয় ধনরত্ন অর্পণ করিয়াছি, তদ্ব্যতীত অপর কাহাকেও কি প্রকারে প্রাণ সমর্পণ করিব? তাহাহইলে কিপ্রকারে আমার সতীত্ব রক্ষা হইবে? তাঁহার সহিত কখন সাক্ষাৎ হইলে কি বলিব? তিনি আমাকে কি বলিবেন? তখন পুনরায় দৈববাণীতে শুনিতে পাইলাম, 'সতি! তুমি আজিজ্‌মিসরের সহবাসে কিছুমাত্র ভীত হইওনা। তদ্দ্বারা তোমার সতীত্ব কলুষিত হইবেনা। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে আজিজ্‌মিসরকে পতিত্বে বরণ কর। যেমন লৌহ দ্বারা ইস্পাতের কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে না, যেমন সূচের বিনিময়ে কণ্টক মধ্যে সূত্র সন্নিবেশিত হইলে, তদ্দ্বারা বখেয়া (উত্তম সেলাই) উৎপন্ন হইতে পারেনা, যেমন অঙ্গাচ্ছাদনের করদেশ করশূন্য হইলে, তাহার আঘাতে করাঘাত বলিয়া অনুভূত হইতে পারেনা, তেমনি আজিজ্‌মিসর দ্বারাও তোমার অনন্ত সতীত্ব কলুষিত হইবেনা।' তৎপ্রযুক্ত আজিজ্‌মিসর আমার সংগম অভিলাষী হইলে, কামশক্তি তাঁহা হইতে তিরোহিত ও তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ স্বেদজলে ভাসমান হইত। আমি তাহাতেই সতীত্ব রক্ষা করিয়াছি।" ইউসফ্‌ তাঁহার নিকট এতদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া একবারে আনন্দ সাগরে নিমজ্জিত হইয়া উভয়ে সুখনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

রাজবালা জেলেখা শৈশবকালে যখন পৌত্তলিক-ক্রীড়ায় রত থাকিতেন, তখন এক পুত্তলিকাকে দ্বিতীয় পুত্তলিকার প্রেয়সী বলিয়া তাহাদের পরিণয় কার্য্য সমাধা করিতেন। তদনন্তর স্বপ্নযোগে স্বয়ং ইউসফের প্রেমাবদ্ধ হইয়া পিতা, মাতা ও আর আর স্বজনবর্গ এবং দেশ, ভবন পরিহার পূর্ব্বক মিসর নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। স্বীয় যৌবনকাল তাঁহারই প্রেমে অতিবাহিত করিয়া, যুবতী হইতে বৃদ্ধা ও রাজনন্দিনী হইয়া তপস্বিনীরূপে পরিণত হইয়াছিলেন এবং গাঢ় প্রেমে অভিভূত থাকিয়া প্রেম-মহত্ত্ব সমুদায় জানিতে

ধারিয়াছিলেন। এক্ষণে জগদীশ্বরের অসীম করুণা প্রসাদে তাঁহার রূপযৌবন পুনরাগত হওয়ায় পূর্ব্বভাব তাঁহা হইতে দূরীভূত হইল। তিনি সর্ব্ব-নিয়ন্তা জগৎপাতার প্রেমলাভ জন্য সর্ব্বদা উপাসনা মন্দিরে গমন পূর্ব্বক আরাধনা করিতে লাগিলেন। ইউসফ্ তাঁহাকে প্রিয়তমা জ্ঞান করিয়া সতত তাঁহার মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। কিন্তু, সেই চির প্রেমোন্মাদিনী রাজনন্দিনীর মনোমধ্যে অনন্ত প্রেমের উদ্রেক হওয়ায়, চিরবাঞ্ছিত, স্বর্গদেবনিন্দিত সেই মহাপুরুষের বাহ্য প্রণয় তাঁহার অপ্রীতিকর হইয়া উঠিল।

অনন্তর একদা তাঁহারা উভয়ে সুপ্ত-সুখ ভোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেই পূর্ণেন্দুবদনা, পঙ্কজনয়না, রাজতনয়া স্বামি-শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। নবপ্রেমাবদ্ধ সেই মহাপুরুষ ইউসফ্ তাঁহার পলায়নে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া কৃত্রিম কোপে চক্ষুর্দ্বয় রক্তিম ও ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত করিয়া, "চপলে! তুমি কোথায় পলায়ন করিতেছ?" বলিয়া তাঁহার গমনপথ রোধ করণাভিলাষে তদীয় গাত্রাচ্ছাদন ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিলেন। সেই আকর্ষণে জেলেখার অঙ্গাচ্ছাদনের পশ্চাদ্দেশ ছিন্ন হইয়া গেল। তদ্দর্শনে জেলেখা বলিলেন, "হে-প্রিয়তম! আমি ইতিপূর্ব্বে পাপ-জনিত কার্য্যকরণার্থ তোমার পৃষ্ঠবস্ত্র ছিন্ন করিয়াছিলাম। কিন্তু, তাহা অবৈধ কার্য্য বলিয়া তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হও নাই। ফলত, আমি ঈশ্বরোপাসনায় গমন করিতেছিলাম, এ সময়ে কেন তুমি আমার পৃষ্ঠবস্ত্র ছিন্ন করিয়া (আমার) অনিষ্ট করিলে? এক্ষণে তুমি আমার নিকট দোষী নির্ণীত হইলে।" ইউসফ্ তাঁহার এই পরিহাসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং আরাধনায় তাঁহার একাগ্রতা নিরীক্ষণে তন্নিমিত্ত কারুকার্য্যবিশিষ্ট এক উপাসনা মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অভিলাষী হইলেন।

অনন্তর ইউসফ্ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, সুন্দরী-ভ্রূ-বিনিন্দিত বক্র গবাক্ষ বিশিষ্ট এক মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার আদেশমতে কিয়দ্দিবস মধ্যে সেই প্রাসাদ নির্ম্মিত হইলে, তিনি তন্মধ্যে এক মনোরম পর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়া, জেলেখার করযুগল ধারণ পূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করাইলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "খঞ্জনাক্ষি! তুমি চিরকালের জন্য আমাকে লজ্জিত করিয়াছ।

যে সময়ে আমি তোমার অধীন ছিলাম, সে সময়ে তুমি আমার মনোরঞ্জনার্থ যাবতীয় ধনরত্ন পর্য্যবসিত করিয়া, সাতটি সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলে। আমি তদ্বিনিময়ে তোমার নিমিত্ত এই উপাসনা মন্দির প্রস্তুত করিলাম। অতএব, যিনি তোমার দরিদ্রতা দূর করিয়া তোমাকে রাজমহিষী করিয়াছেন, যিনি বৃদ্ধাবস্থা হইতে তোমাকে যুবতীরূপে পরিণত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় করুণা বিস্তার পূর্ব্বক তোমার অন্ধনেত্র পুনঃ প্রদীপ্ত করিয়াছেন এবং যিনি তোমাকে আমার সহিত মিলিত করিয়া তোমার কামনা পূর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর তুমি তাঁহারই আরাধনা কর।"

এইরূপে ইউসফ্ জেলেখার সহিত গাঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া একাদিক্রমে চল্লিশ বৎসর অতিক্রম করিলেন। এই সময় মধ্যে তাঁহাদের কতিপয় সন্তানও উৎপন্ন হইল। উভয়ে সম্পূর্ণরূপে স্ব স্ব কামনা পূর্ণ করিয়া লইলেন। অতঃপর একদা তাঁহারা উভয়ে রজনীসময়ে শয়নাগারে নিদ্রিত ছিলেন। নিদ্রিতাবস্থায় ইউসফ স্বপ্ন দেখিলেন যেন, তাঁহার পিতামাতা স্বর্লোকে গমন করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক, "হে প্রিয়পুত্র! তুমি সত্বর আমাদের নিকট আগমন কর। আমরা তোমার বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে পারিতেছিনা;" এই বলিয়া আহ্বান করিতেছেন। ইউসফ্ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন এবং নিদ্রিতা জেলেখাকে জাগ্রত করিয়া, বহুবিধ অনুনয় সহকারে বলিলেন, "প্রিয়ে! আমি যেরূপ স্বপ্ন দেখিলাম, তাহাতে বোধহয় আমার আসন্নকাল অতি সন্নিকট।" এই বলিয়া স্বপ্ন সংঘটিত ঘটনা সমূহ তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। ইউসফের বাক্য শ্রবণে পুনরায় তাঁহার বিরহ যাতনা সহ্য করিতে হইবে ভাবিয়া জেলেখা সাতিশয় উদ্বিগ্না হইয়া উঠিলেন। "ইহসংসারের ভোগৈশ্বর্য্য স্বপ্নতুল্য ভ্রমমূলক; ইহার স্থায়িত্ব নাই। কোন না কোন সময়ে ইহা পরিত্যাগ করিয়া, যমদ্বারের অতিথি হইতে হইবে। বিশেষত যিনি এই প্রপঞ্চ সংসারাশ্রম-সুখ ভোগে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, সেই অনাথ-নাথ জগন্নাথের প্রেম অন্বেষণ এবং তাঁহার নিকট গমন করিবার অভিলাষ করেন, তিনিই এই নিখিল সংসার কান্তারে সার্থক-জন্মা। পরিণামে জগৎপিতা সেই মহাপুরুষকে স্বর্গধামে স্থান দান করেন।" ইউসফ্ মনে মনে এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া, "হে-পরম করুণাময় জগদীশ! আপনি আমাকে

সাংসারিক-সুখ সম্পূর্ণ উপভোগ করাইয়া, এই মহাসমৃদ্ধিশালী মিসর রাজ্যের অধীশ্বর করিয়াছেন। এক্ষণে আর এই অকিঞ্চিৎকর ধরণীতলে, আমার বাস করিবার স্পৃহা নাই। অতএব, অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্বর্লোক-সুখ প্রদান করিয়া, আমার মনোরথ পূর্ণ করুন;" অনবরত এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরম প্রীতি-পাত্র ইউসফের এবম্প্রকার বর প্রার্থনায় জেলেখা নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া, "হে-দীনবন্ধো! হে-করুণা সিন্ধো! আপনি সকলের দুঃখ উপশম করিয়া থাকেন। আমি ইউসফের বিরহ যাতনা সহ্য করিতে পারিব না। অহো! আমি তাদৃশী কঠিনপ্রাণা নহি যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে জীবিত থাকিব? যদি আপনি ইউসফ্‌কে জীবিত না রাখেন, তাহাহইলে অগ্রে আমাকে যমপুরের অতিথি করুন। তাহাহইলে তদীয় অসহ্য বিরহ সহ্য করিতে হইবে না;" এই বলিয়া দিবস শর্ব্বরী রোদন ও ভূমিতলে শিরঃক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। আহা! এরূপ প্রণয়ী-জন বিচ্ছেদে কাহার হৃদয় ব্যথিত না হয়? কোন্ ব্যক্তি এরূপ পাষাণময় যে, তাদৃশ প্রীতিভাজন মহাপুরুষের শোকে বিগলিত না হয়?

পরদিন প্রাতঃকালে ইউসফ্ রাজকীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বাটীর বহির্দ্বারে আগমন করিলেন এবং অশ্বারোহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিবার অভিলাষী হইয়া অশ্বপালকে অশ্ব সজ্জা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। প্রহরী অশ্ব সুসজ্জ করিয়া তৎসকাশে উপনীত হইলে, তিনি যেমন অশ্ব-রেকাবে একপদ স্থাপন করিলেন, অমনি 'জিব্‌রিল্' তথায় উত্তীর্ণ হইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "মহাত্মন্! আপনি এতদূর সময় পাইতেছেন না যে, দ্বিতীয় রেকাবে আপনার পদ স্থাপিত হইবে। আপনি এক্ষণে সংসার-মায়ায় জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া, ইহলোক হইতে পরলোকগামী হউন।" দেবতার বাক্য শ্রবণে ইউসফ্ আনন্দিত হইয়া স্বীয় তনয়গণ মধ্যে একজনকে আহ্বান করিয়া নানা-বিষয়ের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তাঁহারই করে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন। তৎপর জেলেখাকে আহ্বান এবং স্বীয় পরলোক বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিতে এক পুত্রের প্রতি আদেশ করিলেন। পিতৃ আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তিনি আপন জননী জেলেখার নিকটে গিয়া দেখিলেন, তিনি রোরুদ্যমানা এবং নয়নজলে ভাসমানা। সুতরাং, তাঁহাকে কিছু বলিতে না পারিয়া ইউসফের

নিকট পুনরাগমন করিয়া কহিলেন, "পিতঃ! জননী শোকাকুলা হইয়া রোদন করিতেছেন। তিনি আপনার মৃত্যু দেখিতে পারিবেন না।" ইউসফ বলিলেন, "আমি এই জন্ত চিন্তা করিতেছি যে, তিনি আমার মৃত্যুতে চিরকাল ক্ষোভযুক্ত থাকিবেন। কিন্তু, কি করিব, আমার আর উপায় নাই। জগদীশ্বর যেন তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখেন।" এই বলিয়া ইউসফ্ দেব হস্তস্থিত (স্বর্গোদ্যানস্থ) সেবফল স্বহস্তে লইয়া আঘ্রাণ পূর্ব্বক স্বর্লোকে গমন করিলেন। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে তথাকার সকল লোকে "হাহাকার" রবে রোদন করিয়া চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। সেই রোদনধ্বনি জেলেখার শ্রবণ গোচর হইলে, তিনি সে বিষয় জানিবার নিমিত্ত নিকটাগত এক ব্যক্তিকে "কে রোদন করিতেছে" জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে সে উত্তর করিল, "অয়ি শোকাকুলে! অয়ি বিরহ বিহ্বলে! আপনার পরম প্রীতিপাত্র, নয়ন পুত্তলিকা ইউসফ্ ইহসংসার ত্যাগ করিয়া, দেবলোকে গমন করিয়াছেন।" এই শোকসম্ভূত কতিপয় শব্দ বজ্রাঘাতের স্থায় তাঁহার শ্রবণ বিবরে প্রবিষ্ট হইল; তিনি অমনি চেতনা বিহীনা হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন এবং তিন দিন পর্য্যন্ত ঐ ভাবে রহিলেন।

অতঃপর চতুর্থ দিবসে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, ইউসফ্কে সম্বোধন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, তখন ইউসফ্ কোথায়? এবং কেই বা তাঁহার বাক্যের উত্তর দিবে? তখন তিনি সমাহিত হইয়াছেন।

তখন সেই বিরহবিহ্বলা চিরশোকাকুলা, অনঙ্গপ্রপীড়িতা জেলেখা নিতান্ত শোকে অভিভূত ও বিরহজ্বালায় জর্জ্জরীভূত হইয়া ধরা অরণ্যময়, দিগ্বলয় শূন্যময় এবং গৃহ অন্ধকারময় নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সুকুমার তাপস কুমার ইউসফের অনুপম শ্রী সৌন্দর্য্য স্মরণ পূর্ব্বক নখরাঘাতে মুখমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া, রক্তিমনির্ঝরে গণ্ডযুগল আর্দ্র ও শোণিতপূর্ণ নখর দ্বারা অক্ষিযুগলে আঘাত করিতে লাগিলেন। সুবিমল বক্ষঃস্থলে প্রস্তরাঘাত করিয়া নীলবর্ণে পরিণত ও কোমল শিরোরুহ সকল কর সংলগ্নে উৎপাটন করিতে লাগিলেন। নেত্রযুগল হইতে সাগর-তরঙ্গ সদৃশ অনর্গল অশ্রুধারা পতিত হওয়ায়, তাঁহার অঙ্গ-পরিচ্ছদ আর্দ্র হইতে লাগিল এবং "হা হতাস্মি! এক্ষণে প্রাণেশ্বর কোথায়? তাঁহার ভোগৈশ্বর্য্য কোথায় গেল? দীন হীনের প্রতি

তাঁহার দাক্ষিণ্য কোথায় গেল ? হা-কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত ! আমি তাঁহার মৃত্যু সময়ে পদচুম্বন করিতে পাইলাম না ! তাঁহাকে সুসজ্জিত শয্যায় শয়ন করাইয়া গাত্রঘর্ম্ম মুছাইতে পাইলাম না ! আহা ! যমদূত যখন তাঁহার কোমল হৃদয়ে আসীন হইয়াছিল, তখন আমি সহানুভূতি দেখাইতে পাইলাম না ! তাঁহার স্নান সময়ে তৎসকাশে রোদন করিয়া, অশ্রুধারায় তাঁহাকে সিক্ত করিতে পাইলাম না ! তাঁহার শবাচ্ছাদন গ্রন্থন করিতে পাইলাম না ! আমাকে স্মরণ করিবার কোন চিহ্ন তাঁহাকে প্রদান করিতে পাইলাম না ! অহো ! যখন তিনি রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেন, তখন নানাপ্রকার বাদ্যধ্বনি হইত ; কিন্তু, যৎকালে তিনি যমদূতের সহিত প্রলয় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তৎকালে আমি রোদন ধ্বনিতে রণবাদ্য নিনাদিত করিতে পাইলাম না ! তিনি সজ্জীভূত সমাধি-মন্দিরে শয়ন করিলেন, আর আমি তাঁহার ক্রোড়ে শয়ন করিতে পাইলাম না ! অহো ! ইহা হইতে আর কি দুঃখের বিষয় হইতে পারে ! ইহা হইতে আর কি অপহূর্ত্ত হইতে পারে ! হে প্রাণেশ্বর ! তুমি এই হতভাগিনীকে নিরীক্ষণ কর ! এক্ষণে কোথায় যাই ! কাহার শরণাপন্না হই ! তুমি আমাকে অকূল দুঃখ সাগরে ভাসমানা করিলে ! আমার মন-হরণ করিয়া আর আমাকে স্মরণ করিলে না ! সুরপুরে গমন সময়ে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুখী করিতে পারিলে না ! নাথ ! প্রসন্ন হও, উত্তর দাও ! আমাকে একবারে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে ! রে মূঢ় প্রাণ ! তুই আর কেন যন্ত্রণা দিস্ ? আঃ ! এই মন্দভাগিনীর মৃত্যু নাই ! মাতঃ বসুন্ধরে ! তুমি বিদীর্ণা হইয়া আমাকে স্থান দান কর ; আমি আর যাতনা সহ্য করিতে পারিতেছিনা । হে পরম কারুণিক জগদীশ ! অনুগ্রহ করিয়া হৃদয় স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করুন ;" এইরূপ বিলাপ ও আক্ষেপ করিয়া, বাহকদিগকে শিবিকা সজ্জা করণার্থ আদেশ করিলেন । বাহকগণ জেলেখার বার্ত্তানুসারে শিবিকা সজ্জিত করিলে, সেই শোকাকুলা বিরহব্যাকুলা রাজবালা জেলেখা তদুপরি আরোহণ করিয়া, ইউসফের সমাধি-স্থানে গমন করিলেন । কিন্তু, ইউসফ্‌কে দেখিতে পাইলেন না ; কেবল মাত্র সমাধি রহিয়াছে দেখিলেন । তখন সমাধি উপরে পতিত হইয়া কখন ঐ সমাধির শিরোদেশ ও কখন পদতল চুম্বন এবং "হা-হতাস্মি" বলিয়া রোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, "হা-জীবিতেশ্বর ! তুমি বৃক্ষমূলের ন্যায় ভূগর্ভে রহিলে,

আর আমি শাখা পল্লবের ন্যায় বিরহ পবনের নির্দ্দয় ঝটিকা সহ্য করিতে লাগিলাম! তুমি ধন সম্পত্তির ন্যায় সমাহিত হইলে, আর আমি রোদন করিয়া ধরাতল সিক্ত করিতে লাগিলাম! তোমার ধ্যান এক্ষণে দুঃখ তরঙ্গের ন্যায় অনুমিত হইতেছে! তোমার বিরহানলে আমার হৃদয় ভস্মীভূত হইতেছে;" এইরূপে শত শত বিলাপ করিলেন।

ক্রমে রোদন করিতে অশক্ত হইয়া আক্ষদ্বয়কে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "রে-দুর্ভাগ্য লোচন-যুগল! যখন প্রাণেশ্বর চক্ষুরন্তরালে গমন করিয়াছেন, তখন আর কি দেখিবার নিমিত্ত আমার ললাটনিম্নে বিরাজ করিবি?" এই বলিয়া অঙ্গুলিদ্বারা চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক ইউসফের সমাধির উপরিভাগে নিক্ষেপ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

সম্পূর্ণ।